চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 70 Thursday, 9 February, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৭০ সংখ্যা ❋ ২৫ মাঘ, ১৪২৯, বৃহস্পতিবার, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক সদর্থক অনিত থাপা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ পৃথক গোর্খাল্যান্ড নয় জিটিএর মাধ্যমে পাহাড়ের উন্নয়নই এখন তার প্রধান লক্ষ্য বলে গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসনের প্রধান অনিত থাপা জানিয়েছেন। রাজ্য বিধানসভা ভবনে আজ জিটিএ পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন। পরে অনিত থাপা সাংবাদিকদের বলেন, জিটিএ-র হাতে বিভিন্ন দফতর হস্তান্তর, পাহাড়ে পঞ্চায়েত ভোট, জিটিএ এলাকার জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন, পৃথক আইসিডিএস নীতি তৈরির মতো

বকেয়া ও নীতিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। তবে পাহাড়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোনও আলোচনা হয়নি বলে অনিত থাপা দাবি করেছেন। পাহাড়ে বিমল গুরুং, বিনয় তামাং এবং অজয় এডওয়ার্ডসের দল ফের জোট বেঁধে গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে সরব হওয়ায় তাদেরকেও জিটিএ প্রধান কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন পাহাড়ের মানুষের প্রধান দাবি এখন উন্নয়ন। তাছাড়া গোর্খাল্যান্ড দেওয়ার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। তাই যারা গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুলছেন তাদের উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এনিয়ে দরবার করা।

বিধানসভায় বেনজির কাণ্ড!

রাজ্যপালের প্রথম ভাষণের মাঝেই ওয়াক আউট বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের শুরুর দিনেই বেনজির ঘটনার সাক্ষী রাজ্য। রাজ্যপালের ভাষণের মাঝখানেই হই হট্টগোল শুরু করে দিলেন বিজেপি বিধায়কেরা। তাঁর বক্তৃতার মাঝেই জয় শ্রীরাম স্লোগান তোলে বিজেপি। রাজ্যপালের বক্তৃতার মাঝেই ওয়াকআউট। গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দায় সরব তৃণমূলও। আজ থেকেই শুরু রাজ্য বাজেট অধিবেশন। অধিবেশনের শুরুতেই রাজ্যপাল হিসাবে প্রথম ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল সিভি আনন্দ বোস-এর। সেই মতো নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ভাষণ পাঠ করতে শুরু করেন তিনি। ভাষণের একটি অংশে রাজ্যপাল পাঠ করেন, ''মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিগত বছর শান্তিপূর্ণভাবে কেটেছে। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে সরকার সর্বদা তৎপর। আনন্দ ও সৌহার্দ্যের বাতাবরণে সব ধর্মীয় উৎসব পালিত হয়েছে।'' অতিমারির সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব করেছে রাজ্য সরকার, এমন বার্তাও ছিল ভাষণে। এরপরই বিজেপি বিধায়কেরা শাসক দলকে আক্রমণ করে স্লোগান দিতে শুরু করে। মূলত দুর্নীতি, বকেয়া ডিএ সহ নানা ইস্যুতে স্লোগান দিতে থাকেন বিধায়কেরা। এদিন তাঁর ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারও করা হয়েছিল সংবাদমাধ্যমে। যা এর আগের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের ক্ষেত্রে হয়নি। তা অবশ্য খানিক বিতর্কও তৈরি

হয় অধিবেশন শুরুর আগে থেকেই। তবে রাজ্যপাল বক্তৃতা পাঠ করা শুরুর পর পরই বিধানসভায় হট্টগোল শুরু করে দেন বিজেপি বিধায়কেরা। যার জেরে কার্যত রাজ্যপালের বক্তৃতার কোনও শব্দই স্পষ্ট ভাবে শোনা যায়নি এদিন। শুধু তাই নয়, রাজ্যপালের বক্তৃতার মঝেই বিধানসভা কক্ষ থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে ওয়াক আউট করেন বিজেপি বিধায়কেরা। অভিযোগ, এই সময় রাজ্যপালের দিকে আঙুল উঁচিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে 'শেম শেম' বলতেও শোনা যায়। বিজেপির অভিযোগ, রাজ্যপাল যে বিবৃতি পাঠ করছিলেন, তার একাধিক অংশ অসত্য এবং তা তাঁরা মেনে নিতে পারেননি। সেই কারণেই তাঁদের এই প্রতিবাদ। বিজেপি অসীম সরকার জানান, তাঁরা চেয়েছিলেন যাতে সুষ্ঠুভাবে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হোক। কিন্তু রাজ্যপাল যেই বিবৃতি দিতে শুরু করেন, তা তাঁরা মেনে নিতে পারেননি। আরেক বিজেপি বিধায়কের কথায়, ''শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের প্রশংসা করা হয়েছে। বর্তমান অস্থিরতার কথা বলেননি, কোনও চাকরির কথা বলেননি। করোনার সময় মুখ্যমন্ত্রী কী কাজ করেছেন, তাঁর বয়ান দিয়েছেন শুধু।'' অন্যদিকে, বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ীর মন্তব্য, ''যা হয়েছে, তা অনাঙ্ক্ষিত। কিন্তু, বুঝতে হবে, তালি কখনও একহাতে বাজে না। যে বিবৃতি রাজ্যপাল দিয়েছেন তাঁর অনেক অংশ নিয়ে বিজেপি বিধায়কদের আপত্তি রয়েছে। আজ বিধানসভা কক্ষে যা ঘটল তার দায় এড়াতে পারে না সরকার।'' অন্যদিকে, এদিনের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, ''বাংলার ইতিহাসে এমন ঘটনা এর আগে কখনও হয়নি। এঁরা সংবিধান মানেন না। এঁরা যখন সংবিধান মানেন না, তখন এঁদের এখানে থাকার অধিকার আছে কি না, ভেবে দেখতে হবে।'' এরপরেই ফিরহাদের মন্তব্য, ''জগদীপ ধনখড়কে নিয়েও তো আমাদের অনেক আপত্তি ছিল। কিন্তু আমরা কখনও রাজ্যপালকে হায় হায় বলিনি। কেন্দ্রের সরকার ওঁদের এইসব করতে পাঠিয়েছে।''

সংসদে সোচ্চার প্রধানমন্ত্রী

২০০৪-১৪ দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসে সবথেকে বড় কেলেঙ্কারির দশক

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ সংসদের বাজেট অধিবেশনে বুধবার কড়া ভাষায় কেন্দ্রকে বিঁধেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। প্রশ্ন তুলেছেন আদানির সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে। কেন এলআইসির টাকা আদানির শেয়ারে? স্টেট ব্যাঙ্কের থেকে কেন আদানিকে ১ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে? সেই সব নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন রাহুল। বিদেশে আদানি গোষ্ঠীর লগ্নি থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আদানিদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস নেতা। কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন রাহুল। বলেছেন, ''এটা ভারতের বিদেশনীতি নয়, আদানির বিদেশনীতি।'' বুধবার রাহুলের খোঁচার জবাব দিলেন প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লোকসভায় বক্তব্য রাখার সময় বুঝিয়ে দিলেন, ২০০৪ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ইউপিএ-১ ও ইউপিএ-২ জমানায় দেশ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ জর্জরিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী বললেন, চারিদিকে শুধু বলা হত, মালিকানাহীন পড়ে থাকা কোনও জিনিসে যেন হাত না দেওয়া হয়। দশ বছরে কাশ্মীর থেকে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত হিংসার শিকার হয়েছে দেশ। ওই দশ বছরে ভারতের আওয়াজ বিশ্বের আঙিনায় এতটাই দুর্বল ছিল, যে বিশ্ব তা শুনতেই পায়নি।'' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, দেশের ক্ষমতা আগেও ছিল, কিন্তু অতীতে ২০০৪-২০১৪ সাল পর্যন্ত তৎকালীন শাসক সেই সুযোগ হাতছাড়া করেছে। অতীতে ইউপিএ সরকারের আমলে যে দেশে একের পর এক কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠে এসেছে, সেই কথাও এদিন লোকসভায় তুলে ধরেন মোদি। ইউপিএ জমানায় কখনও ২জি স্পেক্ট্রাম, কখনও কমনওয়েলথ গেমস, কখনও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ইস্যু, কখনও কয়লা কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত ছিল দেশ, তাও বুঝিয়ে দেন তিনি। নরেন্দ্র মোদি বললেন, ''ইউপিএ-র একটাই পরিচয়, প্রতিটি সুযোগকে তারা কঠিন করে

''২০১৪ সালের আগে যে দশক ছিল, তা শেষ দশক হবে। ২০৩০-এর দশক গোটা বিশ্বের কাছে ভারতের দশক হিসেবে পরিচিত হবে।'' নাম না করেই রাহুলের আক্রমণের জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। লোকসভায় মোদি বললেন, ''অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যে ফারাক তৈরি হয়েছে, তা দেখে বিরোধীরা নিরাশ হয়ে পড়ছে। বিরোধীদের শান্তিতে ঘুমোতে পারছে না। সেই জন্যই এত সমস্যা বিরোধীদের।'' কী সেই ফারাক? তাও এদিন নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। ২০০৪ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দেশের পরিস্থিতি কার্যত বেহাল হয়ে পড়েছিল বলেই বুঝিয়ে দিলেন তিনি। বললেন, ''২০০৪ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দেশের আর্থিক অবস্থা ধসে গিয়েছিল। দশ বছরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার আকাশছোঁয়া হয়ে গিয়েছিল।'' ২০০৪-২০১৪ সাল পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসে সবথেকে বেশি কেলেঙ্কারির দশক ছিল বলে এদিন লোকসভায় বললেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ইউপিএ-র ওই দশ বছর কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ভারতের প্রতিটি কোণায় সন্ত্রাসবাদী হামলা চলেছে। প্রতিটি নাগরিক অসুরক্ষিত ছিলেন। তুলেছে। যখন, গোটা বিশ্বে তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ, তখন তারা ২জি-তে ফেঁসে ছিল। সিভিল নিউক্লিয়ার ডিল নিয়ে যখন চর্চা হচ্ছিল, তখনও এরা ফেঁসে ছিল। যখন দেশের যুবসমাজকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার সময়, তখনও কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারিতে গোটা দেশ বিশ্বের কাছে বদনাম হয়ে গিয়েছে। যখন গোটা বিশ্বের কাছে দেশের শক্তিসম্পদের পরিচয় করানোর কথা, তখন বিশ্বের কাছে চর্চায় উঠে এল দেশের ব্ল্যাকআউট, কয়লা কেলেঙ্কারি। যখন দেশের শক্তির পরিচয় দেওয়ার কথা, তখন উঠে এল প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে হেলিকপ্টার কেলেঙ্কারির কথা।'' বিরোধীরা অতীতে একাধিকবার একাধিক ইস্যুতে অভিযোগ তুলেছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। বলা হয়েছে, ভারত দুর্বল হয়ে পড়ছে, ভারতের কথা কেউ শোনে না। মোদি জমানায় বিশ্বের দরবারে ভারতের গুরুত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। এদিন সেই সব অভিযোগের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''বিরেধীরা এখন বলছেন, ভারত এখন এতটা মজবুত হয়ে গিয়েছে যে অন্য দেশগুলিকে ধমক দিয়ে সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করছে। প্রথমে এটা ঠিক করুন ভারত দুর্বল হল নাকি শক্তিশালী।''

'যা করেছেন খুনের সামিল', 'ম্যাগবেথ' টেনে মানিকের জামিনের বিরোধিতা ইডি-র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ মানিক-কুন্তল জুটি যা করেছেন, তা কারওকে খুন করার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ'-র প্রসঙ্গ তুলে আদালতে সওয়াল ইডি-র আইনজীবীর। ইডি-র দাবি, পশ্চিমবঙ্গের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য। জনগণের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র করেছেন এই দুই তৃণমূল নেতা। এদিন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে বড় পর্দাফাঁস করেছে ইডি। আদালতে ইডি-র আইনজীবী জানিয়েছেন, কারা কারা টাকার বিনিময়ে চাকরি পাওয়ার জন্য পরীক্ষা দিচ্ছেন, তার সংকেত লুকনো থাকত ওএমআর শিটের মধ্যেই। অনেক প্রশ্নের মধ্যে কেবলমাত্র দুটো নির্দিষ্ট প্রশ্নেরই নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়ার জন্য আগে থেকেই বলে দেওয়া হত তাঁদের। বাকি উত্তরগুলোর জায়গা ফাঁকা রাখতে বলা হত। এটা করলেই কুন্তলরা বুঝতে পারতেন এরাই 'ক্যান্ডিডেট' (টাকার বিনিময়ে চাকরি প্রার্থী)। কুন্তল ঘোষকে জেরায় নাকি এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে ইডি। ইডি-র দাবি, ওএমআর শিটের বিষয়ে কুন্তল জেরায় নাকি জানিয়েছে, তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল মানিকের। ষড়যন্ত্রে মানিকের শরিক ছিলেন কুন্তল। বিনিময়ে মিলত চাকরি বিক্রির টাকার পার্সেন্টেজ। এই সওয়াল তুলেই এদিন মানিক ভট্টাচার্যের জামিনের বিরোধিতা করে ইডি। কুন্তল ঘোষকে ইডি জেরা করে নাকি জানতে পেরেছে, নিজের আটজন আত্মীয়কে ওএমআর শিট-এর সাংকেতিক কোডের মাধ্যমে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন তিনি। তবে, তাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন কি না, তা অবশ্য খতিয়ে দেখছে ইডি। নিজের আত্মীয়দের থেকে কত টাকা নিয়েছিল কুন্তলরা, সেটাও জানার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। এই গপ্পঙ শিট কারচুপিতে মানিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে কুন্তল সরাসরি যুক্ত বলে আদালতে দাবি করেছে ইডি। ইডি-র আইনজীবীর দাবি, মানিক ভট্টাচার্য গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটা দুর্নীতিতে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। মানিকের জামিনের বিরোধিতা করতে গিয়ে ম্যাকবেথ নাটকের কথা তুলে ধরেন তিনি। ইডি-র আইনজীবী বলেন, ''বৃহত্তর জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন এঁরা। মানিক-কুন্তল একই সঙ্গে কাজ একই কাজ করেছেন। যা করেছেন, তা খুনেরই সমান। একটা সময় ছিল বাংলায় শিক্ষা ছিল সেরা। এখন বাংলায় পড়তে গিয়ে ভয় পাচ্ছে পড়ুয়ারা।'' পাল্টা মানিকের আইনজীবী সঞ্জয় দাশগুপ্তের জবাব, ওএমআর শিটের বিষয়ে সব অভিযোগ মিথ্যে। ইডি-র তদন্ত কবে শেষ হবে, তা ইডি-ও জানেনা। সব দিক ভেবে জামিন দেওয়া হোক। যদিও দুপক্ষের সওয়াল শোনার পরেও মানিকের জামিনে সবুজ সঙ্কেত দেয়নি আদালত।

বিচারপতি মান্থার এজলাস বয়কটের ঘটনায় পুলিশি রিপোর্টে সন্তুষ্ট নয় তিন বিচারপতির বেঞ্চ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাস বয়কটের ঘটনায় পুলিশি রিপোর্টে সন্তুষ্ট নয় আদালত। যেভাবে উদ্যোগী হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে তদন্ত করা উচি ছিল, তা হয়নি। বুধবার এমনই মন্তব্য করলেন বিচারপতি টি এস শিবগ্ননম। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বাড়িতে কারা পোস্টার সাঁটিয়েছিল, তা স্পষ্ট জানাতে পারেনি পুলিশ। একইসঙ্গে কোন ছাপাখানায় ওই পোস্টার ছাপা হয়েছিল, তাও জানতে পারেনি পুলিশ। এমন অবস্থায় পুলিশকে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হল নতুন করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য।

এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি টি এস শিবগ্ননম, বিচারপতি আইপি মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাসের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। প্রসঙ্গত, এদিন মুখবন্ধ খামে পুলিশের তরফে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় আদালতে। বিচারপতির বাড়িতে পোস্টার সেঁটেছে এমন ছয়জন সন্দেহভাজনের নাম দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। তবে আদালতের বাইরে কারা বিক্ষোভ করেছে সেটা স্পষ্ট নয়। ভিডিয়ো পরিস্কার আসেনি বলে দাবি কমিশনারের। তিনি আরও জানিয়েছেন, সাতটি জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। কলকাতায় ২৫০টিরও বেশি ছাপাখানা রয়েছে। তার মধ্যে ৩৯টি ছাপাখানার মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি পোস্টারের কালি ও কাগজ সিএফএসএল ল্যাবরেটরিতেও পাঠানো হয়েছিল বলে জানান তিনি। তবে সেখান থেকে জানানো হয়েছে, এই পরীক্ষার জন্য পরিকাঠামো তাদের কাছে নেই। এদিন বিচারপতি শিবগ্ননম আরও বলেন, ''আইনজীবীরা বলেছিলেন তাঁরা প্রতিবাদ করতে পারেন। তাহলে দেখা যাক তাঁরা দায়িত্ব নিয়ে সামনে আসেন কি না। এটা কোনও জেসচার হতে পারে না। বার ইস্যুভিত্তিক প্রতিবাদ করতেই পারে। কিন্তু এখানে বিচারপতিকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে সেটা অনভিপ্রেত। কেন সরকারি আইনজীবীরা বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার ঘরে মামলায় আসছেন না। এটা বাজে ট্রেন্ড।'' বিচারপতি আইপি মুখোপাধ্যায়ও বলেন, ''কারা পোস্টার ছাপাল এবং বিক্ষোভ দেখাল, তা চিহ্নিত করা জরুরি। পুলিশ রিপোর্টে জানিয়েছিল মুখে মাস্ক থাকার জন্য চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।'' তিন বিচারপতির বেঞ্চ এদিন জানিয়ে দেয়, এই রিপোর্টে তাঁরা সন্তুষ্ট নন। চিহ্নিত করা উচিত, কোথা থেকে ছাপা হয়েছিল এবং কারা পোস্টার সাঁটালো।

'আজ নয় কাল, জেলে যেতেই হবে', সংসদে দাঁড়িয়ে হুঁশিয়ারি সুকান্তর

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ সংসদের অধিবেশনে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের তুলোধনা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। নাম না করে কটাক্ষ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার করুণ অবস্থা। তিনি বলেন, ''আজ রাজ্যপালের উপরে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, রাজ্যের সরকারের বিরোধিতা করছেন রাজ্যপাল। কেন বিরোধিতা করা হবে না?'' সুকান্ত আরও বলেন, ''এমন ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষপদে বসানো হয়েছে, যিনি এখন জেলে রয়েছেন। যে উপাচার্যের হাত থেকে আমি শংসাপত্র নিয়েছি, তিনি জেলে। অথচ, এই পশ্চিমবঙ্গেই শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। এখান থেকেই অতীশ দীপঙ্করের মতো শিক্ষকেরা অন্য জায়গায় পড়াতে যেতেন। এখান থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পড়াতেন শিক্ষকেরা। সেই শিক্ষকের চাকরি এখন বিক্রি করা হচ্ছে।'' সুকান্ত এদিন বলেন, ''তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড যিনি জেলের বাইরে বসে রয়েছেন, আজ নয় কাল তাঁকেও জেলে যেতে হবে। এটা নরেন্দ্র মোদির সরকার, চুরি করলে শাস্তি পেতেই হবে।''

আজ রাজ্যজুড়ে বিশেষ কর্মসূচি রাজ্য সরকারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ সাধারণ মানুষের কাছে নানা সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে আগামী কাল রাজ্যজুড়ে বিশেষ কর্মসূচি আয়োজন করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভার শহর ও গ্রামীণ এলাকায় একযোগে এই পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে হাওড়ার পাঁচলা থেকে রাজ্যব্যাপী এই কর্মসূচির সূচনা করবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। জেলাশাসক, বিধায়ক স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিরা নিজের এলাকা থেকে ভার্চুয়াল ভাবে এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে উপভোক্তাদের হাতে পরিষেবা তুলে দেবেন। যে সব জায়গায় শাসক দলের বিধায়ক নেই সেখানে বিডিওর উপস্থিতিতে দলের পুরপ্রধান ও পঞ্চায়েত প্রধানরা এই দায়িত্ব পালন করবেন। কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্র খড়দহের গ্রামীণ ও শহর এলাকায় দু'টি কর্মসূচি হবে। বিধায়করা যাতে এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারেন সে কারণে আগামীকালের জন্য বিধানসভার অধিবেশন বসছে না বলে জানা গেছে।

আদানি কাণ্ডে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় প্রভাব পড়বে না, আশ্বাস রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধানের

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ক্ষমতা, আকার এবং সহনশীলতা এখন অনেক বেশি শক্তিশালী এবং বৃহৎ। 'এ রকম ঘটনায়' ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কোনও প্রভাব পড়বে না। আদানি কাণ্ডের প্রসঙ্গে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নিয়ে বুধবার এ রকম কথা বলেছেন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। আমেরিকান শর্ট সেলিং সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ আদানী গোষ্ঠীর ব্যবসা নিয়ে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তার পর থেকেই আলোচনায় আদানি গোষ্ঠী। এমনকি আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারের দাম হুড়মুড়িয়ে পড়েছে। এর জেরে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে আদানি গোষ্ঠী। ভারতের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ঋণ রয়েছে আদানি। সেই ঋণ আদানি শোধ করতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতেই ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নিয়ে আশ্বাস এল আরবিআই গভর্নরের তরফে। আদানি গ্রুপের ঋণ এবং শেয়ার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই

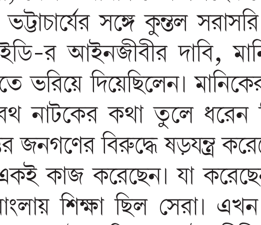

বেশ কিছু প্রশ্ন সামনে এসেছে। এ নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া নিজস্ব মূল্যায়ন করেছে। সেই মূল্যায়নের বিস্তারিত রিপোর্ট আগামী শুক্রবার প্রকাশ করা হবে বলেও এ দিন জানিয়েছেন শক্তিকান্ত দাস। আদানি গোষ্ঠীর বিপর্যয়ের প্রভাব প্রসঙ্গে আরবিআই প্রধান এ দিন বলেছেন, ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ক্ষমতা, আকার এবং সহনশীলতা এখন অনেক বেশ শক্তিশালী। এ রকম ঘটনার জেরে তাতে প্রভাব পড়বে না। যদিও এ কথা বলার সময় আদানির নাম মুখে নেননি তিনি। পাশাপাশি আদানি কাণ্ডের পর আরবিআই ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে আদানি সংক্রান্ত কোনও নির্দেশ দিয়েছেন কি না, তাও জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, কোনও ব্যাঙ্ক যখন ঋণ দেয়, তখন তাঁরা প্রাথমিক বিষয়গুলি যাচাই করেই সেই কাজ করে। এবং যে প্রকল্পের জন্য ঋণ তা থেকে অর্থের জোগানের আশাও করে। ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির সহনসীলতা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গত তিন চার বছরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে আরবিআই। তার মধ্যে অডিট কমিটি গঠন, চিফ রিস্ক অফিসার নিয়োগের মতো একাধিক পদক্ষেপ রয়েছে।

বাজেটে আয় বাড়াতে 'বাজে খরচ' কমিয়ে 'উন্নত পরিষেবা' দিতে চায় কলকাতা পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ কম 'বাজে খরচ' , অনেক বেশি 'উন্নত পরিষেবা', চলতি বছরে কলকাতা পুর-বাজেটের দিশা এমনই। ঘাটতি শূন্য পুর-বাজেট লক্ষ্য ফিরহাদের। নতুন কর না চাপিয়ে কী ভাবে আয় বাড়ানো যায় সেই পথ খুঁজছেন কলকাতা পুরসভার আধিকারিকেরা। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার আর্থিক হালও খুব একটা ভাল নয়। যদিও করোনার খরা কাটিয়ে কলকাতা পুরসভা আয় বৃদ্ধি করেছে। একইসঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে পেনশন ও অন্যান্য ভাতা-সহ বিভিন্ন হিউম্যান রিসোর্স খাতে খরচ। গত কয়েক বছরের তুলনায় চলতি অর্থবর্ষে (২০২২-২৩) রেকর্ড আয় হলেও বিভিন্ন খাতে খরচের বহরও বেড়েছে। দেনার বোঝাও বইতে হচ্ছে। এই অবস্থায় আগামী আর্থিক বছরের (২০২৩-২৪) বাজেটে ঘাটতি কমাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'বাজে খরচ' কমানোর পথে হাঁটতে চলেছে পুরসভা। একইসঙ্গে আয় বাড়াতে পুরসভার বিভিন্ন পরিষেবার বিনিময় মূল্যের পরিবর্তন আনা হবে বলে ঠিক হয়েছে। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি ছিল ১৭৭ কোটি টাকা। লক্ষ্য, আগামী দিনে ঘাটতি শূন্য

বাজেট। তবে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে সেই ঘাটতি ১০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। যদিও সেই লক্ষ্যমাত্রা কতটা পূরণ করা যাবে, তা নিয়ে চিন্তিত পুর অর্থবিভাগের কর্তারা। ১০ মার্চ শুক্রবার পুর-বাজেট পেশ করবেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আধিকারিকরা এখন বাজেট প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। গত বছরের তুলনায় চলতি আর্থিক বছর কয়েকশো কোটি টাকা আয় বেড়েছে পুরসভার। সম্পত্তি কর এবং রাজস্ব আদায় বিভাগ, বিল্ডিং, লাইসেন্স, মার্কেট, বিনোদন-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ইতিমধ্যে পুরসভার ১৫০০ কোটি টাকার বেশি আয় হয়েছে। আর্থিক বছর শেষ হতে এখনও বাকি মাসখানেক। পুরসভার আয়ের পরিমাণ আরও বাড়বে বলে আশায় পুর-কর্তারা। কলকাতা পুরসভার তথ্য বলছে, ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত পাওনাদার ও ঠিকাদারদের বকেয়া অধিকাংশই মেটানো সম্ভব হয়েছে। তবু ও হাজার কোটি টাকার দেনা রয়েছে পুরসভার ঘাড়ে। এর বাইরে রয়েছে অবসরপ্রাপ্ত এবং অন্যান্য খাতে ভাতার টাকা বাবদ খরচ। এই খাতেই খরচ সামলাতে মূলত হিমশিম খেতে হচ্ছে পুরসভার কোষাগারে। পুরসভার নিয়ম মেনেই প্রতি পাঁচ ছয় বছরে সম্পত্তিকর নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পায়। তবে নতুন করে সম্পত্তি করে এর ওপর বোঝা চাপায়নি কলকাতা পৌরসভা। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পরিষেবার জন্য পুরসভার নির্ধারিত মূল্য বদলের পথে হাঁটতে পারে কর্তৃপক্ষ। এবার এপ্রিল থেকে বাড়ছে কমিউনিটি হলের ভাড়াও। পাশাপাশি, বিনোদন করের হারেও পরিবর্তন আসছে বলে জানা গিয়েছে। পুরসভা সূত্রের খবর, যে সমস্ত জায়গায় পরিষেবার মূল্য বাড়ানোর চিন্তাভাবনা চলছে তার বেশিরভাগটাই কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে। যেমন, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের জঞ্জাল সাফাই করতে পুরসভা সামান্য টাকা নেয়। এই চার্জ বাড়ানো হতে পারে বলে সূত্রের খবর। এছাড়াও পার্ক, ব্যাঙ্কোয়েট হলের বিনোদন কর বৃদ্ধি করা হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাইসেন্স ফি বাড়ানোর ওয়াকিবহাল মহলের খবর।

ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার হামলা কঠিন পরীক্ষার মতোঃবাইডেন

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন (এসওটু) ভাষণে মার্কিন অর্থনীতি, করোনার মতো বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রাশিয়া ও চিনকে নিশানা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।তিনি বলেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন বিশ্বের জন্য একটি পরীক্ষা। হিংসামুক্ত বিশ্বের কথা বলতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা ন্যাটোকে ঐক্যবদ্ধ করেছি এবং একটি বৈশ্বিক জোট গড়ে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি।ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের প্রায়ই বলা হয় ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান একসঙ্গে কাজ করতে পারে না, কিন্তু গত দুই বছরে আমরা তা ভুল প্রমাণ করেছি। তিনি বলেন, গত দুই বছরে দেশকে ঘাটতি থেকে বের করে আনার অব্যাহত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ঘাটতি ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি কমে গেছে।

বাংলা সাহিত্য জগতে নক্ষত্রপতন, না ফেরার দেশে সাহিত্যিক সুবিমল মিশ্র

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃবাংলা সাহিত্য জগতে নক্ষত্রপতন, প্রয়াত হলেন সাহিত্যিক সুবিমল মিশ্র। বুধবার না ফেরার দেশে পাড়ি দেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮০। দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন, ছিল বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যা। হৃদরোগেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ দিন ভোর ৪টে ৫০ নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।' তেজস্ক্রিয় আবর্জনা', ' এটি রামায়ণ চামারের গল্প হয়ে উঠতে পারতো', 'নাঙা হাড় জেগে উঠেছে', ' রঙ যখন সতর্কীকরণের চিহ্ন', 'কণ্ঠ পালক ওড়া', 'হাড়মটমটি, ' ওয়ান পাইস ফাদার মাদার', ' চেটে চুষে চিবিয়ে গিলে'-এর মতো উপন্যাস লিখেছেন সাহিত্যিক সুবিমল মিশ্র। এগুলি ছাড়াও বহু ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন। বেশিরভাগ বই নিজেই দায়িত্বে সম্পাদনা, প্রকাশ ও বিক্রয় করেছেন ব্যতিক্রমী এই সাহিত্যিক। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত ' মাঝির বিধবা বৌ এর মড়া' অথবা 'সোনার গান্ধীমূর্তি' সুবিমল মিশ্রের লেখা এই ছোটগল্পটি বাংলা সাহিত্যজগতে প্রথম আলোড়ন ফেলে। দীর্ঘ অর্ধশতকের বেশি সাহিত্য জীবনে কখনও নামী কোনও সংবাদপত্র বা সাহিত্যপত্রে লেখেননি তিনি। কার্যত স্রোতের উলটো পথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সে পথ ছিল একবারেই তাঁর নিজস্ব। তাঁর সাহিত্যকর্ম দুই বাংলার মননশীল 'লিটল ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে একাধিকবার। তাঁর প্রয়াণের শোকস্তব্ধ বাংলার সাহিত্য জগত।

সংক্রমণ ১০০-র নীচেই, উত্তর প্রদেশে একজনের মৃত্যু, ভারতে টিকাকরণ ২২০.৬০-কোটির ঊর্ধ্বে

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ১০০-র নীচেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯৬ জন, এই সময়ে উত্তর প্রদেশে মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯৬ জন। নতুন করে একজনের মৃত্যুর পর মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭৪৬-তে পৌঁছেছে।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১ হাজার ৭৮৫-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫১,১০৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘঃটায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১ লক্ষ ২৭ হাজার ২৭৪ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬০,৫৮,০৩২। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএম আর) জানিয়েছে, ৭ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৩৬,৭২২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কর্ণাটকের তুমাকুরু শিল্প শহরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির উদ্দেশে হ্যাল হেলিকপ্টার কারখানার উৎসর্গ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নয়াদিল্লি,৮ ফেব্রুয়ারিঃকর্ণাটক হল সাধু-সন্ন্যাসীদের পবিত্র ভূমি। আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের ভারতীয় ঐতিহ্যকে এই রাজ্য শক্তিশালী করেছে। এক্ষেত্রে তুমাকুরুর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এখানকার সিদ্ধগঙ্গা মঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পণ্ডিত শিবকুমার স্বামীজির ' অক্ষর এবং আশ্রয়' - এই ত্রিবিধ দশার ধারাটিকে শ্রী সিদ্ধলিঙ্গ মহাস্বামী এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আমি সম্মানিত সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রণাম জানাই। একইসঙ্গে, শ্রী চিদম্বরা আশ্রম এবং গুবিব-তে ভগবান চন্না বাসবেশ্বরকেও প্রণাম জানাই।ভাই ও বোনেরা,আজ সকল সাধু-সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ নিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন ও বাস্তবায়িত হয়েছে। এর ফলে কর্ণাটকের যুব সম্প্রদায় নতুন নতুন কাজের সুযোগ পাবেন, গ্রামাঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবেন, সেনাবাহিনী শক্তিশালী হবে এবং ' ইন ইন্ডিয়া'র ধারণা আরও শক্তিশালী হবে। তুমাকুরু-তে সম্প্রতি হেলিকপ্টার নির্মাণের একটি বিরাট কারখানার উদ্বোধন হল। তুমাকুরুর শিল্প শহরের শিলান্যাস করা হল। একইসঙ্গে, তুমাকুরু জেলার শত শত গ্রামের জন্য পানীয় জল পরিষেবা সংক্রান্ত প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়েছে। এগুলির জন্য আমি আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই।বন্ধুগণ,কর্ণাটক হল তরুণ প্রতিভা ও উদ্ভাবনের কেঃদ্রবিন্দু। ড্রোন থেকে শুরু করে তেজস যুদ্ধবিমান উৎপাদন - এসবের মধ্য দিয়ে রাজ্যের উৎপাদন শিল্পের শক্তি সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে। কর্ণাটকের ডবল ইঞ্জিন সরকারের জন্য বিনিয়োগকারীরা প্রথমেই এই অঞ্চলের কথা বিবেচনা করেন। আজ যে হেলিকপ্টার কারখানাটির এখানে উদ্বোধন করা হল তার মধ্য দিয়ে ডবল ইঞ্জিন সরকারের কাজের ধারা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ২০১৬ সালে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমদানির ওপর নির্ভরযোগ্যতা কমানোর জন্য আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সেই মোতাবেক এই কারখানার শিলান্যাস করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে দেশে উপাদিত শত শত যুদ্ধাস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম এখন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যারা ব্যবহার করছেন। আধুনিক অ্যাসল্ট রাইফেল, ট্যাঙ্ক, কামান, নৌ-বাহিনীর জন্য ব্যবহৃত বিমান, হেলিকপ্টার, যুদ্ধবিমান দেশেই তৈরি করা হচ্ছে। ২০১৪ সালের আগে একবার ভাবুন এই সংখ্যাটা কত ছিল? গত ৮-৯ বছরে বিমান চলাচল ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ আমরা আমাদের সেনাবাহিনীর জন্য দেশে উপাদিত অস্ত্রশস্ত্রই শুধু ব্যবহার করছি না, ২০১৪ সালের নিরিখে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সরঞ্জাম উপাদনের ক্ষমতা পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামীদিনে তুমাকুরু থেকে শত শত হেলিকপ্টার তৈরি হবে। এর ফলে, প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা-বাণিজ্য এই অঞ্চলে হবে। এ ধরনের একটি কারখানা যখন হয় তখন আমাদের সেনাবাহিনীর ক্ষমতাই শুধু বৃদ্ধি হয় না, পাশাপাশি হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান বা স্বনির্ভর হয়ে ওঠাও সম্ভব হয়। তুমাকুরুর হেলিকপ্টার কারখানা অনেক ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।বন্ধুগণ,' প্রথম' এই ভাবনায় যখন কোনও কাজ শুরু হয় তখন নিশ্চিতভাবে সাফল্য অর্জিত হয়। গত আট বছর ধরে একাধারে আমরা বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কারখানাগুলির মানোন্নয়ন ঘটিয়েছি, সরকারি প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলিকে আরও শক্তিশালী করেছি, আবার বেসরকারি সংস্থাগুলির জন্যও দ্বার উন্মুক্ত করেছি। এখন আমরা বুঝতে পারছি কিভাবে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল) এই সিদ্ধান্তের ফলে উপকৃত হয়েছে। আর আজ আমি বছর কয়েক আগে ঘটা কিছু কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। আমি নিশ্চিত, সংবাদমাধ্যমও এই বিষয়টি উল্লেখ করবে। এই হ্যাল-এর সম্পর্কে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছিল। সেই একই হ্যাল, যা নিয়ে একটি ষ।যন্ত্র তৈরি করা হয়। মানুষকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা সংসদে এই বিষয় নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করেছেন। আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, মিথ্যা যত বাই হোক, যতবারই তা প্রচার করার চেষ্টা হোক, এর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যুক্ত থাকলেও দিনের শেষে তাকে সত্যের কাছে পরাজিত হতেই হবে। সম্প্রতি হ্যাল-এর এই হেলিকপ্টার কারখানা সংস্থার ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। এর মাধ্যমে অনেক পুরনো মিথ্যা এবং অসত্য অভিযোগ সকলের সামনে প্রকাশিত হল। আসলে বাস্তব নিজেই কথা বলে। আজ এই একই হ্যাল সংস্থা ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক তেজস বিমান তৈরি করছে যা সারা পৃথিবীর কাছে আলোচ্য বিষয়। আজ এই হ্যাল প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার প্রতীক। বন্ধুগণ,সম্প্রতি তুমাকুরু শিল্প শহর গ।ার কাজ শুরু হল। ফুড পার্ক এবং হেলিকপ্টার তৈরির কারখানার পর তুমাকুরুর জন্য এটি আরও একটি সুন্দর উপহার। এই নতুন শিল্প শহর তুমাকুরুকে শুধু কর্ণাটকের প্রধান শিল্পকেন্দ্র হিসেবেই গ।ে তুলবে না, এটি দেশের নিরিখেও অন্যতম শিল্পকেন্দ্র হয়ে উঠবে। চেন্নাই-বেঙ্গালুরু শিল্প করিডরের অঙ্গ হিসেবে এই শিল্প শহরটি গড়ে উঠবে। বর্তমানে এখানে চেন্নাই-বেঙ্গালুরু, বেঙ্গালুরু-মুম্বাই এবং হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু শিল্প করিডর গ।ে উঠছে। কর্ণাটকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জু।ে এই শিল্প তালুক গড়ে উঠবে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ' গতি শক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান'-এর আওতায় এই শহর তৈরি করা হবে যা মুম্বাই-চেন্নাই মহাসড়ক, বেঙ্গালুরু বিমানবন্দর, তুমাকুরু রেল স্টেশন এবং মেঙ্গালুরু বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলবে। এর ফলে, অনেক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং স্বনির্ভর হয়ে ওঠারও সুযোগ তৈরি হবে।বন্ধুগণ,ডবল ইঞ্জিন সরকারের শুধুমাত্র পরিকাঠামো গড়ে তোলাই উদ্দেশ্য নয়। আমরা সামাজিক পরিকাঠামোর বিষয়েও যত্নশীল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রত্যেক ঘরে এবং চাষের জমিতে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য ' কী নীরু, ভূমিগে নীরাওয়ারি' প্রকল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আজ দেশজুড়ে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য মিলেছে। এ বছরের বাজেটে জল জীবন মিশনের জন্য গত বছরের থেকেও ২০ হাজার কোটি টাকা বেশি বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রত্যেক বা।িতে যখন জল পৌঁছে যাবে, তখন দরিদ্র মহিলা এবং ছোট্ট মেয়েরা সবথেকে বেশি উপকৃত হবে। পরিষ্কার জল আনার জন্য তাঁদের বহু দূরে যেতে হয়। গত সাড়ে তিন বছরে এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশজুড়ে ১১ কোটি বাড়িতে নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এর আগে গ্রামাঞ্চলে মাত্র ৩ কোটি বা।িতে জলের সংযোগ ছিল। এবারের বাজেটে আপার ভদ্রা প্রকল্পের জন্য প্রায় ৫,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তুমাকুরু, চিকমাগালুর, চিত্রদূর্গ এবং দাভানাগেরে-র মতো মধ্য কর্ণাটকের খরা প্রবণ অঞ্চলে এর ফলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। প্রত্যেক বাড়িতে এবং কৃষি জমিতে জল পৌঁছে দেওয়ার যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, এই উদ্যোগের ফলে ডবল ইঞ্জিন সরকারের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হচ্ছে। আমাদের ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য এই প্রকল্প যথেষ্ট সহায়ক হবে কারণ, এতদিন তাঁরা শুধুমাত্র বৃষ্টির জল এবং সেচের জলের ওপর নির্ভর করে থাকতেন। বন্ধুগণ,এ বছরের দরিদ্র-বান্ধব এবং মধ্যবিত্ত-বান্ধব বাজেট নিয়ে সারা বিশ্বজু।ে আলোচনা হবে। উন্নত ভারত গড়ার জন্য এই বাজেট সকলকে একত্রিত করবে। এ বছরের বাজেট ভারতকে এমন এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করবে যে ভারত সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর, শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। ' কা অমৃতকাল'-এর এই বাজেটে উন্নত ভারত গ।ার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উপাদানগুলি রয়েছে। গ্রামাঞ্চল, দরিদ্র মানুষ, কৃষক, সমাজের বঞ্চিত অংশ, আদিবাসী মধ্যবিত্ত, মহিলা, যুব সম্প্রদায় অথবা প্রবীণ নাগরিক - প্রত্যেকের জন্যই এবারের বাজেটে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটি একটি জনপ্রিয় ও নির্ণায়ক বাজেট। এই বাজেটের মাধ্যমে দেশের যুব সম্প্রদায়ের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ গড়ে উঠবে। ভারতের নারীশক্তি দেশ গ।ার কাজে আরও বেশি করে অংশ নেবে। দেশের কৃষিক্ষেত্র এবং গ্রামাঞ্চলের আধুনিকীকরণে সহায়ক হবে এই বাজেট। ক্ষুদ্র কৃষকের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে, পাশাপাশি ' অন্ন' আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত হয়ে উঠবে। আপনাদের চাহিদা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনাদের সহায়তা এবং আপনাদের আয় - সবদিকই এবারের বাজেটে বিবেচিত হয়েছে। কর্ণাটকের প্রতিটি পরিবার এর থেকে উপকৃত হবেন।ভাই ও বোনেরা,অতীতে সমাজের যে অংশের মানুষ সরকারি সহায়তা পেতেন না তাঁদের ক্ষমতায়নের জন্য ২০১৪ সাল থেকে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। আগে তাঁদের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের সুবিধা তাঁদের কাছে পৌঁছত না বা মধ্যস্বত্বভোগীরা সেগুলি লুঠ করত। এই প্রথম আমাদের সরকার শ্রমিকদের জন্য পেনশন এবং বীমার ব্যবস্থা করেছে। ' কিষাণ সম্মান নিধি'র মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য নানা ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে সহজেই রাস্তার হকারদের জন্য ঋণের বঃেদাবস্ত করা হয়েছে। এবারই প্রথম আমাদের বিশ্বকর্মা ভাই ও বোনেদের জন্য বাজেটে একটি প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে। যাঁরা নিজেদের দক্ষতার মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী উপাদন করেন তাঁদের বিশ্বকর্মা বলা হয়। যেমন, কুমোর, কামার, শিল্পী, স্বর্ণকার ইত্যাদিরা ' বিকাশ যোজনা'র আওতায় তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবেন এবং তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের গুণমান এর ফলে বৃদ্ধি পাবে।বন্ধুগণ,মহামারীর সময় আমাদের সরকার দরিদ্র মানুষদের বিনামূল্যে রেশন বিতরণ করেছে। এই খাতে ৪ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে। এবারের বাজেটে গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেক দরিদ্র পরিবারের পাকা বাড়ি নিশ্চিত করার জন্য ৭০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কর্ণাটকের বহু দরিদ্র পরিবার এর সুফল পাবে। ফলে, তাঁদের জীবনে পরিবর্তন আসবে।ভাই ও বোনেরা,এবারের বাজেটে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য অভূতপূর্ব কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাঁদের আয় বছরে ৭ লক্ষ টাকা, তাঁদের কোনও আয়কর দিতে হবে না। এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখা দিচ্ছে। ৩০ বছরের নিচে যাঁদের বয়স, যাঁরা নতুন চাকরিতে ঢুকেছেন বা সদ্য ব্যবসা শুরু করেছেন, তাঁরা এর ফলে আরও অর্থ সাশ্রয় করতে পারবেন। আমাদের প্রবীণ নাগরিকরা, যাঁরা পেনশনভোগী, তাঁদের সঞ্চিত অর্থের সর্বোচ্চ সীমা ১৫ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এর ফলে, প্রতি মাসে তাঁরা সুদ বাবদ বেশি অর্থ পাবেন। বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত বন্ধুদের জন্য লিভ এনক্যাশমেন্টের ওপর কর ছা।রে সুযোগ আগে ছিল ৩ লক্ষ টাকা। এখন ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লিভ এনক্যাশমেন্ট বাবদ আয়ের ক্ষেত্রে কোনও কর দিতে হবে না। এর ফলে তুমাকুরু ও বেঙ্গালুরু সহ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারের অর্থের সাশ্রয় হবে।বন্ধুগণ,বিজেপি সরকার মহিলাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের দিকটি অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। মহিলাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ফলে বাড়িতে তাঁরা আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবেন এবং যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁরা এগিয়ে আসতে পারবেন। আমাদের মা, বোন ও মেয়েদের জন্য এবারের বাজেটে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁরা এখন আরও বেশি করে ব্যাঙ্কের সুবিধা নিতে পারবেন। আমরা ' সম্মান বচ পত্র' চালু করতে চলেছি। এই প্রকল্পে আমাদের বোনেরা ২ লক্ষ টাকা

ফের রেপো রেট বৃদ্ধি করল আরবিআই, ২৫ বেসিস পয়েন্ট বেড়ে হল ৬.৫ শতাংশ

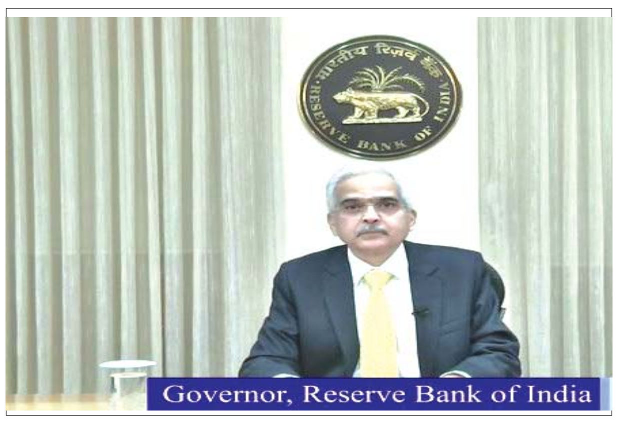

মুম্বই, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের রেপো রেট বৃদ্ধি করল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। ২৫ বেসিস পয়েন্ট বেড়ে এবার রেপো রেট হল ৬.৫ শতাংশ। বুধবার আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, ২৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আরবিআই, ফলে রেপো রেট বেড়ে হল ৬.৫ শতাংশ।আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, বিগত তিন বছরের নজিরবিহীন ঘটনা বিশ্বজুড়ে মুদ্রানীতির পরীক্ষা নিয়েছে, উদীয়মান বাজার অর্থনীতি নীতির বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করে, অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সমর্থন করা এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তীব্র লেনদেনের সম্মুখীন হচ্ছে।আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস আরও বলেছেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এখন আর তেমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে না যেমনটি কয়েক মাস আগে ছিল। প্রধান অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা উন্নত হয়েছে, যদিও মুদ্রাস্ফীতি এখনও বড় অর্থনীতিতে লক্ষ্যমাত্রার উপরে রয়েছে।

রেললাইনে ফাটল! বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল হাওড়া-অমৃতসরগামী পঞ্জাব মেল

অমৃতসর, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রেললাইনে বড় ফাটল! আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই রেললাইন দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল হাওড়া-অমৃতসরগামী পঞ্জাব মেলের। বুধবার সকালে উত্তরপ্রদেশের গাজীপুর জেলার জামাইয়া শহরের কাছে স্থানীয় যুবক এবং এক রেলকর্মীর তৎপরতায় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল হাওড়া-অমৃতসরগামী পঞ্জাব মেল।রেল ও স্থানীয় সূত্রে খবর, গাজীপুরের জামানিয়া স্টেশনের তিন কিলোমিটার আগে গদাহিন গ্রামের কাছে রেললাইনে একটি ফাটল লক্ষ করেন নাসিম নামে এক জন স্থানীয় যুবক। লাইনে ফাটল লক্ষ করে তিনি বুঝতে পারেন, যে ট্রেন এই লাইন দিয়ে যাবে তা বড় দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে চলেছে। এর পরই ওই প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় রেল গ্যাংম্যানকে পুরো বিষয়টি জানান। যুবকের কথা শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের ওই কর্মী। তখন বিহারের বক্সার ছেড়ে জামানিয়া রেলওয়ে স্টেশনের দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে আসছিল পঞ্জাব মেল।দু'জনে মিলে তক্ষণা একটি লাল পতাকা দেখিয়ে ট্রেনটি থামানোর চেষ্টা করেন। পাশাপাশি, নাসিম এবং রেলের গ্যাংম্যান হাত নেড়ে চিৎকার করতেও শুরু করেন। পঞ্জাব মেলের চালক তাঁদের দেখে গতি কমান। তবে ততক্ষণে ওই ফাটলের উপর দিয়ে ট্রেনের একটি অংশ অতিক্রম করে ফেলেছে। এর পর ট্রেন থামিয়ে বেরিয়ে আসেন রেলের চালক। ফাটল দেখে রেল কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়। ফাটল সারানোর পর আবার ট্রেন অমৃতসরের উদ্দেশে রওনা দেয়।

সম্পন্ন হল হাওড়া ডোমজুড় বইমেলা

নিজস্বসংবাদদাতা,হাওড়াঃ সম্প্রতি গত ২৮জানুয়ারি থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ডোমজুড় প্রাচ্যভারতী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল সম্প্রীতি পরিচালিত সপ্তদশ ডোমজুড় বইমেলা শেষ হল। এই বইমেলার উদ্বোধন করেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডঃ পবিত্র সরকার। বিভিন্ন দিন উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ , অজয় ভট্টাচার্য,সুবীর মুখার্জি , পরিবেশবিদ বিশ্বজি মুখার্জি প্রমুখ। প্রতিদিনই উপচে পড়া ভীড় হয়েছিল, আর লাইন দিয়ে বই কিনতে দেখা যায় বইপ্রেমীদের। ছিল প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রক্তদান, কবি সম্মেলন এবং পরিবেশ নিয়ে আলোচনা।সব মিলিয়ে জমজমাট ছিল ডোমজুড় বই মেলা। জম জমাটের মধ্যে এ বছরের মতন বইমেলা সম্পন্ন হল।

রাহুলের বিরুদ্ধে তোপ প্রহ্লাদ যোশীর, বললেন তাঁর স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনা উচিত

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃকংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। বুধবার লোকসভায় প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনা উচিত। মঙ্গলবার সংসদে আদানিকাণ্ড নিয়ে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী সম্পর্কে নানা ধরনের কথা বলেছিলেন রাহুল গান্ধী। রাহুলের সেই সমস্ত মন্তব্যের নিন্দা করে এদিন প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, সংসদের নিয়মানুযায়ী কোনও সদস্য পূর্ব নোটিশ না দিলে কোনও অভিযোগ করা যাবে না। এক কংগ্রেস নেতা (রাহুল গান্ধী) ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছেন। তাঁর বিবৃতি অপসারণ করা উচিত এবং তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনা উচিত এবং তাঁকে একটি নোটিশ দেওয়া উচিত।এদিকে, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানালেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে একটি চিঠিও লিখেছেন নিশিকান্ত। সেই চিঠিতে তিনি কংগ্রেস সাংসদের বিরুদ্ধে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে উল্লেখ করেছেন, রাহুল লোকসভায় বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করেছেন এবং কোনও বৈধ প্রমাণ ছাড়াই মোদীর বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ এনেছেন। এদিন সংসদ চত্বরে নিশিকান্ত দুবে বলেছেন, আমি রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপন করেছি।

ওএমআর শিট বিকৃত করা নিয়ে ফের কড়া মন্তব্য বিচারপতির

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ ওএমআর শিট বিকৃত করার ফলে যাঁরা উপকৃত হয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে কি? এই প্রশ্নই এবার তুললেন খোদ বিচারপতি।গ্রুপ ডি মামলায় সিবিআইকে বিশ্বজি বসু বলেন, 'যারা ওএমআর শিট বিকৃত করেছে, যারা এর ফলে উপকৃত হয়েছে দুজনেই কি সমানভাবে দায়ী নয়? ওএমআর শিট বিকৃতির ফলে প্যানেল থাকা ১৬৯৮ জনের বিরুদ্ধে কেন মামলা করছেন না? তদন্তে গতি আনুন।'যাদের ওএমআর শিট বিকৃত করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ১৬৯৮ জনকে সুপারিশ পত্র দিয়েছিল এসএসসি। তাঁদের মধ্যে ১৬৯৪ জন নিয়োগপত্র পেয়েছেন। আদালতে এই তথ্য জানালেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী। তার পরেই বিচারপতি বিশ্বজি বসু মন্তব্যে করেন, 'এই ১৬৯৮ জনকে নোটিস জারি করা দরকার। এদের বক্তব্য শোনার প্রয়োজন রয়েছে।'সিবিআই এবং কমিশনকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য বিচারপতি বলেন, 'যাঁরা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের দেওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করেননি তাঁরাও এই দুর্নীতিতে সমানভাবে দায়ী। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় অস উপায় অবলম্বন করে নিযুক্ত হওয়া সবাইকে চাকরি ছেড়ে তদন্তে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।' প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বিচারপতি বিশ্বজি বসু বলেন, 'এই ১৬৯৮ জন ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবেন।'তখন সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, 'অনেকে সহযোগিতা করছেন, নাম আমরা বলছি না। কিন্তু যারা সহযোগিতা করছেন না তাদের সঙ্গে কী করতে হয় আমরা জানি।' সূত্রের খবর, তার সঙ্গে তিনি এটাও বলেন, 'সিবিআই এর উচিত এই ১৬৯৮ জনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা। নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ না করতে পারলে টাকাও যাবে , জেলেও যাবে।' আগামী সপ্তাহে পরবর্তী শুনানি।

তালিবানি নির্যাতন হাইলাকান্দিতে, ভাইরাল ভয়াবহ ভিডিওয় তোলপাড় নেট-দুনিয়ায়

হাইলাকান্দি (অসম), ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ তালিবানি বর্বরতার নিদর্শন দেখিয়েছে হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুরের এক যবুক। নেট-দুনিয়ায় গত মঙ্গলবার দুপুর থেকে ভাইরাল হয়েছে এক ভিডিও। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও দেখে শিউড়ে উঠছেন জনতা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় সর্বমহল। সামাজিক মাধ্যমে বহু নেটিজেন নির্যাতনকারী যুবক ' হুসেন লস্কর'-এর কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলেছেন।খবর নিয়ে জানা গেছে, ভয়াবহ দৃশ্য সংবলিত ভিডিওটি হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুরের। ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করে বিহীত ব্যবস্থা নিতে ডিজিপি জিপি সিংকেও বহুজন ট্যাগ করেছেন।আজ মঙ্গলবার বিকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক যুবককে আরেক যুবকের পাশবিক শারীরিক নির্যাতন সংবলিত ভিডিওয় ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওয় নির্যাতিত যুবকটি তার নাম বিশু দত্ত বলে জানিয়েছে। এছাড়া ভিডিওয় স্পষ্ট শোনা গেছে তালিবানি যুবকের নাম নজমুল হুসেন লস্কর।ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, উলটো করে ঝুলিয়ে কখনও রড, বেত দিয়ে বিশু দত্তকে মারছে নজমুল হুসেন লস্কর। তাতেও তার মেজাজ শান্ত হচ্ছে না, কখনও বেল্ট দিয়ে ক্রমাগত মেরে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে সে। রাতে এবং দিনের বেলায় বার-কয়েক অত্যাচারের ছবি দেখা গেছে ভিডিওয়। তবু ক্ষান্ত হয়নি নির্যাতনকারী। ব্লেড দিয়ে চুল ছেঁটে গাছের সঙ্গে হাত বেঁধে মুখে ও মাথায় প্রস্রাব পর্যন্ত করতেও দেখা গেছে। অত্যাচারস্থলে আবার মহিলার গলার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে ভিডিওয়। বিদ্যুৎতের গতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি ভাইরাল হলে নিন্দার পাশাপাশি নির্যাতনকারীকে শীঘ্র গ্রেফতারের দাবি তোলা হচ্ছে।

কোচি বিমানবন্দরে ২৬ লক্ষ টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত করল শুল্ক দফতর

কোচি (কেরল), ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কেরলের শুল্ক বিভাগের এয়ার ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এআইইউ) বুধবার কোচি বিমানবন্দরে ২৬ লাখ টাকার সোনা আটক করেছে। এক বিবৃতি অনুসারে, আধিকারিকরা কেরলের ত্রিশুরের বাসিন্দার কাছ থেকে ৪৯৯.৯০ গ্রাম সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে।দুবাই থেকে কোচি বিমানবন্দরে এসেছিলেন অভিযুক্তরা। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অভিযুক্তরা প্যান্টের পকেটে লুকানো দুটি অপরিশোধিত সোনার চেইন উদ্ধার করেছেন। এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালে শুল্ক বিভাগের এআইইউ কোচি বিমানবন্দরে এক যাত্রীর কাছ থেকে ২৭.৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫৪৩ গ্রাম সোনা বাজেয়াপ্ত করেছিল। দুবাই থেকে আসা যাত্রীকে পরীক্ষা করার সময় একটি প্যাকেটে যৌগিক আকারে সোনা রয়েছে এবং ৫৪৩ গ্রাম ওজনের তার অন্তর্বাসের ভিতরে সেলাই করা পাওয়া গেছে।

কর্মী ছাঁটাই ভিডিয়ো কমিউনিকেশন অ্যাপ জুমে

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কর্মী ছাঁটাই ভিডিয়ো কমিউনিকেশন অ্যাপ জুম-য়ে। সংস্থার ১৩ শো কর্মীকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, সংস্থার সিইও-য়ের বেতন এক ধাক্কায় ৯৮ শতাংশ হ্রাস হতে চলেছে।কর্মী ছাঁটাইয়ের খবর দিয়েছেন সংস্থার চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার এরিক ইউয়ান। জানিয়েছেন, সার্বিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে তিনি তাঁর বেতনের ৯৮ শতাংশ কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার এগজিকিউটিভ লিডারশিপের টিমের সব কর্মীর বেতন হ্রাস করা হবে। সংস্থার তরফ থেকে বলা হয়েছে, বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি এবং আসন্ন মন্দার কথা মাথায় রেখেই কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে সব কর্মী ছাঁটাই হতে চলেছেন, তারা প্রত্যেকে যোগ্য। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এতটাই কঠিন যে ছাঁটাই করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত কঠিন। এটাও বলা প্রয়োজন যে এই রাস্তায় হাঁটার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না। পরিস্থিতির চাপে পড়ে এই রাস্তায় হাঁটতে হয়েছে। সংস্থার কথা চিন্তা করে আমার বেতন অনেকটাই হ্রাস করতে হয়েছে।গত বছরের শুরু থেকে বিশ্বজুড়ে নামি-দামি সংস্থা কর্মী ছাঁটাই শুরু করে। কিছুদিন আগে ডেল কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা জানায়। কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা ঘোষণা করে বোয়িং-ও। জুমের সিইও যেমন নিজের বেতন হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অন্যদিকে বোয়িং ছাঁটাই করছে তাদের এইচ আর ম্যানেজারকে। আগামীদিনে আরো কয়েকটি সংস্থা যে কর্মী ছাঁটাই করবে, তা বলাই বাহুল্য।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৯ ফেব্রুয়ারি ঃরবিবার, ২৫মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৮ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৫ মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২৫ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০৫ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৮শতকরা এবং ২৭শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার- সকাল ১০টা ২০ মিনিট এবং রাত-১০টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১০টা ২০মিনিট। রাত-১০টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৪মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ৩০মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃআপনার ঝগড়ুটে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখুন যেহেতু এটি আপনার সম্পর্ককে চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট করতে পারে।।।
বৃষ রাশিঃ অস্বস্তি আপনার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে কিন্তু আপনার কোনো বন্ধু এর থেকে বেরনোর জন্য আপনাকে অসম্ভব সাহায্য করবে।
মিথুন রাশিঃআজকের দিনে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতে
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। বিবাহের যোগ হবে।
সিংহ রাশিঃআপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা। পরিশ্রমের বিকল্প নেই।
কন্যা রাশিঃভ্রমণ-ভোজ এবং আনন্দ আপনাকে আজ এক ভালো মেজাজে রাখবে। শুভদিন
তুলা রাশিঃযেহেতু আপনি কিছু অসুবিধার সামনা করতে পারেন
বৃশ্চিক রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়ানো আপনার আর্থিক ঝামেলাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। ।
ধনু রাশিঃ সন্তান হতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজ।
মকর রাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। অমীমাংসিত সমস্যা অস্পষ্ট হবে এবং অর্থব্যয় আপনার মনকে নিরানন্দ করবে। আপনি আপনার পরিবারের জন্য কতটা যত্ন করেন তা উপলব্ধি করার জন্য তাদেরকে মৌখিক এবং অমৌখিক বার্তা দেওয়া বজায় রাখুন। বিবাহের যোগ হতে পারে
কুম্ভ রাশিঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। ।
মীন রাশিঃহাওয়ায় প্রাসাদ বানিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। তার চেয়ে উপযুক্ত কাজ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। ঘটায় তাই

মেডিক্যাল কলেজের নেফ্রোলজি বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাঠানোর সিদ্ধান্ত, জারি নির্দেশিকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ জরুরি ভিত্তিতে মেডিক্যাল কলেজের নেফ্রোলজি বিভাগে পাঠানো হল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। ২জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় স্বাস্থ্য দফতর। দুয়ারে পিজি কর্মসূচি চালুর দিনই, কলকাতা মেডিক্যালে চিকিৎসকের অভাবে হোঁচট

খায় নেফ্রোলজি-র বহির্বিভাগ। সমস্যায় পড়েন দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীরা। চিকিৎসক না থাকায় বুধবার বন্ধ থাকার কথা ছিল মেডিকাল কলেজ হাসপাতালের নেফ্রোলজি-র বহির্বিভাগ। কিন্তু রোগীদের পরিস্থিতি বিবেচনা করে মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসকদের দিয়ে চালানো হচ্ছে বহির্বিভাগ। নতুন চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত দায়িত্ব দেওয়া হয় মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞদের। বুধবারই জেলায় শুরু হয় দুয়ারে পিজি কর্মসূচি। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়িতে গিয়েছেন এসএসকেএমের চিকিৎসকরা। আর সেই দিনই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাবে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেফ্রোলজি বহির্বিভাগে ধাক্কা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, গড়ে শ' তিনেক রোগী আসেন নেফ্রোলজির বহির্বিভাগে। আগাম খবর না পাওয়ায় সমস্যায় পড়েন তাঁরা। শেষে মেডিসিন বিভাগের ৪ জন চিকিৎসককে পাঠিয়ে অবস্থা সামাল দেওয়া হয়। হাসপাতালের তরফে বিষয়টি স্বাস্থ্য দফতরে জানানো হয়।

সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে নতুন করে স্বনির্ভর করে তুলতে উদ্যোগী রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে নতুন করে স্বনির্ভর করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। এজন্য প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির আর্থিক কার্যকলাপ বাড়ানোর পাশাপাশি রাজ্যের ব্যাঙ্ক নির্ভরশীল প্রকল্পগুলি যাতে সমবায় ব্যাঙ্ক নির্ভর হয়ে ওঠে তার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে বলে রাজ্য সরকারের নির্দেশ রয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদী নবান্ন থেকে পঞ্চায়েত, সমবায় স্বনির্ভর সহ গ্রামোন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত সব দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে জেলাশাসকরা ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর রাজ্যে বর্তমানে প্রায় আড়াই হাজার প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি রয়েছে। প্রত্যেকটি সমিতির কাজকর্ম কম্পিউটার নির্ভর করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যাতে এরা ব্যাঙ্কের মত করতে পারে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে স্বনির্ভর করে তুলতে জেলাশাসকদের নিয়ে ইতিমধ্যেই কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কাজে ওই কমিটিকে আরও সক্রিয় হতে বলেছেন মুখ্যসচিব। অন্যদিকে গ্রামোন্নয়নে যে সমস্ত প্রকল্পের কাজ এখনও চলছে, তা দ্রুত শেষ করতে বলা হয়েছে। সরকার গ্রামীন রাস্তা নির্মানের জন্য ২ থেকে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই টাকায় যে সব রাস্তা তৈরি হবে তার গুণমান যাতে ভাল হয় তা দেখতে জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চলতি সমস্ত প্রকল্পের বকেয়া কাজ মার্চের মধ্যে শেষ করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের কাছাকাছি থাকা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করতেও বলা হয়েছে।

দুই বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর, অভিযুক্ত তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিজেপি করার অপরাধে দুই বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত নবগ্রাম এলাকায়। স্থানীয় গোয়ালবেরিয়া বাজারে চা খাওয়ার সময় বেধড়ক মারধর করা হয় উত্তম নস্কর ও অরুণ নস্কর নামে দুই বিজেপি কর্মীকে। তাঁদের মারধর করে চোখে মুখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এরপর রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। আক্রান্ত দুই বিজেপি কর্মীর চিকিৎসা চলছে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। আক্রান্তদের অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আকতার মোল্লার নির্দেশে উত্তম দাস, বাবলু দাস ও তাদের সঙ্গীরা এই হামলা চালিয়েছে। এলাকায় বিজেপি করা এবং বিজেপির মিটিং, মিছিলে যাওয়ার কারণেই এই হামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তৃণমূল পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকায় অশান্তি ছড়াতে চাইছে বলে দাবি বিজেপির। এই ঘটনায় দোষীরা গ্রেফতার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব। বারুইপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর দাবি, আক্রান্তরা এলাকায় অশান্তি বাঁধাতে এসেছিল। সেই সময় স্থানীয়দের সঙ্গে বচসা, মারামারি হয়েছে। তারা এলাকায় সমাজবিরোধী কাজের সাথে যুক্ত। পুলিশ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে তাদের কিছু বলার নেই। জানিয়েছেন তিনি। বিজেপির দাবি, গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই এই বিজেপি কর্মীরা এলাকা ছাড়া ছিল। তারপরও এই ভাবে হামলা করছে।

বইপ্রেমীদের গন্তব্য এখন বইমেলা প্রাঙ্গন, কাজের দিনেও ভিড়ের কমতি নেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ৪৬ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা উপলক্ষ্যে এখন বইপ্রেমী মানুষের গন্তব্য সল্টলেকের বইমেলা প্রাঙ্গণ। সপ্তাহের কাজের দিনেও বইপ্রেমীদের ভিড়ের কমতি নেই মেলা চত্বর ও স্টলগুলিতে। বড় প্রকাশনা সংস্থার পাশাপাশি ছোট প্রকাশনা সংস্থা, লিটিল ম্যাগাজিনের স্টলগুলিতেও বইপ্রেমীরা বই দেখা ও কেনার জন্য ভিড় জমিয়েছেন। করোনার ভ্রূকুটি কাটিয়ে সকলেই মেতেছেন বই নিয়ে। এবারের বইমেলার ফোকাস কান্ট্রি স্পেন। ছোট বড় মিলিয়ে সাড়ে ন'শো টি মত স্টল রয়েছে এবারের মেলায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, কিউবা, অস্ট্রেলিয়া, ইরান-সহ ২০ টি দেশ এবার অংশ নিয়েছে। নতুন অতিথি দেশ থাইল্যান্ড। বইমেলা প্যাভেলিয়নে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। দেশ-বিদেশের শিল্পীরা পসরা সাজিয়েছেন গান-বাজনার। বইমেলা চলবে আগামী রবিবার পর্যন্ত।

কয়লাকাণ্ডে বালিগঞ্জে তল্লাশি চালিয়ে টাকা উদ্ধার ইডির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতায় আবার টাকা উদ্ধার। কয়লা পাচারকাণ্ডে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বান্ডিল বান্ডিল নগদ টাকা উদ্ধার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বালিগঞ্জের একটি অফিস থেকে এই টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। সূত্রের খবর, গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার দিল্লি থেকে ৩ সদস্যের একটি দল আসে কলকাতায়। কয়লা কাণ্ডের সূত্র ধরে একাধিক দলে ভাগ হয়ে তারা এদিন শহরের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। বালিগঞ্জের গড়চা এলাকার এক ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসে হানা দেয় তদন্তকারীরা। অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর অফিস থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ব্যাগের মধ্যে নোটের বান্ডিল রাখা ছিল বলে খবর। টাকা গোনার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে যন্ত্র। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত টাকার পরিমাণ ১ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। কয়লা পাচারকাণ্ডে তদন্তের সূত্রে ইডি জানতে পারে, এই বেসরকারি সংস্থাটির মাধ্যমে কয়লা পাচারকাণ্ডের টাকা বিনিয়োগ করা হত। এ ভাবে কালো টাকা সাদা করা হত বলে সন্দেহ গোয়েন্দাদের। বুধবার সংস্থার বালিগঞ্জের অফিসে হানা দেয় ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দিল্লির আধিকারিকেরাও তল্লাশি চালাতে আসেন। মোট ১০ থেকে ১২ জন আধিকারিক তল্লাশি অভিযান চালান। ইডি সূত্রে খবর, কয়লা পাচারকাণ্ডে বিভিন্ন সাক্ষীর বয়ান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথি ঘেঁটে এই বেসরকারি সংস্থার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। খোঁজ মিলেছে এমন আরও একাধিক সংস্থার।

জয়নগরে বিনা কর্ষনে সূর্যমুখী ও ভুট্টার পরীক্ষামূলক চাষাবাদ শুরু হল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার জয়নগর ২ নং ব্লকে শুরু হল বিনা কর্ষণে সূর্যমুখী ও ভুট্টা ফলনের পরীক্ষামূলক চাষাবাদ। এই চাষ করে লাভবান হয়েছেন প্রান্তিক কৃষক জয়দেব পুরকাইত। তাঁর এই সাফল্যের পর এই চাষ দেখতে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। জয়দেব পুরকাইতের বাড়ি জয়নগর ২ নং ব্লকের ৯ নং সোনাটিকারিতে। সেখানে তাঁর মতন আরও ৪০ জন কৃষক এই চাষ করেছেন। মূলতঃ এই এলাকায় আগে আলু চাষ হত। সে ক্ষেত্রে জলের অপচয় হত প্রচুর হারে। তাঁর ওপর এই এলাকা সহ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় রয়েছে জলের সঙ্কট। চাষের জন্য জল পাওয়া যায় না বহু জায়গায়। সেই সমস্যার সমাধান করতে এবারে উদ্যোগী হয়েছে জয়নগর ২ নং ব্লক কৃষি অফিস। সমস্যার সমাধান করতে কৃষকদের দেওয়া হয়েছে ড্রিপ মেশিন। যার সাহায্যে জল ফোঁটা, ফোঁটা করে ফেলা হচ্ছে নির্দিষ্ট জায়গায়। ফলে জলের অপচয় রোধ করা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে জমিতে বিনা কর্ষণে কি ভাবে চাষ করা যায় সেই দিকটিও দেখানো হচ্ছে কৃষকদের। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে বলা হচ্ছে ড্রিপ ইরিগেশান এন্ড নো টিলেজ সিস্টেম। যার মাধ্যমে কৃষকরা লাভবান হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবার এই কাজ খতিয়ে দেখতে এলাকায় গিয়েছিলেন জয়নগর ২ নং ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা অন্তিমা হালদার, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ মাজি সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। শীতের শুরুতেই এলাকায় শুরু হয়েছিল এই সূর্যমুখী ও ভুট্টা চাষ। মূলতঃ বর্ষার সময় নীচু জমিতে জল জমে থাকে। সেই জল শুকিয়ে জমি তৈরি করতে অনেকটাই সময় লেগে যেত কৃষকদের। তবে এবার এই পদ্ধতিতে কৃষকদের জমিতে আর কোনো কর্ষন করতে হবে না। তাঁরা সরাসরি জমিতে বীজ বপন করবেন। জমির কোনো বাহ্যিক পরিবর্তন না করে। এক্ষেত্রে জমির নরম মাটিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে দুটি করে দানা বপন করা হচ্ছে। এই চাষের মাধ্যমে কৃষকরা ১ বিঘা জমিতে প্রায় ৩ কুইন্টাল সূর্যমুখীর দানা তুলতে পারবেন। শীতের শেষে সেই ফসল ফলতে শুরু করেছে। যার ফলে খুশি চাষীরা। আর তাদের এই পরামর্শে কাজ হওয়ায় খুশি ব্লক কৃষি আধিকারিকরা।

বর্ধমান স্টেশনের ওভারব্রিজ ভাঙার জন্য বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখা হবে

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ধমান স্টেশনের ওভারব্রিজ ভাঙার জন্য বুধবার রাত ১২টা থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হবে। ওই কাজের জন্য ব্যাহত হবে ট্রেন পরিষেবা। ট্রেন বাতিলও করছে পূর্ব রেল। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে জানান হাওড়ার ডিআরএম মণীশ জৈন। তিনি জানান, বর্ধমান স্টেশনের ওভারব্রিজ ভাঙার জন্য বুধবার রাত ১২টা থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হবে। এর ফলে ১ ও ২ নং প্ল্যাটফর্ম সম্পূর্ণ বন্দ্ধ রাখা হবে। আপতকালীন কিছু মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেন ৩, ৪, ৫ নং প্ল্যাটফর্ম দিয়ে চালানো হবে। বেশিরভাগ মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। কোনও লোকাল ট্রেন বর্ধমান স্টেশনে ঢুকবে না। কিছু শাটেল ট্রেন চালানো হবে। সেগুলো কর্ড লাইনে মশাগ্রাম স্টেশন এবং শক্তিগড় স্টেশন পর্যন্ত আসবে। ওখান থেকে হাওড়া আসবে। প্রায় ৭৫ জোড়া মেল, এক্সপ্রেস বর্ধমান দিয়ে যাতায়াত করে। এর মধ্যে বেশরভাগ মেল, এক্সপ্রেস ট্রেন বন্ধ থাকবে। উত্তরবঙ্গগামী কিছু ট্রেনকে ব্যান্ডেল কাটোয়া দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এটা বৃহত্তর স্বার্থে এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই এটা করা হচ্ছে। এই ব্রিজ থেকে লাইনের দূরত্ব বা ওভারহেড ইকুপমেন্ট (ওএইচজি) এর দূরত্ব কমে গিয়েছিল। এর ফলে বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট মালগাড়ি বা কয়লা বোঝাই গাড়ির কয়লা হাইটেনসন তারে ঠেকে যাচ্ছিল। এর ফলে তারে কারেন্ট চলে যাচ্ছিল। এই কাজ না করা হলে বহু ট্রেন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই কাজ করা খুবই প্রয়োজন ছিল। তবে, মেন কাজ গত বৃহস্পতিবার হয়ে যাবে। পরে ২১ তারিখ পর্যন্ত কিছু কাজ বাকি থাকবে। এর জন্য অল্প কিছু ট্রেন বাতিল হবে। সমস্ত স্টেশনে মাইকিং করা হচ্ছে। কিছু সময়ের জন্য মানুষের সমস্যা হলেও ভবিষ্যতে মানুষের সুবিধা হবে। পিচের ওপর যে আস্তরণ আছে সেগুলো তুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যখন স্টিল গার্ডার সরানো হবে তখন ক্রেন লাগাতে হবে। এর জন্যই নিরাপত্তার জন্য ট্রেন বন্ধ রাখতে হবে। যতগুলো মেল, এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস, এনজিপি শতাব্দী এক্সপ্রেস এবং পাটনা-রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। তবে রাজধানী এক্সপ্রেস, দুরন্ত এক্সপ্রেস, বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উপর এর কোনও প্রভাব পড়বে না।

সুন্দরবনের এই প্রথম শুরু হল পাখি উৎসব

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সুন্দরবনের এই প্রথম শুরু হল পাখি উৎসব। সুন্দরবনের সজনেখালিতে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল পাখি উৎসব। চার দিন ধরে চলবে এই উৎসব। সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং বনদপ্তরের অধীনে সমস্ত জঙ্গলেই এই উৎসব শুরু হয়েছে। মূলতঃ বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পাখি প্রেমী ফটোগ্রাফাররা উপস্থিত হয়েছেন সুন্দরবনে। প্রথম দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার সকলে এসে উপস্থিত হন গোসাবার গদখালীতে। সেখান থেকে নদী পার হয়ে গোসাবার সজনেখালি। সেখানে সকল পাখি উৎসবে অংশগ্রহণকারী ফটোগ্রাফারদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় কিভাবে তারা পাখি উৎসবের ছবি সংগ্রহ করবেন। শুধু তাই নয় প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে দশ হাজার টাকা করে দিতে হবে এই পাখি উৎসবের ছবি সংগ্রহ করার জন্য। সজনেখালিতে বনদপ্তরের ও ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকরা উপস্থিত থেকে কোন কোন পাখির ছবি তোলা যাবে এবং সঙ্গে আর কোন কোন বন্যপ্রাণীর ছবি সংগ্রহ করতে পারবেন তাও বলা হয়েছে। মূলতঃ সুন্দরবনের যে সমস্ত এলাকায় সব থেকে বেশি পাখি উপস্থিত হয় সেই সমস্ত দ্বীপ গুলোতেই উপস্থিত থাকবেন তাঁরা। পাখির ছবি সংগ্রহ করার পর সেগুলি একটি করে কপি ব্যাঘ্র প্রকল্পের সংগ্রহশালায় রাখা হবে। বিষয় সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প সূত্রে জানা গিয়েছে সুন্দরবনে প্রতিবছর বহু দেশ-বিদেশে পাখি উপস্থিত হয় এই শীতের মরশুমে। ইতি মধ্যেই বেশ কিছু বিরল প্রজাতির পাখির ছবি সংগ্রহ করেছেন এই সমস্ত পাখি উৎসবে অংশগ্রহণকারী ফটোগ্রাফাররা। সুন্দরবনের পাখি উৎসব এই প্রথম। এর আগে কখনো পাখি উৎসব সুন্দরবনে হয়নি। তাই এই পাখি উৎসবকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গেল পাখি প্রেমীদের মধ্যে। সুন্দরবন মানেই শুধু যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নয় সেই বার্তা দিতেই এই পাখি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বলে এদিন জানা গেল। পাখিদের সাথে সাধারণ মানুষের পরিচয় করাতে এবং পাখিদের সুরক্ষাতে সুন্দরবনের সজনেখালিতে পালিত হল সুন্দরবন পাখি এই উৎসব। মঙ্গলবার সজনেখালিতে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের কমিউনিটি হলে প্রদীপ প্রজননের মধ্যে দিয়ে. এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের ফিল্ড ডিরেক্টর অজয় কুমার দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জন জাস্টিন, সুন্দরবন বায়োস্ফেয়ার রিজার্ভ এর ডিরেক্টর রাজেশ কুমার, দেব দর্শন রায়, সৌমেন মন্ডল সহ আরো অনেকে।

বৃদ্ধ বাবা-মার উপর অত্যাচার হলে আদালতের বাড়ি থেকে বার করে দেওয়ার হুমকি ছেলেকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সম্পত্তি পাওয়ার পর বৃদ্ধ বাবা-মাকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করেছে ছেলে। নিরূপায় প্রবীণ দম্পতি আদালতের দ্বারস্থ হওয়ায় কড়া ভূমিকা নিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। মামলারই শুনানিতে ছেলেকে বলেন, আপনি ছেলে না ইঁদুর? বাবা-মার প্রতি অত্যাচার করা কি আপনার কাজ? বৃদ্ধ বাবা-মাকে কীভাবে রাখতে হয়, জানেন না? ফের অত্যাচার করলে আপনাকেই বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হবে। প্রবীণ বিশ্বনাথ ঘোষ মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার অন্তর্গত পাকুরিয়ার বাসিন্দা। মিষ্টির দোকানে কাজ করে দোতলা বাড়ি তৈরি করেন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েটি বিবাহিত। বড় ছেলে অন্যত্র থাকেন। ওই বাড়ির দোতলায় থাকেন ছোট ছেলে ও তাঁর পরিবার। একতলায় থাকতেন বিশ্বনাথবাবু ও তাঁর স্ত্রী। ২০১৫ সালের ১৭ আগাস্ট ছোট ছেলে বিদেন্দু ঘোষের নামে দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তির অংশ লিখে দেন বিশ্বনাথ। বুধবার আদালতে বিশ্বনাথের আইনজীবী মোনালি বিশ্বাস জানান, বিদেন্দুকে দলিল দেওয়ার পর থেকেই বাবা- মায়ের উপর তিনি অত্যাচার শুরু করেন। তাঁদের বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হয়। ২০২২ সালে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিশ্বনাথবাবু ও তাঁর স্ত্রী। গত বছর ১৭ আগাস্ট বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য নির্দেশ জারি করেছিলেন, বিশ্বনাথবাবুকে তাঁর বাড়িতে ঢুকতে দিতে হবে। কিন্তু আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও বাড়িতে ঢুকতে পারেননি বিশ্বনাথবাবু ও তাঁর স্ত্রী। হাইকোর্টের নির্দেশে বিশ্বনাথবাবু বাড়িতে ঢুকতে গেলে তাঁকে মারধর করা হয়, ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়। এতে ওই বৃদ্ধ আঘাত পান। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে নিগৃহীতা হন তাঁর স্ত্রীও। চিকিৎসার জন্য বিশ্বনাথবাবুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি সুস্থ হয়ে বহরমপুর থানায় অভিযোগ করেন। তাতেও ফল হয়নি। অবশেষে বিশ্বনাথ ও তাঁর স্ত্রী একমাত্র মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা বিদেন্দুকে সতর্ক করে বলেন, এইভাবে অত্যাচার করলে আদালত আপনার গিফট ডিড বাতিল করতে বাধ্য হবে। বিদেন্দু ঘোষের আইনজীবী অবশ্য দাবি করেন, সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। বাবা-মার উপর কোনও অত্যাচার হয়নি।

উদ্ধার প্রচুর ভোটার কার্ড, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখা গেল কয়েকশো ভোটার কার্ড। সাত সকালে এই অবস্থা দেখেই কার্যত চাঞ্চল্য ছড়ায় বাসন্তী থানার অন্তর্গত কুলতলি বাজার সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয়রা এই বিষয়ে বাসন্তী থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে সেগুলিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কে বা কারা এগুলি এভাবে রাস্তার পাশে ফেলে গেল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। বাসন্তী রাজ্য সড়কের পাশে এভাবে ভোটার কার্ড পরে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, এগুলি উত্তর ২৪ পরগনা এলাকার ভোটার কার্ড।

ছাত্রীর শ্লীলতাহানি, ধৃত গৃহশিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিন ২৪ পরগনা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন গৃহ শিক্ষক। ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায়। জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা নবম শ্রেণির ছাত্রী। অভিযুক্ত দেবব্রত মাইতি বাড়িতে এসে পড়াত ওই নাবালিকাকে। নাবালিকার পরিবার সূত্রে খবর, সম্প্রতি নাবালিকা অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রথমে বাড়ির কেউ বুঝতে পারেননি। পরবর্তীতে ছাত্রীকে তার মা চেপে ধরতেই প্রকাশ্যে আসে গোটা ঘটনা। নাবালিকার দাবি, পড়ানোর নামে বাড়িতে একা পেয়ে যৌন নির্যাতন করে গৃহশিক্ষক দেবব্রত মাইতি। অভিযোগ, নাবালিকাকে নির্যাতন করে। যার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়ে ছাত্রী। বিষয়টি জানা মাত্রই ক্ষোভে ফেটে পড়েন নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি জানার পর মঙ্গলবার রাতে নির্যাতিতার মা নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে পুলিশ। নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতার পরিবার ও প্রতিবেশীরা। শিক্ষকের এহেন আচরণের কথা জেনে হতবাক সকলে।

পুলিশ কর্মীর দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাস্তার পাশ থেকে পুলিশ কর্মীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে। বুধবার সকালে বারুইপুর থানায় ফোন করে জানানো হয়, বারুইপুর-জয়নগর রোডের কীর্তনখোলা মহাশ্মশানের কাছে রাস্তার পাশে এক এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে যায় বারুইপুর থানার পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম দিগম্বর সোরেন। তিনি বারুইপুর পুলিশ জেলার কর্মরত পুলিশ কর্মী। মৃত পুলিশ কনস্টেবল দিগম্বর সোরেনের বাড়ি হুগলির পান্ডুয়াতে। বারুইপুর থানার ফুলতলার কাছে একটি পুলিশ ক্যাম্পে পোস্টিং ছিল ওই পুলিশ কর্মীর। দেহটি উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে বারুইপুর থানার পুলিশ। কনস্টেবল দিগম্বর সোরেনকে কেউ খুন করল নাকি নিছকই দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

উর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ উষ্ণ হচ্ছে তিলোত্তমা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শীতের আমেজ কাটছে ধীরে ধীরে, কলকাতা-সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ। বুধবার ভোরে হালকা শীতের আমেজ থাকলেও, বেলা বাড়তেই ঠান্ডা উধাও হয়ে যায়। শীতের বিদায় এবার শুধুই সময়ের অপেক্ষা। বুধবার মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি। আবহবিদরা জানিয়েছেন, চলতি সপ্তাহে তাপমাত্রার পারদ আরও কিছুটা চড়তে পারে। মঙ্গলবার ভোরে মাত্রাতিরিক্ত কুয়াশা ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। মৃদু ঠান্ডাও ছিল, যদিও বেলা বাড়তেই শীতের আমেজ উধাও হয়ে যায়। আগামী ২৪ ঘন্টায় কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আপাতত বৃষ্টি হবে না। কলকাতার আবহাওয়া মোটামুটি শুস্ক থাকবে। তবে, উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকার দার্জিলিং এবং কালিম্পঙের কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি হতে পারে। শীতের আনুষ্ঠানিক বিদায়ের প্রাক্কালে তাপমাত্রার উত্থান-পতন জারি থাকবে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গের দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, নদীয়াতে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারি তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা থাকছে, আগামী ১১ এবং ১২ ফেব্রুয়ারি তাপমাত্রা ফের বাড়বে। এরপর ১৩ এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি নাগাদ আবার একটু তাপমাত্রা কমে যাওয়া সম্ভাবনা থাকছে। তবে তাপমাত্রা ওঠানামা করলেও, স্বাভাবিকের উপরেই থাকবে। কনকনে শীত ফেরার আর তেমন সম্ভাবনা নেই।

নির্মীয়মাণ বহুতল পরিদর্শন পুর কর্তাদের, গাফিলতির অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা জানালেন পুর প্রশাসক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মধ্য হাওড়া ও শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বেশ কিছু নির্মীয়মাণ বহুতল পরিদর্শন পুর কর্তাদের। গাফিলতির

অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা জানালেন পুর প্রশাসক। ফ্ল্যাট কিনতে গিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন ক্রেতারা। এমন অভিযোগ প্রায়ই আসছিল পুরনিগমের কাছে। এই অভিযোগ সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বুধবার সকালে হাওড়ায় সারপ্রাইজ ভিজিট করেন পুরসভা ও প্রশাসনের কর্তারা। এর পাশাপাশি এই সমস্যা সমাধানে জন্য এবার বহুতলের নির্মাণস্থলে হাওড়া পুরনিগমের অনুমোদিত নির্মাণ প্ল্যানের বোর্ড লাগানো আছে কি না তাও দেখেন তাঁরা। বুধবার সকালে হাওড়া পুরপ্রশাসকমন্ডলীর প্রধান সুজয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুরনিগমের ও হাওড়া সিটি পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা পরিদর্শনে বের হন। এদিন তাঁরা মধ্য হাওড়া ও শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ১১ টি নির্মীয়মাণ বহুতল পরিদর্শন করেন। এদিন সুজয় চক্রবর্তী বলেন, কিছু কিছু অভিযোগ আমাদের কাছে জমা পড়েছে। আমাদের বিল্ডিং দপ্তরের কিছু নিয়মকানুন আছে। সেই নিয়ম মানা হচ্ছে কিনা বা নিয়ম ভাঙা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য আমরা একটা যৌথ ভিজিটে বেরিয়েছিলাম। এটা রুটিন ভিজিট। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গাফিলতি পাওয়া গেছে। যেখানে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে আমরা পুরনিগমের তরফ থেকে সেখানে বোর্ড লাগাতে বলেছিলাম। যে বোর্ডে প্ল্যানের একটা ডিসপ্লে করা থাকবে। ডেভেলপার এবং জমির মালিকের নাম এবং ফোন নম্বর সেখানে থাকবে। যেখানে এই বোর্ড দেখতে পাচ্ছিনা সেখানে আমরা ব্যবস্থা নেব। প্রয়োজনে কাজ বন্ধ করে দেব। যেখানে সমস্যা রয়েছে আমরা নিয়ম অনুযায়ীই ব্যবস্থা নেব।

পরিষেবায় রেশন ডিলাররা, ২০ ফেব্রুয়ারি রাজভবন যাচ্ছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ খাদ্য মন্ত্রকের আশ্বাসে প্রথম দিনেই ধর্মঘট তুলে নিয়েছেন রেশন ডিলাররা। তবে নিজেদের দাবিতে অনড় তাঁরা। নির্ধারিত দিন অর্থাৎ ২২ মার্চ পার্লামেন্ট অভিযান করবেন ডিলাররা। ২০ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপালের কাছে পেশ করবেন স্মারকলিপি। একাধিক দাবিতে ৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ তিনদিন রেশন দোকান বন্ধ রাখার ডাক দিয়েছিল ডিলারদের সংগঠন অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলারস ফেডারেশন। সেই মতো মঙ্গলবার ছিল দেশজুড়ে রেশন ধর্মঘটের প্রথম দিন ছিল। রাজ্যজুড়ে ১৭ হাজার ১২১ টি রেশন দোকান ছিল বন্ধ। যার জেরে ৮ কোটি মানুষ রেশন পাননি। প্রথম দিনের ধর্মঘটের ফলাফল দেখে খাদ্য মন্ত্রকের তরফে থেকে আগামী ১৫ তারিখ ডিলারদের স্বার্থে বৈঠকে ডাকা হয়। পাশাপাশি মন্ত্রকের তরফে আবেদন জানানো হয়, ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট তুলে নেওয়ার জন্য। আবেদন থেকে বুধবার থেকে শুরু হয় ডিলারদের পরিষেবা।

অবসর নেওয়ার পরেও বিদ্যালয়ে আসছেন শিক্ষিকা পাপিয়াদেবী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ খাতা কলমে গত ২০২২ এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি অবসর নিয়েছেন। কিন্তু পড়ুয়াদের কথা চিন্তা - ভাবনা করেই শিক্ষকতা থেকে ছুটি নেন নি উলুবেড়িয়া বাণীবণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ৬১ বছর বয়সী ইংরাজীর শিক্ষিকা পাপিয়া ঘোষ। ৩২ বছর একটানা ৪৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। অবসর নেওয়ার পরদিন থেকে সেই ৪৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে নিত্যদিন বিদ্যালয়ে আসছেন। এই প্রসঙ্গে পাপিয়া দেবী বলেন, ‘পড়ুয়াদের প্রতি ভালোবাসাই আমাকে বাড়িতে থাকতে দিল না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি এই বিদ্যালয়ে এসে পড়ুয়াদের পাশে থেকে তাদের পড়িয়ে, তাদের সঙ্গে থাকতে চাই। বাণীবণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বর্তমানে ছাত্রীর সংখ্যা ১৫০০ জন। শিক্ষিকা রয়েছেন মাত্র ১১ জন। বর্তমানে ইংরাজী শিক্ষিকা মাত্র ১ জন আছেন। আগে পাপিয়া দেবী কে নিয়ে ইংরাজী শিক্ষিকা ছিলেন ২ জন। এমনিতেই শিক্ষিকার সংকট। পাপিয়া দেবীর অবসর নেওয়ার সময় এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের পড়ার মান নিয়ে সংশয়ে ছিলেন শিক্ষিকাবৃন্দ, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির কর্তৃপক্ষ সহ অভিভাবক - অভিভাবিকাবৃন্দ। বিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার দিনই পাপিয়া ঘোষ জানান , ‘আমি সরকারি নিয়মে খাতা কলমে অবসর নিলেও রোজ বিদ্যালয়ে আসতে চাই। পড়াতে চাই ছাত্রীদের’ । এই ঘোষণা শুনে বিদ্যালয়ের ছাত্রী, শিক্ষিকা, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবক - অভিভাবিকাবৃন্দ চিন্তা মুক্ত হন। হাওড়ার রামকৃষ্ণঘাটের বাসিন্দা পাপিয়া ঘোষ উলুবেড়িয়া বাণীবণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৯০ সালে। বিদ্যালয়ে সময়মতো আসতেন ট্রেনে - বাসে চেপে। অবসর নেওয়ার পরেও ট্রেনে - বাসে চেপে ঠিক সময়মতো বিদ্যালয়ে আসছেন। একদিনও দেরী হচ্ছে না। অবসর নেওয়ার আগে প্রতিদিনের রুটিনে তাঁর নামে যে সব ক্লাস বরাদ্দ ছিল, এখনও সেই রুটিনমতো ক্লাস বরাদ্দ আছে তাঁর নামে। এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বলে, ‘দিদি আগে যেমন যত্ন করে পড়াতেন এখনও সেইভাবেই পড়াচ্ছেন। উনি অবসর নিয়েছেন, কিন্তু আমাদের কোনো ও পার্থক্যই চোখে পড়ছে না’। বাণীবণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অন্তরা মেটিয়া বলেন, ‘পাপিয়াদির অবদানের কথা কোনদিনই আমরা কেউ ভুলবো না। এই বিদ্যালয়কে, বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ভালোবেসে তাদের কথা চিন্তা -ভাবনা করেই তিনি এটা করেছেন। উনি আমাদের মাথার উপর ছাতার মতো আছেন ’। এই বিষয়ে পাপিয়া দেবী বলেন, ‘১৮ বছর আগে আমার স্বামী মারা গেছেন। একমাত্র মেয়ে বিদেশে থাকে’ । অবসরের পরেও কেন বিদ্যালয়ে আসছেন? এই প্রশ্ন শুনে পাপিয়া দেবী আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। বলেন, ‘আমার বাবা ও শিক্ষক ছিলেন। তিনি সবসময়ই বলতেন, যতদিন বাঁচবি মানুষকে শিক্ষা দিবি। বাবার কথা মাথায় রেখে কবে যে এই বিদ্যালয়কে ভালোবেসে ফেলেছি জানি না। একবার চেষ্টা ও করেছিলাম বাড়ির কাছাকাছি কোনোও বিদ্যালয়ে বদলি নিতে। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের সব সহকর্মী আর পড়ুয়ারা আমার সব থেকে পিছু টান’।

পুলিশের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অবরোধ ট্রাক চালকদের

বনস্পতি দে, হুগলি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পুলিশের তোলাবাজি এবং অকারণে জরিমানা করার বিরুদ্ধে হুগলির বৈদ্যবাটিতে দিল্লি রোডের দিঘাংগি মোড়ে ট্রাক চালকদের অবরোধ। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ট্রাক চালু করা অবরোধ করে দিল্লি রোডে ব্যাহত হয় যান চলাচল, ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং ট্রাক চালকদের সাথে আলোচনার পর বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেন। আগামী দিন এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে ট্রাক চালকরা আরো বড় বিক্ষোভ কর্মসূচি করবেন। পরে ঘটনাস্থলে আছেন স্থানীয় চাপদানি বিধানসভার বিধায়ক তথা সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরিন্দম গুইন, বিধায়ক ট্রাক চালকদের সাথে কথা বলেন এবং যে সমস্ত ট্রাক এখনও পর্যন্ত আটক হয়ে রয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে টা দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন ট্রাক চালকদের, বিধায়কের এই আশ্বাসে সাময়িকভাবে সন্তুষ্ট ট্রাক চালকরা, তবে ট্রাক চালকরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা যেন আগামী দিনে না হয় এই নিয়ে বিধায়কের কাছে ট্রাক চালকরা আবেদন করলেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৭০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫ মাঘ ১৪২৯

সম্পাদকীয়

সত্যের সন্ধানই যাঁদের কাজ

সাংবাদিক মানেই সত্যের প্রকাশ। সেই কারণে কারোর কাছে সাংবাদিকেরা প্রিয়জনে পরিণত হন না। তাদরকে একেবারে অবহেলা করতে শুরু করে। আসলে এটা একটি রোগ। সবাই চায় সাংবাদিকেরা বেশ ফুলিয়ে ফেঁপিয়ে তাদের সংবাদ ফলাও করে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হোক। সেটা কিন্তু করতে পারে না। তার ফলে সংবাদিককে অনেক সময়ে হেনস্থা হতে হয়েছে। মার খেতে হয়েছে সত্য সংবাদ প্রকাশ করায়? সত্য কথা বলার অপরাধে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই রকম বহু বিধ কাজ করতে কেই পিছু পা হয় না। বহু সাংবাদিক আছে তারা আবার পোঁ ধরতে ভালোবাসে। আবার সেটনা না করতে তারা টিকে থাকতে পারবে না। মার্কিন সাংবাদিক ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারী ফাঁস করে দেওয়ার ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের গদিচ্যুত হয়েছিল। তার ফলে নিক্সনপন্থীরা সাংবাদিকদের ওপরে বেশ ক্ষ্যাপা হয়ে যায়। সাংবাদিকদের কতখানি সাহস বলে কিনা সত্যের প্রকাশ করবে। কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা সেটা জানার অধিকার কেবল একার থাকে নাকি সাংবাদিকদের। সব সময়ে সত্যকে জানার এতো আগ্রহ কীসের সাংবাদিকদের? তারা তো কি নিজেরা সত্যবাদীতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে একটি মাত্র সত্য জীবটি সাংবাদিকেরা। প্রশাসন কি সত্য কথা বলে না? সব সময়ে প্রশাসন কি মিথ্যা কথা বলে থাকে? সত্যের অপপ্রচার করে প্রশাসন? পুলিশ তদন্ত করা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে সাংবাদিকেরা। হাথরসে কি ঘটেছিল তা জনার জন্য এত ব্যাকুল কিসের? সরকার যা বলছে তাকে তো সত্য বলে স্বীকার করে নিলে হয়? না, আরও সঠিক সংবাদকে জানার জন্য চলে হাথরসে দিকে গোপন অভিযান। রাতের বেলায় প্রশাসনের চোখ ধুলো দিয়ে হাথরসে পৌঁছানোর তাগিদ অনুভব করে সাংবাদিকেরা। এত বড় সাহস বলে কিনা প্রশাসন যা বলছে তাতে বিশ্বাস করা যায় না। প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চৌকিদার বানিয়ে ফেলেছেন এত বড় সাহস ওই ক্ষুদের রাজনৈতিক দলের নেতা রাহুলের। এখন চুল সাদা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। আগে চুল সাদা হোক। পুলিশের মার খা। বার কয়েক জেলে যা তারপরে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখবি। কৃষকদের ক্ষেপিয়ে তুলতে শুরু করে দিয়েছে। সাংবাদিকেরা সরকার বিরোধী সব খবর ফলাও করে ছাপতে শুরু করে দিচ্ছে। সরকার যা বলে তাকে বিশ্বাস করতে চায় না। সাংবাদিকেরা বলে সরকারের কথা বিশ্বাস করে কোনও লাভ নেই। সরকার যা বলবে ঠিক তার উল্টো করতে শুরু করে। সরকারের কথার বিরোধিতা করো। সরকার সত্য বলছে কিনা তা যাচাই করো। সরকার যা বলবে তাকে বিশ্বাস করতে হবে। চিন দেশের সাংবাদিকেরা তো সরকারের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলে না। রাশিয়াতে সাংবাদিকেরা রয়েছে তারা তো কোনও সময়ে সরকারের বিরদ্ধে কথা বলে না। চিন দেশে সরকার যা বলে তাই সাংবাদিকেরা বিশ্বাস করে। ফলাও করে সরকারি বক্তব্য প্রকাশ করে। কোনও বিপদ দেখা দেয় না। রাশিয়াতে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, সাংবাদিকেরা বেড়ালের মতো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তা বিশ্বাস করে। চিন দেশের সাংবাদিকেরা একেবারে পোষা বিড়াল। তাদের যা বলা হয় সরকার থেকে তাই বিশ্বাস করে। কিন্তু যত বেশি পাকা হচ্ছে গণতান্ত্রিক দেশের সাংবাদিকেরা। তাদের লেখার অধিকার দেওয়া হয়েছে বলে সরকার বিরোধী কথা লিখতে শুরু করে। দেশের জনগণের মধ্যে সরকার বিরোধী মত গড়ে তোলে। দেশের জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলে অবাধ্য সাংবাদিকেরা। এদেরকে শায়েস্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। এদেরকে জেলে দিতে হবে। সেখানে নিয়ে গিয়ে থার্ড ডিগ্রি দিতে হবে। না হলে এই সব অবাধ্য সাংসাদিকদের শায়েস্তা করা যাবে না। পেটে ভাত না পড়লে লেখা আপনা থেকে স্তব্ধ হয়ে যাবে। তার ওপরে যদি রাষ্ট্র বিরোধী তকমা দেওয়া যায় তো পোয়া বারো। একেবারে লকআপ। কাউকে তার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে না। বারবার গণতান্ত্রিক দেশের সাংবাদিকদের ওপরে আঘাত এসে পড়েছে। তবুও সাংবাদিকেরা চুপ করে বসে থাকে না। তাদের বেশি করে চুলকানি ধরে। সত্যের চুলকানি। আরে সরকার তো সব সময়ে সত্য কথা বলে। সরকারের সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে অন্য সত্যেরপ্রকাশ করার জন্য সাংবাদিকেরা নৈশ অভিযান করে। এতো বড় সাহস। এই সব সাহসী সাংবাদিকেরা হচ্ছে দেশের শত্রু। জনগণের এবং উন্নয়নের শত্রু। এতা জাতি বিদ্বেষ ছড়ায়। দাঙ্গা লাগিয়ে দিতে ওস্তাদ। এদেরকে জব্দ করতে হবে। একেবারে কোমরে দড়ি বেধে ঘোরাতে হবে। কয়েদ করে রাখতে হবে। তবে জব্দ হবে। বলে কিনা নারী নির্যাতিতাদের পাশে সরকার নেই। সব সরকার দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। নারী নির্যাতিতা পরিবারদের নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সাংবাদিকেরা বলছে আসল অপরাধীদের ধরে ফাঁসি দিতে হবে। সরকার চুপ করে বসে থাকবে না। অন্যায় উস্কানি দেওয়ার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে সাংবাদিকদের। রাষ্ট্রদ্রোহিতার কাজ করেছে তারা। তারা দেশের মধ্যে জাতি দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার কাজ করছে। এই সব সাংবাদিকদের ধরে ধরে এখন জেলে পুরতে হবে। সাংবাদিকেরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে মদত দিয়ে চলছে। এদেরকে ধরে কড়া দাওয়াই দিতে হবে। না বলে প্রশাসন রাতের বেলায় ভালো করে ঘুমাতে পারবে না। প্রশাসনকে ভালো করে ঘুমাতে দেয় না এই সব নিশাচর সাংবাদিকেরা। সব সময়ে চোখ এদিক ওদিক করে বেড়ায়। শুধু সত্য খোঁজার চেষ্টা করে। সাংবাদিকেরা বলে তারা সত্যের জন্য খোঁজ করছে। আসলে সব ভাঁওতা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। তিনি শক্তি দেন দেহের অভ্যন্তরে। তিনি যদি শক্তি না দিতেন তাহলে কেউ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারতো না। মা ভবতারিণী হলেন হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সর্বশক্তিদাত্রী। তাঁর শক্তি দিয়ে জগতে জয়ী হওয়া সম্ভব। মা ভবতারিণী জগতকে ধারন করে থাকেন। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। সত্যকে নিয়ে কাজ করতে হবে। মাতৃ শক্তি এবং মাতৃভক্তিকে সবার মনে জাগরিত করতে হবে। উন্নয়নের কাজ করতে হবে।

কলম্বিয়ার আকাশে চিনা বেলুনকে ধ্বংস আমেরিকার

রবীন্দ্র কুমার শীল

তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে চিন আমেরিকার সম্পর্ক বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। পরে তা প্রশমিত করতে আবার চিন এবং আমেরিকা স্বাভাবিক পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু চিন বারবার আমেরিকার ওপরে খরবদারি করার চেষ্টা করতে শুরু করে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ কোন পথ ধরে এগোতে পারে তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগ চিনের এই গোপন অভিসন্ধির কথা জানতে পেরে তারা ইউক্রেনের ওপরে কোনও রকম সরাসরি হস্তক্ষেপ না করে পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। চিন ভেবেছিল আমেরিকা ইউক্রেন রুশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং সেই ফাঁকতালে তারা তাইওয়ানে সেনা প্রবেশ করিয়ে দিতে তা দখল করে নেবে। কিন্তু সেই আশায় বালি পড়তে চিন একেবারে ক্ষিপ্ত। তারওপরে চিনের আর্থিক অবস্থা ভালো না। চিনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এখন বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন করোনা পরবর্তী চিনকে রক্ষা করতে গেলে বাজার নীতি গ্রহণ করতে হবে। সেই কারণে বেশ সংযত হয়ে তারা বাজার নীতি গ্রহণ করেছে। বিবাদ নয় আর্থিক সম্পর্ক উন্নয়ন কররা দিকে তারা মনোনিবেশ করতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে আমেরিকা পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে তাইওয়ান নীতি থেকে আমেরিকার সরে যাওয়ার কোনও সিদ্ধান্ত নেই। তাইওয়ানকে ভরসা দিয়েছে আমেরিকা। তার ফলে চিন ক্ষিপ্ত আমেরিকার ওপরে। বেশ কয়েকবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেখানে তাইওয়ান নিয়ে কেউ কথা বলতে রাজি ছিল না। আমেরিকা পরিস্কার করে বলে দিয়েছে তাইওয়ানকে বিদেশি শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে আমেরিকা। ফলে চিন একটু বিপাকে পড়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে চিন একটি বেলুন পাঠিয়ে ছিল যা কলম্বিয়ার আকাশ পথে প্রবেশ করে যায়। আমেরিকা এই বেলুনটিকে চর বেলুন বলে উল্লেখ করেছে। ফলে আমেরিকা ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে তা ধ্বংস করে ফেলেছে। এর ফলে চিন ক্ষিপ্ত আমেরিকার ওপরে। তারা বলেছে এর ফল ভোগ করতে হবে আমেরিকাকে। চিনের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে বেলুনটি চর বৃত্তির কাজে লিপ্ত ছিল না। এই বেলুনটি পরিবেশ এবং আবহাওয়া পরিমাপ করার কাজে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু আমেরিকা এই বেলুনটিকে চর বেলুন বলে মনে করে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমেরিকার আকাশ পথে উড়ন্ত বস্তুর দেখা মিলেছিল। সেই সময়ে আমেরিকার বায়ু সেনা থেকে শুরু করে নৌ সেনারা এই দিকে নজর দিতে শুরু করে। এর গতি পথ কোথায় এবং কতখানি দূরে অবস্থান করতে পারে তার পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে। বেলুনটি যে চিন দেশের তা আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগ বিদেশ মন্ত্রককে জানায়। পরে সেটা প্রতিরক্ষা দফতরে গিয়ে উপস্থিত হয়। প্রতিরক্ষা দফতর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট দফতরটিকে বিশদে জানায়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট দফতর থেকে বেলুনটিকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার বার্তা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে তা ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এর ফলে চিন আমেরিকার ওপরে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট বলা যেতে পারে।

আমেরিকার আকাশে গত যে চর বেলুন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তা গত সপ্তাহে লাতিন আমেরিকার আকাশে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তবে আমেরিকার প্রশাসনের মতো কলম্বিয়া সরকার সেই বেলুনকে ধ্বংস করেনি। তারা দাবি করেছে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে না দেখেই তারা বেলুনটিকে ধ্বংস করেনি। চিনের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে কলম্বিয়ার আকাশে যে বেলুন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তা চিনেরই। কি ভুল করে সেট লাতিন আমরিকাতে চলে যায়। তবে চর বৃত্তির জন্য এই বেলুন পাঠানো হয়নি। এর আগে আমেরিকার আকাশে চক্কর চাকা বেলুনটিকে আবহাওয়া সংক্রান্ত পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল বলে চিন দাবি করতে শুরু করে। কিন্তু বেলুন কাণ্ড হওয়ার পরপরই দেখতে পাওয়া গেল চিন আবহাওয়া দফতরের প্রধানকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তাতে আরও সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে বলে আমেরিকার প্রশাসন জানিয়েছে। এদিকে আমেরিকার আকাশ পথে বেলুনটি প্রবেশ করে গিয়েছে চিনা আবহাওয়া দফতর জানলেও আমেরিকার প্রশাসনকে এ ব্যাপারে কোনও খবর দেয়নি। তারা যদি খবর দিত তাহলে আমেরিকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। বেলুন আমেরিকার আকাশ পথে ঢুকে গেলে সে ব্যাপারে আমেরিকাকে জানানোর কোন প্রয়োজন বোধ করেনি চিন। তারা আমেরিকাকে এড়িয়ে সব কাজ করতে চায় সেটা প্রমানিত হতে থাকে। কিন্তু অমেরিকাকে জানানো হয়নি বেলুনটি আবহাওয়ার পরীক্ষা করতে আকাশ পথে পাঠানো হয়েছে। আমেরিকাকে না জানানোর ফল ভোগ চিনকে করতে হবে। এটা যদি আমেরিকা করতো তাহলে চিন একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। কোনও আগাম অনুমতি গ্রহণ না করে আমেরিকার আকাশ পথ ব্যববহার করা যাবে না। অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। কতখানি আমেরিকার আকাশ পথে প্রবেশ করতে দেওয়ার অধিকার দেওয়া হবে তা আমেরিকার প্রশাসন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জানাবে। তারপরে আকাশ পথে বেলুন পাঠাতে পারে। তার আগে নয়। চিন আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছে। একটি সার্বভৌম দেশের আকাশ পথে বিনা অনুমতিতে বেলুন পাঠিয়েছে। চিনের স্টেট কাউন্সিল ঝুয়াং গুয়োতাইকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন এই অপসারণ তা নিয়ে চিন সরকার মুখ খোলেননি। কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ম অনুসারে ৬০ বছরের ঝুয়াংকে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য করা হয়েছে। চিনের সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে যে ৬৫ বছরে অবসর গ্রহণ কবার আগে সরকারি পদে কর্মরত কোনও যে কোনও পদাধিকারী ব্যক্তিকে রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হিসাবে পাঠানো হয়ে থাকে। বেলুন ধ্বংসের পর থেকে আমেরিকার ওপরে ক্ষুব্ধ চিন সরকার। আমেরিকার প্রশাসনের ওপরে ক্ষোভ উগড়ে গিয়েছে বেজিং। গত নভেম্বর মাসে বালিতে দেখা হয়েছিল চিন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে। সেই প্রসঙ্গ তুলে চিনের উপ বিদেশ মন্ত্রী শিয়ে ফেং বলেছেন, আমেরিকার একটি পদক্ষের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। চিন গোটা বিষয়ের ওপরে নজর রাখছে এবং প্রয়োজন হলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে ফেং সতর্ক বার্তা দিয়ে রাখলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এখন মুখ খুলতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, চিনের কাছ থেকে এই ধরনের চরবত্তি প্রত্যাশিত। চিন সারা দেশের ওপরে চরবৃত্তি করতে শুরু করে দিয়েছে। মিথ্যা কথা বলতে শুরু করেছে। চিন মনে করে তাদের কথা মেনে বিশ্ব পরিচালিত হবে। সেটা কিন্তু কোনও সময়ে বাস্তবে পরিণত হবে না। সবাই সম্মান দিয়ে চিনকে বসবাস করতে হবে।

নাহলে চিনের বিপদ রয়েছে। চিনকে বিপদের মুখে পড়তে হবে। কেউ চিনের কাছে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকবে না। চিন যতই চেষ্টা করুক না কেন আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে কিন্তু সেটা হবে না। চিন তার আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে চিনকে বিশ্বাস করা মানেই বিপদ। চিনকে কোনও রকমভাবে বিশ্বাস করা যায় না। বিশ্বাস করার মতো অবস্থায় চিন নেই। তারা এখন আগ্রাসন নীতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এটা তাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। আতলান্তিক মহাসাগরের উপরে চিন চর বেলুনটিকে ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে আমেরিকা। আমেরিকা দাবি করেছে তাদের সামারিক গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল তথ্য চুরির উদ্দেশ্যেই বেলুনটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। চিন দাবি করেছে যে বেলুনটিকে গোয়েন্দা তথ্য হাতানোর উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়নি। বেলুনটি অসামরিক এবং তা আবহাওয়া এবং পরিবেশ সংক্রান্ত পরীক্ষার কাজে যুক্ত। মাঝ আকাশে বেলুনটিকে ধ্বংস করে দিয়ে পরিবেশ এবং আবহাওয়ার গবেষণার বড় ক্ষতি করে দিয়েছে আমেরিকা। এদিকে চিন যে আকাশে পরিবেশ এবং আবহাওয়ার পরীক্ষার জন্য বেলুন পাঠাচ্ছে তা নিয়ে কোনও দেশকে আগাম কোনও খবর দেয়নি। তারা চুপ করেছিল। বেলুনটা পরদেশের আকাশ পথে ঢুকে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশকে জানানোর কোনও প্রয়োজন বোধ করেনি চিন সরকার। তারা মনে করেছে তাদের বেলুন দেখে কেউ তাতে হাত দেবে না। কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন চুপ করে বসে থাকেননি। তিনি বলেছেন, কানাডার আকাশ পথ থেকে আমেরিকার আকাশ পথে প্রবেশ করতেই আমি তাকে ধ্বংস করতে বলেছিলাম। অফিসাররা আমাকে জানায় তাৎক্ষণিক ক্ষতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। সেটি জলের ওপরে দিয়ে ওড়ার অপেক্ষা ছিল সেনারা। জলের ওপর দিয়ে ওড়ার সময়েই ক্ষেপনস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করে দেয় সেনারা। স্থলভূমির ওপরে ধ্বংস করলে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়তো। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর চিনের সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধি করতে জো বাইডেন আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে সেই বার্তাও দিয়েছিলেন। তারপরে ভার্চুয়াল বৈঠক হয়েছে দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে। বেলুন কাণ্ডকে কেন্দ্র করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যে ব্যক্ত করেছেন এই রকম আচরণ প্রত্যাশিত ছিল। বেলুনটি বেশ কিছু ধবংসাবশেষ আতলান্তিক তলদেশে পাওয়া গিয়েছে। আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র কার্বি এই কথা বলেছেন। সমুদ্রে প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য সেই সব তাদের হাতে এসে এখনও পৌঁছায়নি। তবে সেই সব ধ্বংসাবশেষ চিনের হাতে তুলে দেওয়ার কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। চিন চাইলেও তা পাবে না। কারণ আমেরিকার আগে সেই ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে দেখতে তার মধ্যে কি ছিল। কতখানি ক্ষতিকারক পদার্থ ছিল সেই বেলুনের মধ্যে। কোনও বিশেষ ক্যামেরা ছিল কিনা। সেই ক্যামেরারর কতখানি শক্তিশালী ছিল। এবং কী কী ধরনের ছবি ক্যামেরা তুলেছে তাও খতিয়ে দেখবে। আমেরিকার বেলুনটির ধ্বংসাবশেষ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে। আকাশ পথ অবাধ হতে পারে না। কোনও দেশের আকাশ পথ ব্যবহার করার আগে সেই দেশের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। চিন যদি মনে করে থাকে যে তারা এই ধরনের আইনের তোয়াক্কা করে না তাহলে কিন্তু তারা ভুল করবে। সব রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে। চিন তার থেকে ব্যতিক্রম একেবারেই নয়। চিনকে আন্তর্জাতিক আইন মানতে হবে। নাহলে কিন্তু তাদেরকে একটি সময়ে পস্তাতে হবে। চিনের সঙ্গে একমাত্র টক্কর দিতে পারে আমেরিকা। আর কোনও শক্তি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। চিন বেলুন ব্যাপারে আর কোনও রকমভাবে উচ্চবাচ্য করতে রাজি হচ্ছে না। ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে চিন সরকার।

তুরস্কের সামনে নির্বাচন চ্যালেঞ্জ

বিশেষ প্রতিনিধি

লুজান চুক্তির মাধ্যমে তুরস্কের ওসমানীয় শাসনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির শত বছর পূর্তির পর প্রথম প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে আগামী ১৪ মে। দৃশ্যত দুই দশক ক্ষমতায় থাকার পর, এরদোগানের শাসন অনেক পর্যবেক্ষকের কাছে অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হতে পারে। তবে একই সাথে এরদোগানের সামনে দেশ বিদেশের শক্তিসমূহের যুগপ আয়োজন কঠিন চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করতে পারে। দেশটির ছয়টি প্রধান বিরোধী দল এরদোগান ও তার পিপলস জোটকে হারানোর জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একক প্রার্থী দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইউরোপ আমেরিকার গভীর ক্ষমতা বলয়ের একটি অংশও যে এই নির্বাচনে এরদোগানের শাসনের অবসান কামনা করছে তাতে সংশয়ের অবকাশ কমই। পশ্চিম ইউরোপে নতুন করে ইসলামফোবিয়া ছড়িয়ে তুরস্কবিরোধী হাইপ তৈরিসহ নানা আয়োজন বিষয়টিকে স্পষ্ট করে। আমেরিকান মিডিয়া ব্লুমবার্গ বলেছে, তুরস্কের এই নির্বাচন হবে ২০২৩ সালে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। জার্মান সরকারি মিডিয়ায় এরদোগানোত্তর সরকার কিভাবে গঠন করতে হবে তার রূপরেখা প্রকাশ করেছে। এতে ধারণা করা যায় তুরস্কে পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে নানা পক্ষ থেকে।

।। নানা আয়োজন ও এরদোগান ।।

তুরস্কের এবারের নির্বাচন ঘিরে নানামুখী উদ্যোগ আয়োজন নিয়ে শাসক দল ও এরদোগান নিজে একেবারে অন্ধকারে রয়েছেন এমনটি মনে হয় না। তবে তার প্রতিপক্ষ দেশী বিদেশী শক্তিকে একসাথে এই মাত্রায় এর আগে মোকাবিলা করতে হয়নি এরদোগানকে। প্রতিপক্ষের ধারণা এটিই হবে প্রথম নির্বাচন অর্থনৈতিক মন্দা এবং ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে ফাটলে দুই দশকে যেখানে এরদোগান স্পষ্টভাবে ফেভারিট নন। বিরোধী জোটের এরদোগানের শাসক ব্লককে পরাজিত করার সম্ভাবনা থাকলেও তাদের বিজয় সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের একটি মসৃণ প্রক্রিয়ার নিশ্চয়তা দেবে না। বিরোধীরা যদি এরদোগানকে পরাজিত করতে পারেন, তাহলে নতুন সরকারকে পশ্চিমী মিত্রদের ইচ্ছানুসারে তুরস্কের কূটনৈতিক কোর্স এবং অর্থনৈতিক নীতি পুনর্গঠন আর সংসদীয় শাসনে ফিরে যাওয়ার কঠিন কাজগুলো গ্রহণ করতে হবে। বিরোধী জোটের বৈচিত্র্যময় গঠনের কারণে, এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করা নির্বাচনে জেতার মতো কঠিন হতে পারে। আর তুর্কি জনগণ বিদেশী হস্তক্ষেপে ক্ষমতার পরিবর্তন কতটা চাইবে সেটি প্রশ্ন সাপেক্ষ। তুরস্কের উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের হার বৃদ্ধিজনিত ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে এরদোগানের জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একেপি) গত এক বছরে জনমত জরিপে নিম্নগামী প্রবণতার সম্মুখীন। এমনকি একেপির সাথে পিপলস অ্যালায়েন্সের অতি-জাতীয়তাবাদী অংশ এমএইচপি জোট হওয়া সত্ত্বেও, এরদোগান রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ৫০ শতাংশ ভোট পেতে অসুবিধায় প।ছেন বলে মনে হচ্ছে। বিপরীতে, বেশির ভাগ জনমত সমীক্ষা অনুসারে, বিরোধী শিবিরের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা ওয়ান টু ওয়ান ম্যাচে এরদোগানকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মধ্য-বাম রিপাবলিকান পিপলস পার্টির (সিএইচপি) নেতৃত্বে বিরোধী শিবির, এরদোগানের শাসনামলে যেকোনো সময়ের চেয়েই বেশি ঐক্যবদ্ধ। একেপি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া দুটি দল-প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আহমেত দাভুতোগলুর ফিউচার পার্টি (জিপি) ও প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী বাবাকানের ডেমোক্রেসি অ্যান্ড প্রগ্রেস পার্টি (ডেভা) তুর্কি জাতীয়তাবাদী গুড পার্টি (আইয়িপি), ইসলামিস্ট ফেলিসিটি পার্টি (এসপি) এবং মধ্য-ডান ডেমোক্র্যাট পার্টি (ডিপি) নিয়ে গঠিত নেশন অ্যালায়েন্সের সাথে কাজ করছে। স্পষ্টতই, এরদোগান এতে লড়াই না করে দমে যাবেন না। বিরোধী দলগুলোকে মোকাবিলার জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। শাসক ব্লকের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোতে বিশেষ প্রভাব রয়েছে। বিরোধী দলের জাতীয়তাবাদী ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার জন্য, এরদোগান কুর্দি গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করতে পারেন, যার মধ্যে সাংবিধানিক আদালতের দ্বারা পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (এইচডিপি)-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার সম্ভাবনা থাকতে পারে। সে সাথে জনমত গড়ে তুলতে সিরিয়ায় আন্তঃসীমান্ত সামরিক অভিযান শুরু করতে পারে আঙ্কারা। সেই অভিযানের সম্ভাবনা অবশ্য আট দশকের বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রলয়ঙ্করি ভূমিকম্পের পর বেশ খানিকটা কমে গেছে, যে দুর্যোগে তুরস্ক সিরিয়া মিলিয়ে ১০ হাজার মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। কেউ কেউ ২০২৩ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে পিকেকের সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা করছেন। এ ধরনের আক্রমণগুলো জনসাধারণের মনোযোগ অর্থনীতি থেকে সন্ত্রাসের দিকে সরিয়ে নেয়, যার ফলে একটি জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যা শাসক ব্লকের সমর্থন সৃষ্টি করতে পারে। এই ঘটনাগুলো এরদোগানের সমর্থনে জনমতের পতনকে স্থির করতে পারে। প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রত্যাশী বিরোধী দলের জোট বলেছে যে তারা আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে জিতলে তুরস্কের সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করবে। এটি হবে দেশটির নির্বাচন-পরবর্তী ভবিষ্যতের জন্য একটি দীর্ঘ পরিকল্পনার অংশ। তবে এটি ক্ষমতার একটি বৃহত্তর বিভাজনের পূর্বাভাস দেয়। সিএইচপি ছাড়াও 'টেবিল অব সিক্স' নামে পরিচিত বিরোধী জোট থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল কুর্দিপন্থী এইচডিপি বাদ পড়েছে। জানুয়ারির গোড়ার দিকে, সাংবিধানিক আদালত দলটির কোষাগারের অর্থ অবরুদ্ধ করে এবং নিষিদ্ধ পিকেকের সাথে সম্পর্কের কারণে দলটি নিষিদ্ধ হবার সম্মুখীন।

।। ২০২৩ সালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন ।।

২০২৩ সালে অনেকগুলো সাধারণ নির্বাচন হবে। যার মধ্যে নাইজেরিয়ায় নির্বাচন হবে ফেব্রুয়ারিতে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে নির্বাচন হতে পারে বছরের শেষার্ধে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি নিঃসন্দেহে হবে ১৪ মে তুরস্কে। ব্লুমবার্গের মতে, তুর্কি নির্বাচনের ফলাফল ওয়াশিংটন এবং মস্কোর পাশাপাশি ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া এবং আফ্রিকার রাজধানীতে ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হিসাব নিকাশে প্রভাব ফেলবে। রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট ফেলো জিয়া মেরাল বলেছেন, 'তুরস্কে যা ঘটে তা শুধু তুরস্কেই থাকে না। *ক্রমশ...*

টুকলিতে বাধা পাওয়ায় দেদার ভাঙচুর কলেজে

দুরন্ত বার্তা, চাঁচল, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ টোকাটুকিতে বাধা প্রদান এবং কড়া নজরদারির প্রতিবাদে পরীক্ষা কেন্দ্রে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। বুধবার বিকেলে ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় মালদার সামসি কলেজে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কিছুদিন আগেই শুরু হয়েছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ কলেজগুলিতে তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা। চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর ও গাজোল কলেজের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্র পড়ে সামসি কলেজে। বুধবার পরীক্ষা শেষে বেরোনোর আগে বেশ কয়েজন ছাত্র কলেজের চেয়ার-টেবিল এবং জানালা-দরজায় ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। পরীক্ষা হলের ফ্যানগুলিও মুচড়ে ফেলা হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় সামসি কলেজ চত্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাঁচল এবং সামসি ফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনী। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছু ছাত্র টোকাটুকি করছিল, তা করতে বাধা দেন পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা পরীক্ষক। ছাত্ররা যাতে নকল করতে না পারে সেই জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে বাড়ানো হয়েছিল নিরাপত্তা। নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ভেদ করে হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের বেশ কয়েকজন ছাত্র গণটোকাটুকি করছিল, এই নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা একজন পরীক্ষক কয়েকজনের খাতা বাতিল করে দেন বলে অভিযোগ। এরপরই পরীক্ষা শেষে বেশ কয়েকজন ছাত্র সামসি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের নোটিশ বোর্ড, কাঁচের জানলা, দরজা, টেবিল বেঞ্চ সহ আরও অন্যান্য আসবাবপত্রে ভাঙচুর চালায়। সে সময় ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় কলেজ চত্বরে। পরিস্থিতি সামাল দিতে চাঁচল এবং সামসি ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পুলিশ আসলেই পুলিশের উপস্থিতি টের পেতেই পরীক্ষা কেন্দ্র ছেড়ে পালায় তাণ্ডবকারীরা। ওই কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বলেন, ছাত্ররা এইভাবে করবে ভাবতেই পারিনি। হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের ছাত্ররা এই তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। গোটা ঘটনাটি গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে জানানো হয়েছে। ভবিষ্যতে ওই কলেজের পড়ুয়াদের আসন যেন সামসি কলেজে না হয় সেই আবেদন রাখা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে।

উন্নয়নে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী এবং জেলা সভাপতি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী এবং জেলা সভাপতির মধ্যে মঙ্গলবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ের বিধায়ক শান্তা ছেত্রী এবং তৃণমূলের শ্রমিক নেত্রী দোলা সেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ জানান, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য অনেক অনেক পরিকল্পনা করেছেন। আমাদের লক্ষ্য সেই সব পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা। এখানে অনেক মানুষ আছেন যারা একেবারেই জানেন না মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি কি প্রকল্প শুরু করেছেন এবং কারা কিভাবে এই সব প্রকল্পের সুযোগ এবং সুবিধা পাচ্ছেন। মানুষের মধ্যে এই সব প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধার ব্যাবস্থা করে দিতে হবে যাতে তারা এই ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়। জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ জানান, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জনদরদী তাই তিনি সবসময় মানুষের কল্যানের কথাই চিন্তা করেন। কিন্তু মানুষ যদি না জানতে পারে তবে মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টা সফল হবে না। আমাদের দলের সমস্ত নেতা এবং নেত্রীকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে যাতে মানুষের মধ্যে এই ধরনের প্রকল্পের সুযোগ এবং সুবিধা চলে আসে। একই ভাবে সহমত পোষন করেন দোলা সেন। মানুষের কাছে এই ধরনের প্রকল্পের সুবিধা করে দিতে হবে এই মতামত দেন সবাই।

পূর্ব বর্ধমানে অস্বাভাবিক মৃত ৫

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পৃথক ঘটনায় পূর্ব বর্ধমান জেলায় মৃত্যু হল ৫ জনের। একটি ঘটনায় চলন্ত বাস থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতের নাম ঝর্ণা বাগদি(৫২)। তার বাড়ি গলসির বাহিরঘন্যা গ্রামে। মৃতের পরিবার জানায়, মঙ্গলবার দিনমজুরী সেরে বাসে করে বাড়ি ফিরছিলেন ঝর্ণা। বাসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কোনারবাঁধ এলাকায় বাস থেকে পড়ে যান তিনি। তাকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসা হলে সেখানেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বুধবার তার ময়নাতদন্ত করা হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। অপর একটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম সুনীল পাকড়ে(৩০)। তার বাড়ি বাঁকুড়ার জয়পুরের রুইশহর এলাকায়। মৃতের পরিবার জানায়, দিনকয়েক আগে বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি কোন অজানা গাড়ির ধাক্কায় আহত হন। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বিষ্ণুপুর এবং পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হলে সেখানেই মঙ্গলবার তিনি মারা যান। অন্য একটি ঘটনায় রাস্তা থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির দেহ। মৃতের নাম প্রকাশ দাস(৪৩)। তার বাড়ি বর্ধমান শহরের ৪ নং শাঁখারীপুকুর এলাকায়। মঙ্গলবার বাড়ি থেকে কাজে যাওয়ার সময় তিনি রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়ে যান বলে পরিবারের দাবি। পুলিশ তার দেহ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে নিয়ে এলে সেখানেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে, বুধবার সকালে বিজয়রাম এলাকা থেকে দেহ উদ্ধার হয় মুন্সী কুরবান(৪৩)। তার বাড়ি বর্ধমান শহরের বাদশাহী রোড শর্মাপাড়ায়। বুধবার সকালে বিজয়রাম এলাকায় থেকে পুলিশ তাঁর অচৈতন্য দেহ উদ্ধার করে। তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হলে সেখানেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুর সঠিক কারণে খতিয়ে দেখতে দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আর একটি ঘটনায় পিকআপ ভ্যান উল্টে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম আব্দুল খালেদ মুন্সি(৪১)। তার বাড়ি নদীয়ার কালীগঞ্জ থানার মির্জাপুরে। মৃতের পরিবারের দাবি, দিনকয়েক আগে তিনি ব্যবসার কাজে কাঁকসা থানার বিধাননগর গিয়েছিলেন। সেখানেই নিজেদের পিকআপ ভ্যানের চাকা ফেটে গাড়িটি উল্টে যায়। আহত অবস্থায় তাঁকে বর্ধমান শহরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলে সেখানেই মঙ্গলবার রাতে তিনি মারা যান। আর একটি ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতের নাম শঙ্কর হাঁসদা(৫৯)। তার বাড়ি রায়নার দেবীবরপুরে। বুধবার খুব ভোরে তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে আনা হলে সেখানেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পরিবারের দাবি, অসুস্থ হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। যদিও পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

ট্রাক উলটে ক্ষতিগ্রস্থ হল সেতু

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাই ভর্তি ট্রাক উলটে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল সেতু। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানে দামোদর নদীর উপর অবস্থিত সুভাষ সেতুতে। ট্রাকটি উলটে যাওয়ার ফলে সেতুর রেলিংয়ের গার্ড ভেঙে যায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ এসে গাড়িটি সরিয়ে নিয়ে গেলে পুনরায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এই দিনের ঘটনায় গাড়ির চালক সহ দু'জন আহত হয়েছেন। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় সুত্রে খবর, মঙ্গলবার গভীর রাতে ছাই ভর্তি ওই গাড়ি পুরুলিয়া থেকে পশ্চিম বর্ধমানে আসার সময় দামোদর নদের সুভাষ সেতুর মাঝখানে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। এর ফলে সেতুর বেশকিছু অংশজুড়ে রেলিংয়ের গার্ড ভেঙে যায়। তবে ওই গাড়িটি নদীতে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। একই সঙ্গে চালক ও খালাসি অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে যান। তাদের গাড়ির ভিতর থেকে বের করা হয়। জানা গিয়েছে, তারা দু'জনেই অল্প বিস্তর জখম হয়েছেন। বুধবার সকালে উলটে যাওয়া ওই ট্রাকটিকে সেতু থেকে তুলে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরেই দামোদরের সুভাষ সেতুতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ। ওই হাইওয়ে ট্রাকে ছাই ভর্তি ছিল। কোনওভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি উলটে যায়। যার ফলে ব্রিজের অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছায় পুলিশ। স্থানীয়দের সহায়তায় ট্রাকটিকে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় সেখান থেকে সরানো হয়। ব্রিজের পাশাপাশি, ট্রাকটির সামনের অংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই ব্রিজ দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন। তার মধ্যে যেমন স্কুল পড়ুয়া রয়েছে, তেমনি বহু মানুষ কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য এই সেতু ব্যবহার করে থাকেন। ট্রাকটি উলটে যাওয়ায় সকাল অবধি এই ব্রিজে যান চলাচল প্রায় বন্ধ থাকে। এর ফলে ব্যাপক সমস্যায় পড়েন পথ চলতি মানুষ। মিলন দত্ত নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। তবে সৌভাগ্যবশত সেরকম বড় ধরনের কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। উল্লেখ্য, দুর্ঘটনার পর ট্রাকটিকে সরাতে ঘটনাস্থলে নিয়ে আসা হয় একটি বড় ক্রেন। সব মিলিয়ে ব্রিজটিকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে সময় লেগে যায় কয়েক ঘণ্টারও বেশি।

গ্রামীণ হাসপাতালে বিক্ষোভ জনতার

এজাজ আহম্মেদ, বড়ঞা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে ডিউটি থাকাকালীন ডাক্তার যাচ্ছেন হাসপাতাল চত্বরের নিজস্ব চেম্বারে। শুধু তাই নয়, টাকার বিনিময়ে চলছে সরকারি পরিষেবা। রমরমিয়ে রক্তের কালোবাজারির অভিযোগ উঠেছে। মুর্শিদাবাদের কান্দির বড়ঞা গ্রামীন হাসপাতালের চিকিৎসক ডাক্তার দীনেশ গায়েনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে এক ল্যাব ব্যবসায়ী বলেন, কর্মরত অবস্থায় ডাক্তার বাবু হাসপাতাল চত্বরেই সরকারি একটি অন্য ভবনে চিকিৎসা করেন। যদিও চিকিৎসার বিনিময়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন ওই চিকিৎসক। এদিকে হাসপাতালের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ উঠেছে। রক্তসহ একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে দালালে ভরে উঠেছে বড়ঞা গ্রামীণ হাসপাতাল। বাইরে থেকে আসা বিভিন্ন রোগীরা এই দালালদের খপ্পরে পড়ছেন। এছাড়াও অভিযোগ হয় না সঠিকভাবে কোন চিকিৎসা। একাধিক গাফিলতির কথা বলেছেন রোগী থেকে রোগী পরিবারের লোকজনেরা। তবে দালালদের এই রমরম করা কালোবাজারির খবর নাকি জানে না পুলিশ-প্রশাসন। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকবার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল এই দালালদের বিরুদ্ধে। তারপরও চলছে হাসপাতালে রমরমিয়ে দালাল রাজ। স্থানীয় বাসিন্দা ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সহ রোগীদের মুখ থেকে জানা যায়, যে ল্যাব ব্যবসায়ী ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন আসল দালাল হচ্ছেন তিনি নিজেই। অভিযোগ, অবৈধভাবে তিনি হাসপাতাল এলাকায় তৈরি করেছেন ল্যাব এবং সেখানেই নিজের প্রভাব খাটিয়ে রোগী নেওয়ার চেষ্টা করেন অভিযুক্ত এই ল্যাব ব্যবসায়ী। বুধবার সকালের এই ঘটনার জেরে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় হাসপাতাল চত্বরে। পরিস্থিতি সামাল দিতে অবশেষে বড়ঞা থানার পুলিশ পৌঁছায় ঘটনাস্থলে।

সংসার চালাতে টোটো চালাচ্ছেন তৃণমূল কাউন্সিলর

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শাসক দলের কাউন্সিলর চালান টোটোও। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট পুরসভার বালুরঘাট ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এমনই চিত্র দেখা গেল। বিগত একমাস ধরে কাউন্সিলর শ্যামল কুমার সাহা টোটো চালাচ্ছেন সংসার চালাতে। একদিকে যখন বিভিন্ন দুর্নীতিতে শাসকদলের বিভিন্ন নেতা-কর্মীদের নাম জড়িয়েছে, জনসাধারণের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা। তখনই শ্যামলবাবুর এই চিত্র অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে এলাকাবাসীর। বালুরঘাট শহরের ছয় নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্যামল কুমার সাহা। তিনি ওই ওয়ার্ডেরই গৌড়ীয় মঠ এলাকায় নিজের বাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। তিনি পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। তৃণমূল বোর্ড আসার পরে শ্যামলবাবুকে পুরসভায় দৈনিক মজুরিতে কাজ দেওয়া হয়েছিল। তিনি পুরসভার হয়েই ওই ইলেকট্রিকের কাজ করতেন। এ দিকে, দলের কাজ সামলে পেশা টিকিয়ে রাখা চাপ হচ্ছিল। তাই বাইরে ব্যক্তিগতভাবে যে কাজগুলি তিনি করতেন, সেগুলিকে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিপর্যয় আসে ২০২২ সালে। আচমকা দল ও দলের কর্মীরা তাঁকে তৃণমূলের প্রার্থী হতে জোরাজুরি শুরু করেন। তিনি প্রার্থী হন এবং ওই ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। আর এই কাউন্সিলর হতেই তার পুরসভার দৈনিক মজুরিতে যে কাজ করতেন সেই কাজটি বাদ হয়ে যায়। কাউন্সিলরের সাম্মানিক ভাতা তিনি পেতে শুরু করলেও, ওই টাকায় সংসার চালানো দুষ্কর হয়ে যাচ্ছিল। কীভাবে সংসার চালানোর টাকা আসবে সেই ভাবনা তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছিল। অবশেষে তিনি কয়েক মাস আগে টোটো কেনেন। এবং তা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সমস্যা মেটানো, পুরসভার অফিসে গিয়ে কাজ আদায় করা সহ বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজগুলি করতে গিয়ে টোটো কখন চালাবেন, সেই ভাবনাও আসে। শেষ পর্যন্ত তিনি সকাল ও রাতের বেলাকে বেছে নেন টোটো চালানোর জন্য। খুব ভোরে উঠে সকাল দশটা পর্যন্ত তিনি টোটো চালান শহর ও শহরতলিতে। আবার দলের কাজ শেষ করে রাতে টোটো চালান। দিনে প্রায় ২০০-২৫০ টাকা উপার্জন হয়। যা দিয়ে বাড়ির বাজার করে ফের নেমে পড়েন জনসেবার কাজে। যার ফলে গত এক মাস থেকে একরকম স্বচ্ছল ভাবেই সংসার চলছে শ্যামলবাবুর। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সুখেন্দু সরকার ও জগদ্বন্ধু সাহা জানিয়েছেন, তাঁদের কাউন্সিলর সঠিকভাবে নাগরিক পরিষেবা দেন। এরপর নিজের সংসার চালাতে টোটো চালান। শ্যামলবাবু স্বচ্ছ ভাবমূর্তির লোক বলেই পরিচিত। সেই জায়গা থেকে তার জনপ্রিয়তা অনেক বেশি এলাকায়। মানুষ তাকে খুব পছন্দ করেন।

খাল সংস্কার না হওয়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার থানার কালিকা খালির অন্তর্গত কামারদা থেকে পিয়াদা পর্যন্ত খাল দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ার কারণে এলাকায় চাষবাসের অসুবিধা হয় দীর্ঘদিন ধরে, বারবার বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েও কোন সুরাহা না হওয়ায় অবশেষে বুধবার সকালে নন্দকুমার থানার কামারদা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষজনেরা পথ অবরোধে সামিল হন। এলাকাবাসীর অভিযোগ খালের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেশ কিছু গাছ সরকারি উদ্যোগে কাটা হলেও খাল সংস্কারের কোন উদ্যোগে নেয়নি সরকারি আধিকারিকরা ফলে চাষবাসে জলের সমস্যায় পড়েন এলাকার চাষিরা। তার জেরেই আজকে এই পথ অবরোধ করেন আশেপাশে কয়েকটি গ্রামের চাষিরা। বেশ কিছু সময়ে অবরোধের পর জাতীয় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। অবশেষে ঘটনাস্থলে আসে নন্দকুমার থানার ওসি সহ পুলিশ বাহিনী। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবশেষে সমস্যা সমাধানে আশ্বাস দিলে অবরোধকারীরা অবরোধ তুলে নেন।

ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে দোকানীকে ধাক্কা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মিষ্টির দাম চাইতেই ধাক্কা দিয়ে দোকানদারকে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে ফেলে দিয়ে চম্পট দিল ক্রেতা। এই ঘটনায় বুধবার তুমুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল বিষ্ণুপুর শহরের পোকাবাঁধ পাড়ে। আহত দোকানদারকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। বিষ্ণুপুর শহরের পোকাবাঁধ পাড়ের বাজারে মিষ্টির দোকান রয়েছে কৃষ্ণপদ দে মোদকের। অভিযোগ, সেই দোকানে দিনের পর দিন ধারে খাবার খায় স্থানীয় টোটোচালক বর্ষাত। বুধবারও কৃষ্ণপদবাবুর দোকানে এসে মিষ্টি খায় সে। কিন্তু কৃষ্ণপদবাবু টাকা চাইতেই ঝগড়া শুরু করে। গালিগালাজ করতে থাকে। প্রতিবাদ করতেই কৃষ্ণপদবাবুকে ধাক্কা দিয়ে দোকানের উনুনে চাপানো কড়াইয়ে ফুটন্ত তেলে ফেলে দিয়ে ওই যুবক চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। কৃষ্ণপদর হাত ও দু'পায়ের হাঁটু ঝলসে যায়। তাঁর আর্তনাদ শুনে ছুটে এসে পাশের ব্যবসায়ী ও দোকানের লোকজন তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। এখন সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁর। কৃষ্ণচন্দ্রবাবুর ছেলে প্রসেনজিতের অভিযোগ, এলাকায় 'ত্রাস' হিসিবে পরিচিত বর্ষাত খান নামে ওই টোটো চালক। সম্প্রতি তাদের খাবারের দোকানে ৭০ টাকা ধার করে। এদিন সে ফের দোকানে এলে ধারে খাবার চাইলে তাঁর বাবা দিতে অস্বীকার করেন। তখন অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে সে। প্রতিবাদ করায় তাঁর বাবাকে দোকানের উনুনে চাপানো তেলের কড়াইয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ঘটনার নিন্দা করেছে চকবাজার লক্ষীমাতা ষোলো আনা কমিটি। ঐ কমিটির সদস্য ষষ্ঠী দে বলেন, বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি আমরা। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত অভিযুক্ত টোটো চালক বর্ষাত খান পলাতক, পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

Public NOTICE

That Gargi Chakraborty, is the legal heirs of her father- in law- Debabrota Chakraborty who died on 25.05.2006 and also mother-in-law - Ila Chakraborty who died on 10.06.2012 and my husband Debasish chakraborty died intestate on 08.07.2015 and they left behind some property which is situated at 46A, Ballygunge Place, Kolkata-700 019, being Deed No. I-954 for the year 1992 of Addl. District sub Registrar, Sealdah, District 24-Parganas.

That if any one is claimant then he/she can please contact the phone no. 9830018510 (Mobile No) within 21- days from the date of publication of this Notice.

(Sikha Halder)
Advocate
08/02/23

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৪৯৭, তারিখ ঃ ০৭.০২.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত ইলেকট্রিক্যাল কাজগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২১৪। কাজের বিবরণ ঃ হাওড়া – হাওড়া ডিভিশনে ২.২ এমডব্লুপি অন-গ্রিড (ব্যাটারি ব্যাকআপ ছাড়া) সোলার রুফ-টপ/শেড-টপ প্লান্ট স্থাপন। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ১০,০৬,০২,৭৮৮ টাকা। বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ ৬,৫৩,০০০ টাকা। সম্পাদনের সময়সীমা ঃ ৬ মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৬.০৩.২০২৩ তারিখে দুপুর ৩.০০টা। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোন কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোন প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়-এর পরবর্তী কোন সুবিধাজনক কাজের দিন। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(HWH-405/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

কাটিহার মণ্ডলে মেরামতী কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেজেআইআর/ইএনজিজি/১০ অফ ২০২৩ তারিখ: ০১.০২.২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (ক) কাটিহার:- জোর্ড ডিইএন/IV/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে নিউ কলোনি সিউিয়াজের পাম্প হাউস থেকে মুখ্য নর্দমার পর্যন্ত ভাগ এবং কানেকশন ড্রেইন সহিত কোয়ার্টার নং. ৩৯৯ থেকে ১০৩৬, ৩৭৮ থেকে ৩৭২, ৩৮৩ থেকে খাদ্রী কুল এবং কোয়ার্টার নং. ৪২২ থেকে ৩৬৪ পর্যন্ত কলোনি নর্দমার ডিসিল্টিং এবং মেরামতী কাজ। (খ) কাটিহার-জোর্ড ডিইএন/IV/আটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে কানেকটিং ড্রেইন আদি সহিত ফিল্টার হাউস থেকে সিউিয়াজের পাম্প হাউস পর্যন্ত, কোয়ার্টার নং. ৪৫৭ থেকে ৩৫৭, এবং থেকে ৪৭৫ পর্যন্ত কলোনি নর্দমার ডিসিল্টিং এবং মেরামতী। টেন্ডার রাশি: ১,২১,৬৭,১১৭.৮৫/- টাকা। আরু সুরক্ষা জমা: ২,১০,৮০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এসএসই/ওয়ার্কস/ওয়েস্ট/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে লাইন নং. ১৯ এবং ২০ এর মধ্যে আরসিসি বীম দ্বারা পরিবেষ্টিত কত্ত রিলিভিং পিএসসি স্লীপার সহিত গুডস সার্কুলেটিং এরিয়ার মেরামতী। টেন্ডার রাশি: ৭২,৮৮,৮৩৮.৮৪/- টাকা। আরু সুরক্ষা জমা: ১,৫৩,৬০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৩। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এসএসই/ওয়ার্কস/ওয়েস্ট/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে নিউ কলোনি এবং ইমারজেন্সী কলোনিতে পুরোনো পাইপ লাইনের মেরামতী। টেন্ডার রাশি: ৩৬,৯৪,৫১৫.৭০/- টাকা। আরু সুরক্ষা জমা: ৭৩,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০১-০৩-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে ০১-০৩-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Notice Inviting Quotation

NIQ vide memo no. 201/SCTB/BNK Dt. 08/02/2023 By District Manager, W.B SC, ST & OBC Dev. & Finance Corporation, Bankura. Details may be seen at office notice board of the undersigned.

Sd/-
District Manager
W.B SC, ST & OBC Dev. & Fin. Corp. Bankura.

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY PARA::PURULIA

Press Notice

Executive Officer, Para Panchayat Samity invites E-tender as follows: **WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-23/2022-23(3 rd Call) dt. 08.02.2023** for 09 nos scheme **(Tender ID: 2023_DM_469893_1 to ID: 2023_DM_469893_9)** within the jurisdiction of Para Panchayat Samity. Last date of Tender submission is **14.02.2023 up to 04.00 P.M.** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

Office of the Pradhan Polgustia Gram Panchayat Under Jagatballavpur Development Block, Dist-Howrah

Invited E-Tender Notice. List of Tenders: **1) NIT No:- 012/POL/E-TENDER/15 th CFC(TIED)/2022-23 Sl. No:-01, Dated:- 08/02/2023.** Bid submission date: **09/02/2023 at 4.45 PM** and End of Bid submission:- **15/02/2023 up to 3.20 PM. 2) NIT No:- 013/POL/E-TENDER/15 th CFC(TIED)/2022-23 Sl. No:-01, Dated:-08/02/2023.** Bid submission date: **09/02/2023 at 2:45 PM** and End of Bid submission:- **15/02/2023 up to 2.00 PM** and The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http://wbtender.gov.in**

Sd/- Prodhan
Polgustia Gram Panchayat
Polgustia, Howrah

Government of West Bengal Abridged Corrigendum

The Executive Engineer-II, Joynagar Irrigation Division, I&W Dte. has issued Corrigendum to **NIQ No. - 03/EE-II/JOY of 2022-23** on behalf of the Governor of West Bengal as under : Last date of receiving application - **15.02.2023 upto17.00 hrs.** Last date of issue of Quotation documents - **16.02.2023 upto 17:00 hrs.** Date of dropping & opening of Quotations - **17.02.2023 upto 14:00 hrs. & after 15:00 hrs.** respectively on the same day. Other details may be available from the office of the undersigned during office hours on any working days & website : **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-Executive Engineer-II
Joynagar Irrigation Division, I&W Dte, South 24 Parganas.

NIT

The office of undersigned invites Tender for works 06/BDO/MNG. Last Date of Application is **20.02.2023 up to 5 P.M.** For further details please contact the concerned office of the undersigned.

Sd/- BDO
Maynaguri Development Block

NIeT No.: WB/HWH/AGP/NIET-224, Dated: 02/02/2023

An e-tender notice for 4 nos. work has been published. Details are available in **http://wbtenders.gov.in.** Bid submission start dt.: **07/02/2023 at 06:00 p.m.** Bid submission closing dt.: **15/02/2023 at 06:00 p.m.**

Sd/- Pradhan
Antila G.P.
(Bagnan-II Block)

Government of West Bengal Office of the Zonal Officer, State Tax Bureau of Investigation, South Bengal, Purulia Zone Bhatbandh More, Purulia 723101

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from reputed local resourceful contractors for physical verification (loading & unloading) of goods vehicle a maximum of 10 (Ten) trucks on a day of O/O the Zonal Officer, Purulia Zone under B.I. South Bengal, for the period from **01.03.2023 to 28.02.2024.** The intending contractors should quote the rate for the job as mentioned above only on per day or per truck basis. The rate will be subject to the rate as prescribed under G.O. No. 496 FT dated. 28.02.1994. The tender should reach this office on or before **24.02.2023 at 2.00 PM.** The tender will be opened **at 12:30 PM on 27.02.2023.** The undersigned reserves the right to accept any or reject all the quotations without assigning any reason thereof. Memo No. 405 Dated. 03.02.2023.

Sd/- Senior Joint Commissioner
State Tax Bureau of Investigation South Bengal, Purulia Zone, Purulia

Office of the Block Development Officer Chanditala-I Panchayat Samity MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 10-BDO/Chanditala-1/2022-23 dt: 08/02/2023** Last Date of Bid Submission: **23/02/2023, 18.00 Hrs.** Date of Opening: **27/02/2023, 11.00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Block Development officer, Chanditala-I Dev. Block, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Block Development Officer
Chanditala-I Development Block
Mashat:: Hooghly

আমি, রেনু সিং, পিতা- মোহন লাল জৈন, নিবাস লেক জেলা, ব্লক-৪, ৭৪ / ১, নারকেলডাঙা মেন রোড, ফ্ল্যাট নং. ২সি, উইন্ডসর ক্যাস্টেল, কলকাতা-৭০০০৫৪ যার প্যান নং. এএলএফপিএস৪৭৯২কে এবং আধার নং. ২২৪০ ২৫৬৯ ২৪০৭ আরও পরিচিত রাজু সিং হিসাবে। উভয় রেনু সিং এবং রাজু সিং একই এবং এক পরিচয়ের ব্যক্তি। **গত ৭.২.২০২৩ তারিখে মহামান্য নোটারি পাবলিক কলকাতা এফিডেভিট বলে আমি কেবলমাত্র রেনু সিং নামে পরিচিত হইলাম।**

Office of The NAITY GRAM PANCHAYAT Chanditala Block-II, Dist-Hooghly

Notice Inviting Tender no: NIT No: 22/NGP/2023, 23/NGP/2023, 24/NGP/2023, 25/NGP/2023 & 26/NGP/2023, dated: 08/02/2023 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of time of application: **09/02/2023.** Last date of submission of Tender: **16/02/2023 at 12:00 PM.** Date of Opening of Tender: **17/02/2023 at 1.00 PM.**

Sd/- Prodhan
Naity Gram Panchayat

GOSWAMI MALIPARA GRAM PANCHAYAT

Vill & P.O-Goswami Malipara
P.S-Dadpur, Dist-Hooghly, Pin-712305

E-Tender are invited by the Prodhan, Goswami Malipara Gram Panchayat. **Tender title: GMGP/163/2022-23 Date-07/02/2023,** Bid submission Start date: **07 Feb 2023 at 18:00 Hrs.** Bid Submission end date: **14 Feb 2023 12:00 Hrs.** Bid Opening Date: **16 Feb 2023 at 12:30 Hrs.** Any other information may be had from the office of the undersigned on any working day or visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Goswami Malipara Gram Panchayat

OFFICE OF THE HARIT GRAM PANCHAYAT

VILL- Panjipukur & P.O- Sinhet, P.S-DADPUR, DIST-HOOGHLY, (W.B) PIN-712305 (03213)248-090, mail id:- prodhanharitgp@gmail.com

Date:-8/2/2023

E-tender is invited by Prodhan Harit Gram Panchayat, Panjipukur, Sinhet, Hooghly for the below mentioned work . Intending Bonafide resourceful contractor having 50% credential for for NIT in similar nature of single work within last 3 years from the date of NIT as per Govt. rule against the NIT . All other information may be seen in the wbe-tendering portal. 1. Fund – C.F.C.G. 15 TH F.C. , **NIT No.-53/HGP/2022-23 ,Dt.-16/1/2023.** Publish Date- **2-2-2023,** Document Download Date- **3-2-2023 to 17/02/2023 Upto 5P.M.** Date of submission of tender paper- **3-2-2023 to 17/02/2023 upto 5P.M.** Bid opening Date – **20/2/2023 at 11 AM. TENDER ID :- 2023_ZPHD_465162_1. 2023_ZPHD_465162_2.**

Sd/-Prodhan
Harit Gram Panchayat

Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT

Birshibpur, Uluberia, Howrah

NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide **NIT reference / memo no.40/MGP, Dated : 08.02.2023** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Last date for the online receipt of Tender is **16/02/2023 at 16:00.** Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

Government of West Bengal

Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Purulia, Pin-723148
e-mail id: ladhurkagp@gmail.com

NIeT No. E-NIT-08/LDK/2022-23, Date: 08/02/23

Ladhurka GP, Hura Dev. Block, Purulia invites e-tender from the bonafide contractors/suppliers for various schemes in 15 th FC. Bid submission date **from 08.02.2023 at 10 AM up to 16.02.2023 at 06 PM.** Opening of Bid on **18.02.2023 at 06 PM.** For details contact at GP Office or visit website **http://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat

e-Tender Notice

D.W.O., B.C.W. & T.D., Purba Medinipur invites e-tender vide **NIT No. WB/BCWTD/NIT-03(e)/2022-23 & Tender Id: 2023_DMPM_469671_1.** Online Bid submission end date on **17/02/2023** up to **6:00 P.M.** Details may be seen on website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
D.W.O., B.C.W. & T.D.
Purba Medinipur

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-VI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : 062/048/2022-2023/D

Name of the Work: **Restoration of paver block footpath distrubed by JIO Digital Fibre Pvt. Ltd., at Muzaffar Ahmed Street (Ripon Street) in Ward No. 62.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,27,096.00.** Earnest Money: **Rs. 6,600.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **15.02.2023 at 1.00 p.m.** Date and Time of opening of Tender: **17.02.2023 at 1.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.02.2023 (6:00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-VII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/41B/22-23/R
Name of the Work: **Repairing/Renovation of road by laying of kerb and channel at 16 East Topsia Road and surroundings in Ward No. 66.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,88,381.37.** Earnest Money: **Rs. 9,800.00.** Period of Completion : **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/47/22-23/R
Name of the Work: **Repairing/Renovation of road by laying of kerb and channel at 11 East Topsia Road and surroundings in Ward No. 66.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,87,588.02.** Earnest Money: **Rs. 9,800.00.** Period of Completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/GMBG/09/22-23/R
Name of the Work: **Construction of under ground reservoir with over head tank adjacent to the anjuman at Gobra Burial Ground No. 1.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,56,311.92.** Earnest Money: **Rs. 3,200.00.** Period of Completion: **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/45/22-23/R
Name of the Work: **Repairing of concrete passage near 27, Gobra Goristhan Road and its surroundings disturbed by W/S Department in Ward No. 59.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs.2,63,427.41.** Earnest Money: **Rs. 5,300.00.** Period of Completion: **45 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/48/22-23/BS
Name of the Work: **Patch repairing of bustee concrete passage near Tiljala Road, Topsia Road (South), Auddy Bagan and its surroundings in Ward No. 59.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,89,008.32.** Earnest Money: **Rs. 5,800.00.** Period of Completion: **60 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/16A/22-23/R
Name of the Work: **Patch repairing of different roads in Ward No. 59.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,49,020.45.** Earnest Money: **Rs. 9,000.00.** Period of Completion: **120 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/42/22-23/R
Name of the Work: **Cleaning of waterbody near 5, Lokenath Bose Garden Lane and 14, Mahendra Roy Lane in Ward No. 59.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,11,514.20.** Earnest Money: **Rs. 4,250.00.** Period of Completion: **60 days.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/29/22-23/BS (2nd Call)
Name of the Work: **Thorough repairing of concrete passage near 43, 52 Tiljala Road (Dara Para Bustee) & its surroundings in Ward No. 59.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,63,075.51.** Earnest Money: **Rs. 5,270.00.** Period of Completion: **45 days.**

(9) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/33/22-23/BS (2nd Call)
Name of the Work: **Removal of chockage at Dara Para, Gobra Goristhan Road, Auddy Bagan (Bustee Portion) and its surroundings in Ward No. 59.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,96,900.93.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **17.02.2023 upto 12.00 noon [For Sl. No. 1 to 9].** Tender will be opened on: **20.02.2023 at 12.00 noon. [For Sl. No. 1 to 9].** The bid forms and other details shall be available on and from **09.02.2023 at (18:55 hrs.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 9].**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-VIII/069/037/2022-2023/D

Name of the Work: **Restoration of paver block and IPS footpath/passages at 25, 27 Chakraberia Lane, 54, 56 Syed Amir Ali Avenue etc. in Ward No. 69.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,70,870.39.** Earnest Money: **Rs. 9,500.00.** Period of Completion: **90 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **21.02.2023 at 12.00 noon.** Date and Time of Opening of Tender: **23.02.2023 at 12.00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **10.02.2023 (5:00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1067/22-23

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

অলিভ অয়েলের গুণেই চিরতরে দূর হবে খুশকি!

খুশকির সমস্যায় সকলেই ভোগেন! সহজে সারতেও চায় না খুশকি। দূষণ, ধুলোবালির কারণে এখন সারা বছরই খুশকির সমস্যা লেগে থাকে। আর, শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় খুশকির সমস্যা আরও বাড়ে। খুশকির কারণে চুল শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে যায়। চুল পড়া বাড়ে। শুধু তাই নয়, খুশকি মাথার ত্বকে চুলকানি ও জ্বালাভাবও সৃষ্টি করে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে নামীদামী পণ্যের পরিবর্তে ঘরোয়া প্রতিকারের সাহায্য নিতে পারেন। খুশকি সারাতে অলিভ অয়েল দারুণ কার্যকর। জেনে নিন খুশকি সারাতে কী ভাবে ব্যবহার করবেন অলিভ অয়েল-ডিম এবং অলিভ অয়েল হেয়ার মাস্ক- ডিমের সাদা অংশে রয়েছে এনজাইম, যা ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে এবং ইনফেকশন প্রতিরোধ করে। ডিম চুলে পুষ্টি যোগায়। খুশকি সারাতে দারুণ কার্যকর এই হেয়ার মাস্ক। ১টি ডিমের সাদা অংশ এবং ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল ফেটিয়ে নিন ভালো করে। এই মিশ্রণটি আপনার মাথার ত্বকে ও চুলে লাগিয়ে শাওয়ার ক্যাপ দিয়ে মাথা ঢেকে নিন। ২০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে ফেলুন। তারপর কন্ডিশনার লাগিয়ে নিন। সপ্তাহে এক বার বা দুই বার এই হেয়ার মাস্ক লাগান।অলিভ অয়েল এবং আমন্ড অয়েল- আমন্ড অয়েলের প্রদাহবিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। খুশকি সারাতে খুব ভালো কাজ করে এই তেল। ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল মিশিয়ে স্ক্যাল্পে ও চুলে ম্যাসাজ করুন। ৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার লাগিয়ে নিন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই মাস্ক লাগাতে পারেন। অলিভ অয়েল এবং লেবুর হেয়ার মাস্ক- লেবুর রস সাইট্রিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ। লেবু খুশকি সারায় এবং মাথার ত্বক সুস্থ রাখে। এই হেয়ার মাস্কটি লাগানোর পর রোদে বসবেন না, কারণ লেবুর রস সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এলে আপনার চুলকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ১ চা চামচ লেবুর রসের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে স্ক্যাল্প ও চুলে লাগান ভালো ভাবে। ৪৫ মিনিট পর শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার লাগিয়ে নিন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই হেয়ার মাস্ক লাগালেই যথেষ্ট। অলিভ অয়েল এবং টি ট্রি অয়েল- টি ট্রি অয়েলে অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। খুশকি সারাতে দারুণ কার্যকর এই হেয়ার মাস্ক। ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে ১০ ফোঁটা টি ট্রি অয়েল মেশান। এই মিশ্রণটি মাথার ত্বকে ও চুলে ম্যাসাজ করুন কিছুক্ষণ। আধ ঘণ্টা পর শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার লাগিয়ে নিন। সপ্তাহে ২-৩ বার এটি ব্যবহার করতে পারেন।

অলিভ অয়েল এবং সাদা ভিনিগার- সাদা ভিনেগারে রয়েছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, যা ফাঙ্গাল ইনফেকশনের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই হেয়ার মাস্ক খুশকি সারায় এবং চুলকানি উপশম করে। ১ চা চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে ২ চা চামচ সাদা ভিনেগার এবং ১ টেবিল চামচ জল মিশিয়ে নিন। স্ক্যাল্পে এই মিশ্রণটি পাঁচ মিনিট ম্যাসাজ করুন। তারপর আরও পাঁচ মিনিট মাথায় রাখার পর শ্যাম্পু করে নিন। খুশকি না সারা পর্যন্ত সপ্তাহে ১-২ বার এই মিশ্রণটি লাগাতে পারেন। অলিভ অয়েল এবং হলুদ- হলুদ হল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের একটি পাওয়ার হাউস। এ ছাড়াও, এতে অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা খুশকি প্রতিরোধ করে। স্ক্যাল্প ও চুল সুস্থ রাখে হলুদ। ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল মেশান ভালো করে। স্ক্যাল্প ও চুলে এই মিশ্রণটি প্রায় ১০ মিনিট ম্যাসাজ করুন। ৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার লাগিয়ে নিন। সপ্তাহে ৩ বার এই হেয়ার মাস্ক লাগান।

নতুন পোশাকে বিয়ের আসরে কিয়ারা আদভানি

বহু জল্পনাকল্পনা শেষে ৬ ফেব্রুয়ারি গাঁটছড়া বাঁধলেন ভারতীয় অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি ও অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। ভারতের রাজস্থানের সূর্যগড় প্যালেসে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন এই দুই তারকা। বলিউডের এই আদুরে জুটির বিয়ে ঘিরে নিত্যনতুন খবরের অভাব নেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত রহস্য থেকে গেছে কিয়ারা আদভানির বিয়ের পোশাক নিয়ে। খুব অল্পসংখ্যক অতিথি নিয়ে সূর্যগড় প্যালেসে বিয়ের আয়োজন করেছেন কিয়ারা ও সিদ্ধার্থ। তিন দিনের অনুষ্ঠানে কিয়ারা ঠিক কার সাজে হাজির হন, তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা স্তব্ধ ছিল না। বিয়ের সাজের ক্ষেত্রে বলিউড অভিনেত্রীদের বরাবরের পছন্দ সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়। দীপিকা পাড়ুকোন থেকে শুরু করে আলিয়া ভাট, প্রায় সবাই আস্থা রেখেছেন সব্যসাচীর ওপর। তবে কিছু পত্রপত্রিকার মতে, সব্যসাচী নন, বিয়েতে কিয়ারা পরেন মনিশ মালহোত্রার নকশা করা পোশাক। এমনিতে মনিশ মালহোত্রার সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্ক কিয়ারার। তাঁর সঙ্গে জুটি বেঁধে অনেকবার ক্যামেরার সামনেও হাজির হয়েছেন তিনি। তবে গুঞ্জন দানা বাঁধতে শুরু করেছে মনিশ মালহোত্রার বাড়িতে দেখা গেছে কিয়ারাকে। ফলে সিদ্ধার্থ কিয়ারার বিয়ের পাদপ্রদীপের আলো আপাতত গিয়ে পড়ে মনিশের ওপর। তাঁর নকশা করা পোশাকে কিয়ারা আদভানিকে দেখা গেছে বেশ কয়েকবার।মনিশ মালহোত্রার নিজ হাতে তৈরি করা গোলাপি লেহেঙ্গা সেটে ছিল পালকের কাজ। মনিশের 'খাব' কালেকশনের অংশ হিসেবে কিয়ারা গায়ে জড়িয়েছিলেন এই পোশাক। শুধু পোশাক নয়, পোশাকের সঙ্গে গয়নাও ডিজাইন করেছিলেন মনিশ। মনিশের ফেস্টিভ মৌসুম 'রুহানিয়া'র অংশ হিসেবে গোলাপিতে সেজেছিলেন কিয়ারা। গোলাপি কুর্তার সঙ্গে নীল ওড়না পুরো নকশাই ছিল হাতে করা। সেবারই প্রথম মনিশের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন কিয়ারা। ২০২১ সালে মনিশ মালহোত্রার একক শোতে শোস্টপার ছিলেন কিয়ারা আদভানি। সেদিন সবার মন জয় করে নিয়েছিলেন রূপালি এক লেহেঙ্গায় র‍্যাম্পে হেঁটে। অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ইকাত (ইন্দোনেশীয় নকশাবিশেষ) থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সোনালি শাড়ি বানিয়েছিলেন মনিশ মালহোত্রা। ওই শাড়িতে সেজেছিলেন কিয়ারা। ২০২২ সালের জুনে কালো শিফন শাড়িতে হাজির হয়েছিলেন কিয়ারা। মনিশ মালহোত্রার নকশা করা কালো পোশাকটি ছিল 'সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস'। এই ফটোশুটের জন্য কিয়ারার চেয়ে জুতসই আর কে ছিলেন তা সকলেই বলতে পারবেন।

প্যারিস ফ্যাশন শো-র পোশাক

২০২৩ ১৭ জানুয়ারি থেকে প্যারিস ফ্যাশন উইক ফলউইন্টার শুরু হয়েছে। ২২ তারিখ পর্যন্ত চলেছে পুরুষদের পোশাকের প্রদর্শনী। ২৩ তারিখ, অর্থাৎ গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে ওত কট্যুরের প্রদর্শনী। চলবে ২৬ তারিখ পর্যন্ত। প্রথম দিনেই প্যারিস ফ্যাশন সপ্তাহের জন্য স্ক্যাপারেলি ওত কট্যুর বসন্তগ্রীষ্ম ২০২৩-এর ফ্যাশন শোতে দেখা গেছে তারকাদের নানা রকম বেশভূষা। আলোচনায় এসেছে দোজা ক্যাট নামে পরিচিত মার্কিন র‍্যাপারের লাল পাথর দিয়ে নিজেকে পুরো ঢেকে দেওয়া সাজ। দোজা ক্যাটের পুরো নাম আমলা রত্না জান্দিলে দ্লামিনি। তিনি র‍্যাপার, গায়ক, গীতিকার এবং রেকর্ড প্রযোজক। প্যারিসের পেটিট প্যালেসে অনুষ্ঠিত এই ফ্যাশন শোতে অংশ নেওয়ার সময় তিনি নিজের শরীরে চাপিয়েছেন লাল রঙের ৩০ হাজার স্যারাভস্কি স্ফটিক। ফ্যাশন ডিজাইনার ড্যানিয়েল রোজবেরির একটা জীবিত ভাস্কর্যের ধারণা সামনের সারিতে উপস্থাপন করতেই এত কষ্ট করা। মুখমণ্ডল, হাতসহ শরীরের অন্যান্য অংশে এসব পাথর বসাতে সময় লেগেছে ৪ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট। লাল পাথরের বাইরে তিনি পরেছিলেন সিল্কের তৈরি বুস্টিয়ের ও লেকার বার্নিশ করা কাঠের বিডস দিয়ে ঢাকা স্কার্ট।

উত্তরবঙ্গ খ্যাত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এসে বিরোধীদের কটাক্ষ করলেন তৃণমূল মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য

তনুজ জৈন, মালদা,৮ ফেব্রুয়ারীঃ উত্তরবঙ্গ খ্যাত টি টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে বিশেষ অতিথি হিসেবে এলেন তৃণমূল মুখপাত্র জনপ্রিয় যুব নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেবাংশু বলেন পঞ্চায়েত ভোটে খেলা হবে না। কিন্তু কেন এমনটা বললেন খেলা হবে শ্লোগানের জনক দেবাংশু? তার দাবি পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের কোনো প্রতিপক্ষ নেই। তাই আর খেলা হবে না। দেবাংশু কে দেখতে মাঠে মানুষের উপচে পড়া ভিড় ছিল। রীতিমত উৎসবের মেজাজ মাঠ জুড়ে। জনপ্রিয় যুব নেতার উপস্থিতিতে খুশি এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বও। দেবাংশুর সুরে সুর মিলিয়ে বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষ করলেন জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক। পরের বছর টুর্নামেন্টে অভিষেক ব্যানার্জিকে আহবান জানালেন এই টুর্নামেন্টের প্রধান উদ্যোক্তা। বুধবার মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত সুলতান নগরে কেএমএস ক্লাবের পরিচালনায় মালেক ইসলাম মেমোরিয়াল টি টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে বিশেষ অতিথি হিসেবে হাজির হয়ে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য। এই টুর্নামেটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ক্লাবের সম্পাদক তথা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বুলবুল খান। দেবাংশু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা তৃণমূলের আরেক সাধারণ সম্পাদক জম্মু রহমান, হরিশ্চন্দ্রপুর তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তা, ছাত্র সভাপতি বিমান ঝাঁ, যুব সভাপতি শেখর সাহা, শামীমা রহমান সহ জেলা এবং ব্লক তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্ব। অন্যান্য দিনের মতই আজকেও মাঠে মানুষের উপচে পড়া ভিড় ছিল। সাথে দেবাংশুর উপস্থিতি দর্শকদের উন্মাদনা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। সুলতান নগরের মত মালদা জেলার একটি প্রান্তিক গ্রামে এই ধরনের একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করার জন্য দেবাংশুর ধন্যবাদ জানায় কেএমএস ক্লাবকে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল মুখপাত্র বলেন খেলা হচ্ছে মানুষ আনন্দ করছে তাই খুব ভালো লাগছে। সারা রাজ্য জুড়েই উৎসবের পরিবেশ। সাথে বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন যারা রাজ্যে শ্মশানের নীরবতা চাইতো একমাত্র তাদের খারাপ লাগছে। বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে দেবাংশুর খেলা হবে স্লোগান ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল।শুধু রাজ্য রাজনীতি নয় জাতীয় রাজনীতিতেও জায়গা করে নেয় এই শ্লোগান। এই মুহূর্তে তৃণমূল কর্মীদের মনে প্রশ্ন পঞ্চায়েত ভোটের নতুন স্লোগান কি হবে। কিন্তু দেবাংশু বলেন পঞ্চায়েত ভোটে কোন খেলা হবে না। কারণ পঞ্চায়েত ভোটে খেলার জন্য প্রতিপক্ষ নেই। বিরোধীদের খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন দেখবি জ্বলবি লুচির মত ফুলবি। দেবাংশুর সুরে সুর মিলিয়ে জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক জম্মু রহমান বলেন বিরোধীরা পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী হোক বা পোলিং এজেন্ট হোক দিতে পারবে না ঠিক করে সব বুথে। আমাদের বললে আমরা বিরোধীদের প্রার্থী পাঠিয়ে দেব। এই টুর্নামেন্টের প্রধান উদ্যোক্তা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বুলবুল খান বলেন দেবাংশু আমাদের এখানে এলো ক্লাবের সুনাম করলো এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে। আমরা আহ্বান জানাবো আগামী বছর এই টুর্নামেন্টে যাতে অভিষেক ব্যানার্জি আসেন। এই মুহূর্তে টুর্নামেন্ট কে কেন্দ্র করে রীতিমতো উৎসবের মেজাজ সুলতাননগর জুড়ে। আগামী ১১ তারিখ রয়েছে টুর্নামেটের ফাইনাল। ফাইনালের দিন উপস্থিত থাকছেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। এই টুর্নামেন্ট এখন টেনিস ক্রিকেটে উত্তরবঙ্গের অন্যতম সেরা টুর্নামেন্ট।

বিশ্বে করোনা ভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের উর্ধ্বমুখী

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ অস্বস্তি ক্রমশই বাড়ছে। আগের দিনের তুলনায় বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের ঊর্ধ্বমুখী। শুধু তাই নয়, দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ফের দেড় লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। দৈনিক সংক্রমণ উর্ধ্বমুখী হলেও দৈনিক মৃত্যু আগের দিনের তুলনায় সামান্য কমেছে। মারণ ভাইরাসের ছোবলে প্রাণ হারিয়েছেন ৮৩৩ জন। দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে শীর্ষে জাপান আর দৈনিক মৃত্যুর নিরিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ওয়েবসাইট 'ওয়ার্ল্ডোমিটারের' তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘন্টায় বিশ্বজুড়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন এক লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৪০ জন। এ নিয়ে মহামারি শুরু হওয়ার পরে বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হলেন ৬৭ কোটি ৬৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭০৮ জন। নতুন করে আরও ৮৩৩ জন প্রাণ হারানোয় করোনার বলি হয়েছেন ৬৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬০১ জন। মারণ ভাইরাসকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮৮১ জন। এ নিয়ে করোনা জয় করলেন ৬৪ কোটি ৯১ লক্ষ ৩২ হাজার ১৪৭ জন। দৈনিক আক্রান্তের তুলনায় সুস্থতার হার বেশি হওয়ায় অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৬০ জনে।

যানবাহন মালিকদের যথাসময়ে রোড ট্যাক্স জমা দেওয়ার আহ্বান

করিমগঞ্জ (অসম) ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ করিমগঞ্জ জেলায় পরিবহণে নিয়োজিত সব ধরনের যানবাহন মালিক ও ব্যক্তিগত যানবাহনের মালিকদের তাঁদের বকেয়া রোড ট্যাক্স, বকেয়া ট্যাক্স, ব্যক্তিগত যানের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণ এবং বাকি ই চালান আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে সর্বাবস্থায় জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। করিমগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত জেলা পরিবহণ আধিকারিক সাহাব উদ্দিন তাপাদার জানিয়েছেন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে করিমগঞ্জ জেলার জন্য সরকারের নির্ধারিত রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে জেলায় বকেয়া রোড ট্যাক্স সংগ্রহ এবং যানবাহন আইন ও ধারা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে অপরাধী মামলা দায়ের করার বিভাগীয় অভিযান সমগ্র করিমগঞ্জ জেলা জুড়ে জোরকদমে চলছে। তাই সব যানবাহন মালিকদের জরিমানা এড়ানোর জন্য যথাসময়ে তাঁদের রোড ট্যাক্স জমা দিতে জেলা পরিবহণ বিভাগ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের ১৬ জন বিধায়কের অযোগ্যতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ঃ উদ্ধব ঠাকরে

মুম্বই, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ নির্বাচন কমিশনের ১৬ জন বিধায়কের অযোগ্যতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বলে দাবি করেন শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে) দলের সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে। তিনি জানান, ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ে শুনানি শুরু হতে চলেছে। বুধবার উদ্ধব ঠাকরে বলেন, মানুষ বিভ্রান্ত, অনেকেই ভাবছেন শিবসেনার কী হবে। শিবসেনার দুই দলকে আমি মানি না। শিবসেনা এক এবং একই থাকবে। শিবসেনা আমাদের। উদ্ধব ঠাকরে বলেন যে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে ১৬ জন বিধায়ককে অযোগ্য ঘোষণা করার একটি শক্তিশালী সম্ভাবনা রয়েছে। উদ্ধব ঠাকরে বলেন, আমাদের বেশি বিধায়ক আছে, তাহলে আমরাই দল বলে দাবি করা ভুল। দলটি যখন শুধু আইনসভা ও সংসদীয় প্রতিনিধিদের ওপর নির্ভরশীল, তখন এর সুদূরপ্রসারী পরিণতি হবে। যেকোনো শিল্পপতি দল ভেঙে সরকার গঠন করবে। যে কোনো দলই জনগণের সহযোগিতায় গঠিত হয়।

চাঙ্গা শেয়ার বাজার, বাজারে স্বস্তির হাওয়া

মুম্বই, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বাজার খুলতেই চাঙ্গা শেয়ার বাজার। বুধবার বাজারে চমক দিয়ে ফের শীর্ষে আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার । চলতি সপ্তাহে পতনের পর এদিন বাজারে স্বস্তির হাওয়া। আদানি গোষ্ঠীর ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি আদানি এঃটারপ্রাইজ বেড়েছে ২০.০৪ শতাংশ। আদানি পোর্ট বেড়েছে ৮.৩৩ শতাংশ। আদানি ট্রান্সমিশন, আদানি পাওয়ার, আদানি উইলমার, এনডিটিভি প্রায় ৫ শতাংশ হারে বেড়েছে। তবে ৫ শতাংশ করে পড়েছে আদানি গ্রিন ও আদানি টোটাল গ্যাস ১ শতাংশ পড়েছে এসিসি সিমেঃটও। পাশাপাশি মুকেশ আম্বানির রিল্যায়েন্সও ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আদানি ও রিল্যায়েন্সের হাত ধরে এদিন শেয়ার বাজার মাঝারি বৃদ্ধি পেয়েছে। মঙ্গলবার সেনসেক্সের উত্থান হয়েছে ৩৭৭.৭৫ পয়েঃট বা ০.৬৩ শতাংশ। বাজার শেষে এই সূচক দাঁড়িয়েছে ৬০ হাজার ৬৬৩.৭৯ পয়েঃট। এদিন নিফটির উত্থান হয়েছে ১৫০.২০ পয়েঃট বা ০.৮৫ শতাংশ। দিনের শেষে নিফটিফিফটি হয়েছে ১৭ হাজার ৮৭১.৭০ পয়েঃট।

গোরখপুর স্টেশন ইয়ার্ড পরিদর্শন করছেন শ্রী অমিত বর্দান প্রধান নির্বাহী পরিচালক নিরাপত্তা, রেলওয়ে বোর্ড, নয়াদিল্লি। নিজস্ব চিত্র।

Name Change

I, ROSENARA BEGUM(Old Name) W/o SEKH JAMIR ALI residing at 18B/H/4, Dr. BireshGuha Street, PO-Circus Avenue, PS-Karaya, Dist-Kolkata, Pin-700017 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) ROSENARA KHATUN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/02/2023.ROSENARA BEGUM and ROSENARA KHATUN both are same and one identical person.

Name Change

I, APAN SARKAR(Old Name) S/o NIRAPADA SARKAR residing atVill-KoraRamkrishna Pally, PO-Kora Chandigarh, PS-Madhvam Gram, Dist-North 24 Pgs-700130 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) ARPAN SARKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/02/2023.APAN SARKAR and ARPAN SARKAR both are same and one identical person.

Name Change

I, RONALD CHARLES DUTT (Old Name) S/o LATE SWAPAN KUMAR DUTTAresiding at 36/A RAJA RAJ BALLAV STREET KOLKATA - 700003 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) RONALD DUTTA, vide an affidavit sworn beforethe Notary Public at Kolkata on 08/02/2023.RONALD CHARLES DUTT and RONALD DUTTA both are same and one identicalperson.

Name Change

I, JENNIFER ANN DUTT (Old Name) W/o LATE SWAPAN KUMAR DUTTAresiding at 36/A RAJA RAJ BALLAV STREET KOLKATA - 700003 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) JENNIFER DUTTA, vide an affidavit sworn beforethe Notary Public at Kolkata on 08/02/2023.JENNIFER ANN DUTT and JENNIFER DUTTA both are same and one identicalperson.

Name Change

I, SAMIR SHIL (Old Name) S/o LALMOHAN SHIL residing at 7/1, Kalitala Road, Bhattapara, Nabadwip, Nadia, Pin-741302 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) DR SAMIR SHIL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09/02/2023. SAMIR SHIL and DR SAMIR SHIL both are same and one identical person.

Name Change

I, Jayshree Sen (Old Name) D/o Late JitendraNathSengupta presently residing at P-239 LAKE ROAD, FLAT NO-2R, PO-SARAT BOSE ROAD, RABINDRA SAROVAR, Kolkata-700029, WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) Jayashree Sen(new name), vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 03/02/2023.

Name Change

I , Amala Ray D/O-Manikeswar Roy @ Manikeswar Ray resident of Anandapally (East), P.O.-Sripally, P.S.-Burdwan, Dist-PurbaBardhaman, W.B.-713103, shall henceforth be known as 'AMALA GHOSH' vide an affidavit before the notary public at PurbaBardhaman on 07/02/2023

CHANGE OF NAME

I, Raj Kumar Rajbhar, S/o Ram Karan Rajbhar, R/o Jutemile, NB Road, Titagarh, P. S. Khardah, Dist: North 24 Parganas, Kol: 700118, has corrected my grandfather's name from Babu Nandan Rajvar to Babu Nandan Rajbhar via affidavit, sworn before 1st Class Judicial Magistrate, Barrackpore on 01.02.23. Also, my grandfather's father actual name was Jimut alias Bhiu. Henceforth, Babu Nandan Rajvar & Babu Nandan Rajbhar are same and identical person.

তুরস্কের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার বাংলাদেশি ছাত্র

ঢাকা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ তুরস্কের ধ্বংসস্তূপ থেকে ৩৭ ঘণ্টা পর জীবিত উদ্ধার হয়েছে বাংলাদেশি ছাত্র গোলাম সইদ ওরফে রিংকু। বছর আঠাশের রিংকুকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। সেখান থেকে তিনি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। তুরস্কের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল নিয়ে পড়েন রিংকু। বুধবার সকালেই মা বাবা, ভাইবোন সহ স্বজনদের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে কথা বলেন তিনি। দ্রুত বাড়ি ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। গোলাম সইদ তথা রিংকু স্বজনদের জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে বিধস্ত ভবন থেকে উদ্ধারের পর তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। তিনি অক্ষত আছেন। তবে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। সইদের ছোট ভাই গোলাম রসুল এসব কথা স্বীকার করেছেন। গোলাম রসুল বলেন, ''ভাইয়া সুস্থ ও স্বাভাবিক আছেন। এদিন সকালে তাঁর সঙ্গে ফোনে প্রায় এক ঘণ্টা কথা হয়েছে। মা বাবা, ভাইবোন সহ পরিবারের সবার সঙ্গে তিনি স্বাভাবিকভাবে কথা বলেছেন। বারবার বলেছেন, আমি ভাল আছি, সুস্থ আছি। শিগগির দেশে ফিরছি।

সীমান্তে সন্দেহভাজন এক যুবক ধৃত

জয়সেলমের, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ জয়সেলমের জেলা সংলগ্ন ভারত পাকিস্তান সীমান্তে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) এক সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী সূত্রে জানা গেছে, ধৃত যুবক প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তার নাম হানিফ খান ও আবদুল্লাহ জানিয়েছে। বয়স প্রায় ২০ বছর। সন্দেহভাজন যুবক ঝালরিয়ার বাসিন্দা। তার কাছ থেকে পাওয়া মোবাইলে পাকিস্তান থেকে পরিচালিত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলি পাওয়া গেছে, যার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট মুছে ফেলা হয়েছে এবং ফোনের গ্যালারিও খালি ছিল। সন্দেহজনক নম্বর এবং পাকিস্তান থেকে পরিচালিত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের প্রশাসক সম্পর্কে যুবকরা চুপ করে রইল।

ভারতের উদ্যমতাকে দুর্বল করা হচ্ছে রাহুল গান্ধীর স্বভাবঃ রবিশঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকসভায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ বুধবার বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে আগের দিনের সমালোচনায় রাহুল গান্ধীর স্বভাব ভারতের সম্ভাবনা এবং উদ্যমতাকে দুর্বল করা হচ্ছে।রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, গতকাল রাহুল গান্ধীর দেওয়া বক্তব্য লজ্জাজনক ও ভিত্তিহীন। তিনি রাহুল গান্ধীর বক্তব্যকে সাংবিধানিক মর্যাদা লঙ্ঘন বলে অভিহিত করে বলেছেন, এটি তাঁর বেদনা, ক্লেশ এবং হতাশার

ফলাফল। রাহুল গান্ধী তাঁর বক্তব্য দিয়ে সংসদকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন।তিনি আরও বলেন, ভারতীয় উদ্যোক্তাদের বিদেশে গিয়ে কাজ করা উচিত এটা ভালো ব্যাপার। কেন এই নিয়ে আপত্তি করছেন কংগ্রেস নেতা? তিনি বলেন, রাহুল গান্ধী বারবার ভুল করেও শিখতে পারছেন না। এর পেছনের কারণ কী। হয়তো তারা জয় বা পরাজয় চিন্তা করে না। তিনি রাহুল গান্ধী এবং তাঁর মা সোনিয়া গান্ধী জামিনে থাকার কথাও উল্লেখ করে ইয়াং ইন্ডিয়া মামলার কথাও স্মরণ করেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ভারতীয় রেলওয়ের রেল ভূমি ক্রসিং সেবা চালু

মালিগাঁও, ০৮ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রথমবারের জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে তিনসুকিয়া ডিভিশনের পক্ষ থেকে ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ রেল ভূমি ক্রসিং সেবা (আইআর আরবিসিএস) সিস্টেম ব্যবহার করে ওয়েলিভ অ্যাপ্লিকেশনের ০২টি মামলার অনুমোদন জানানো হয়েছে। সিমলুগুড়ি মাহুতগাঁও ও মেজেঙ্গা নামতিআলি সেকশনে গ্যাসঅয়েল পাইপলাইনের জন্য অসম গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এজিসিএল)-এর দ্বারা ওয়েলিভ অ্যাপ্লিকেশনের ০২টি মামলা জমা করা হয়েছিল।

ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ রেল ভূমি ক্রসিং সেবা (আইআর আরবিসিএস) হলো আইআরসিইপি পোর্টালের অধীনে ভারতীয় রেলওয়ের দ্বারা প্রদত্ত ওয়েলিভ ইজমেঃট রাইটস এর জন্য একটি ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন। সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফাস্টট্র্যাক ওয়েলিভ অ্যাপ্লিকেশন ও অনুমোদনের জন্য এই সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। জমি লিজলাইসেন্স এবং ওয়েলিভ অনুমতির অনুমোদনের জন্য আবেদন শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট অনলাইন পোর্টালেই জমা করতে হবে। সবগুলি ক্ষেত্রে অনলাইনে অনুমোদন প্রদান করা হবে। এই সিস্টেমটি সম্পূর্ণ সত্যতা ও অখণ্ডতার জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে এবং ডিজিটাল পেমেঃট, রিয়েল টাইম মনিটরিং অনুমোদন

দেয়, তাৎক্ষণিক সতর্কতা ও নোটিফিকেশন তৈরি করে এবং পাইপলাইন, কালভার্ট, কেবল, পাওয়ারলাইন ইত্যাদির মতো সমস্ত ধরনের ওয়েলিভ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই পলিসিটি পিএম গতি শক্তি কাঠামোর সাথে সংযুক্ত পরিকাঠামোর সংহত উন্নয়নকে সক্ষম করে এবং রেলে অধিক পণ্য আকর্ষণ করে, রেলের জমির লিজিং, লাইসেন্সিং ও রাইট অব ওয়ে (আরওডব্লিউ)-এর জন্য বিদ্যমান নীতি সহজ করা হয়েছে। জনগণের পরিষেবার উপযোগিতার পরিকাঠামো যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল সরবরাহ, টেলিকম কেবল, নালা নর্দমার নিষ্কাশন, ড্রেন, অপটিক্যাল ফাইবার কেবল (ওএফসি), পাইপলাইন, রোড, ফ্লাইওভার, বাস টার্মিনাল, আঞ্চলিক রেল পরিবহণ, নগর পরিবহণ ও এই ধরনের অন্য কোনও পরিকাঠামো অনুমোদিত হবে।

সমস্ত স্টেকহোল্ডাররা ঞ্জত্তব্লণ্ডৎপঞ্চস্ত্ৰ.জ্ঞণত্ত.ট্রুত্তৎক্রঙ্কড়া-জ্ঞট্য.ট্রুগ্ন ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ রেল ভূমি ক্রসিং সেবা ব্যবহার করে ওয়েলিভ অ্যাপ্লিকেশনের অধীনে সুবিধাগুলি গ্রহণ করতে পারেন।

শিলচরে পুলিশি অভিযানে বিপুল পরিমাণের চুরিসামগ্রী উদ্ধার

শিলচর (অসম), ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কাছাড় জেলা সদর শিলচরে এক অভিযান চালিয়ে বৃহৎ পরিমাণের মূল্যবান চুরিসামগ্রী উদ্ধার করেছে

পুলিশ। ধৃত চার চোর ও ক্রেতা। বিভিন্ন মন্দির ও নাগরিকদের বাড়িঘর থেকে চুরি যাওয়া প্রায় দুই কুইঃটাল কাঁসা ও পিতলের বাসন, একটি ভিডিও ক্যামেরা, একটি লেন্স সহ এসএলআর ক্যামেরা, ১২টি দামি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট ইত্যাদি উদ্ধার করেছে পুলিশ। সঙ্গে দুই ক্রেতা মধুরবন্দের আরিফ উদ্দিন লস্কর ও আশ্রম রোডের বাপন সরকার এবং দুই চোর আশ্রম রোডের সুজিত দাস ও চন্দন দাসকে পুলিশ আটক করতে সক্ষম হয়েছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর জানান কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো। তিনি বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেনের নেতৃত্বে শিলচর সদর থানার পুলিশ শহরের চামড়াগুদাম এলাকায় অভিযান চালিয়ে বাপন সরকার ও আরিফ উদ্দিন লস্করের ঘর থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় বিশাল পরিমাণের চুরির সামগ্রী। চুরির সামগ্রীগুলি থানায় নিয়ে আসতে একটি মিনি ট্রাক ভাড়া করতে হয়েছে। চুরির সামগ্রীগুলি বাপন ও আরিফ কিনেছিল বলে জানান পুলিশ সুপার মাহাতো। তার পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে শিলচরের আশ্রম রোডের সুজিত দাস ও চন্দন দাস নামের দুই চোরকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানান তিনি। ধৃত চারজনকে শিলচর সদর থানায় জেরা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

ত্রিপুরায় আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডা

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে আগামীকাল বিজেপির ইস্তাহার প্রকাশ হবে। দলের রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা দুপুর সাড়ে বারোটায় ইস্তাহার প্রকাশ করবেন। বিজেপি সূত্রের খবর, আগামীকাল সকালে বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি ত্রিপুরায় আসবেন। রাজ্যে এসেই তিনি সোজা উদয়পুর চলে যাবেন। সেখানে তিনি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে পূজা দেবেন। উদয়পুর থেকে ফিরে দুপুর সাড়ে বারোটায় আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করবেন তিনি। এর পর তিনি খয়েরপুরে জনসভায় অংশ নেবেন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে সমস্ত প্রধান রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যেই ইস্তাহার প্রকাশ করে ফেলেছে। বামফ্রঃট, তিপরা মথা, তৃণমূল কংগ্রেস ইস্তাহার এবং কংগ্রেস ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেছে। শুধু বিজেপি বাকি রয়েছে। আগামীকাল বিজেপির ইস্তাহারের জন্য গোটা রাজ্য অপেক্ষা করছে। কারণ, ২০১৮ সালের ইস্তাহারের তুলনায় তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির চমক দেখার জন্য ত্রিপুরাবাসী মুখিয়ে রয়েছেন।

এসইআর নিবন্ধন বৃদ্ধিমাল লোডিং এবং উপার্জন

৮ই ফেব্রুয়ারিঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে চলতি আর্থিক বছরের (২০২২-২৩) প্রথম দশ মাসে (এপ্রিল জানুয়ারি) মোট ১৬৭.১৮ মিলিয়ন টন মাল লোড করেছে যা আগের আর্থিক বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.০৩ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে, মালবাহী লোডিং থেকে রাজস্ব উৎপাদনও বেড়ে হয়েছে ১৪,৯৪৯.৪৫ কোটি টাকা থেকে। আগের বছরের একই সময়ে ১৩,৩৮৪.৬৩ কোটি টাকা। অতএব, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জন্য মালবাহী লোডিং থেকে আয় ১১.৬৯ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি আর্থিক বছরের (২০২২-২৩) প্রথম দশ মাসে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত এসইআর কয়লা লোডিংয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিও নথিভুক্ত করেছে। এই সময়ের মধ্যে, এসইআর ৪২.৫৭ মিলিয়ন টন কয়লা লোড করেছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৪.৬৯ বেশি। এই সময়ের মধ্যে ১৩.০৮ মিলিয়ন টন লোডিং সহ সিমেন্ট লোডিং ২০.৭৮ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মাল লোডিংয়ের প্রধান পণ্যগুলি ছিল লৌহ আকরিক, কয়লা, পিগ আয়রন এবং ফিনিশড স্টিল, সিমেন্ট, পেট্রোলিয়াম পণ্য ইত্যাদি।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বড়সড় দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে জেলার মিডডে মিলের রাঁধুনীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বড়সড় দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে জেলার মিডডে মিলের রাধুনীরা। বেতন বৃদ্ধি ও স্থায়ীভাবে নিয়োগ সহ একাধিক দাবিতে পথে নেমেছে মিডডে মিলের রাঁধুনীরা। দাবি পূরণ না হলে কর্মবিরতির পাশাপাশি ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি ছুঁড়ছেন তারা। স্বাভাবিক বাঁচার জন্য ব্লক প্রশাসনের চৌকাটে পা রাখছেন রাঁধুনীরা। বুধবার মালদার চাঁচল-২ নং ব্লক দপ্তরের মূল ফটকে তুমুল বিক্ষোভ দেখান তারা। বিক্ষোভের মালতীপুর স্ট্যাণ্ড থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে ব্লকের হাজির হন। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন AITUC সংগঠনের সারা বাংলা মিডডে মিল কর্মী ইউনিয়ন। এদিন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মোতায়েন করা হয়েছিল চাঁচল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রায় আধ ঘন্টা প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখানোর পর বিডিও হাতে ১৩ দফা দাবিতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের তয়ফে। দাবি পত্র গ্রহন বিডিও জানিয়েছেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দাবিগুলো জানানো হবে। উল্লেখ্য, পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে জোর দেওয়া হয়েছে মিডডে মিলের খাবারে। সেই খাবার ইতিমধ্যে তদারকি করছে কেন্দ্রীয় সরকার। মাছ-মাংস থেকে শুরু করে রুটিন অনুযায়ী নানান ধরনের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া শুরু হয়েছে। তবে রাঁধুনীদের অভিযোগ, খাবারের তালিকা বাড়লে আমাদের বেতন বাড়েনি। সারাদিন কাজ করে ২০ থেকে ৩০ টাকা বেতন মেলে। তাও আবার সঠিক সময়ে নয়। পাশাপাশি গ্যাস সিলিন্ডারের বদলে মাটির উনুন শত শত পড়ুয়ার রান্না করতে হয় রাঁধুনীদের। বীমা নেই, সঠিক বেতন নেই, মিডডে মিলের খাবার রান্নায় সুরক্ষা সহ পরিকাঠামো কিছুই নেই বলে অভিযোগ রাঁধুনীদের। মিডডে মিলের জেলা কমিটির সদস্য সাথী চৌধুরী বলেন, ন্যূনতম বেতনে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল বিদ্যালয়ের মিডডে মিল খতিয়ে দেখতে আসলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আমাদের উনুনের বদলে গ্যাসে রান্না করতে বলেন। প্রতিনিধিদল পরিদর্শন করে চলে গেলে আবার সেই আগের মত মাটি উনুনেই আমাদের হাঁড়ি চাপাতে হয়। অবিলম্বে আমাদের বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীকরণ করতে হবে না হলে আগামী পঞ্চায়েত ভোট আমরা বয়কট করব। কোন রাঁধুনী রান্নার কাজে নিযুক্ত থাকবে না।

হোটেলে নর্তকীদের উপর টাকা উড়াচ্ছেন কালনার তৃণমূল নেতা! সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিও নিয়ে বিতর্ক

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ হোটেলে নর্তকীদের উপর টাকা উড়াচ্ছেন তৃণমূল নেতা, এমনই ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই ছবি ভাইরাল হতেই বিরোধীরা অভিযোগ তুলছে, জনগনের কাছ থেকে নেওয়া কাটমানি টাকাই নর্তকীদের উপর ওরাচ্ছেন ওই তৃণমূল নেতা। জানাগেছে, ভাইরাল হওয়া ছবির তৃনমূল নেতা হচ্ছেন কালনা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রাবণী পালের স্বামী। তিনি আবার পঞ্চায়েত সমিতির একজন বড়মাপের কন্ট্রাকটরও। এতেই কালনা সহ পূর্ব বর্ধমান জেলার রাজনীতি ছ।য়িছে চাঞ্চল্য। বিজেপির পূর্ব বর্ধমান জেলা পর্যবেক্ষক কৃষ্ণ ঘোষের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নেওয়া কাটমানির টাকা তৃণমূল নেতাদের কাছে গচ্ছিত, সেই টাকাই নর্তকীদের উপর ওড়াচ্ছে কালনা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রাবণী পালের স্বামী পচাবাবু। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের কাছে এর থেকে বেশী কি আশা করা যেতে পারে। এবিষয়ে তৃণমূলে রাজ্য মুখপাত্র দেবু টুডু বলেন, বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় যা কিছু প্রকাশ পায় তার সব কিছু সত্যি নয়। অনেক কিছু ভিডিও কৃত্রিম ভাবে তৈরী করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়া হয়। এই ভাইরাল ভিডিও আমি দেখি নি। যদি ওই তৃণমূল নেতা সত্যিই দোষী হয়, তা হলে দল তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে। এর আগেও দল নিমভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে তৃণমূল একটি সুশৃঙ্খল দল, এইসব কালচার তৃণমূলে নেই। এইসব উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট কিম্বা বিহারের মত কয়েকটি রাজ্যে দেখতে পাওয়া যায় বিজেপি নেতাদের মধ্যে। উল্লেখ্য বিতর্ক বাড়তেই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে এই পোষ্ট ডিলিট করা হয়।

সিকিম বন্‌ধে আটকা পড়েছে বিপুল সংখ্যক পর্যটক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কর সংক্রান্ত মামলায় সিকিমে বসবাসকারী নেপালিদের অভিবাসী হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের প্রতিবাদে ১২ ঘন্টা বন্ধের ডাক দিয়েছে সিকিম জয়েন্ট একশন কাউন্সিল। তার প্রভাব পড়ল উত্তরের পর্যটন শিল্পে। শিলিগুড়ির SNT বাস টার্মিনাসে আটকে থাকতে দেখা যায় প্রচুর পর্যটকদের। জানা গেছে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত সিকিমে পর্যটকদের প্রবেশ না করার আবেদন জানিয়েছে বন্‌ধ সমর্থনকারীরা। পর্যটকরা বেড়াতে এসে দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। পর্যটকরা জানান, এই বন্‌ধের ব্যাপারে তাদের আগাম খবর ছিল না, যার ফলে শিলিগুড়ি এসে তারা আটকে পড়েছেন। তাতেই নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের। কেউ এসেছেন বাংলাদেশ থেকে, কেউ আবার নদিয়া থেকে কেউ গঙ্গারামপুর থেকে। সকলেই এসে সিকিম বাসস্ট্যান্ডে ভিড় জমান। কিন্তু এসেই দেখেন তা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। স্ট্যান্ডে কেউ নেই। বাস থাকলেও তা বন্ধ। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে আসা এক পর্যটক বলেন, সীমান্ত পারাপারের সময়ও এই ধর্মঘটের খবর পাইনি। এখন এখানে এসে জানতে পারলাম। শুনলাম ৬টার পর কিছু বেসরকারি গাড়ি হয়ত চলবে। সেই আশাতেই আছি, নইলে হোটেলে থাকব। আবার ঢাকা থেকে কয়েকজন যুবক ঘুরতে এসেছেন। তাঁরাও বিপাকে পড়ে যান। বলেন, টোটো করে এই বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছানোর পর ধর্মঘটের খবর পেলাম। আজকের দিনটাই নষ্ট হয়ে গেল। হোটেল ভাড়া করা আছে গ্যাংটকে। একইভাবে বাচ্চাদের নিয়ে বিপাকে পড়ে গঙ্গারামপুর থেকে আগত এক পর্যটক। তিনিও বলেন, গোটা দিনটা নষ্ট হল। না যেতে পারলে শিলিগুড়িতেই হোটেলে থাকব। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট একটি মামলার রায়ে বলেছিল সিকিমে থাকা নেপালিরা বিদেশি। এরপর থেকেই সরগমর হয়ে ওঠে সিকিমের রাজনীতি। গত ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারিতে ধর্মঘট ডেকেছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিংয়ের সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। এবার ধর্মঘট ডাকে জয়েন্ট অ্যাকশন কাউন্সিল। তাদের সমর্থন করেছিল সব দল। তাই এদিন সিকিমে কোনও গাড়ি যাতায়াত করেনি। গোটা সিকিম ছিল থমথমে। একটি লোকও রাস্তায় বেরয়নি। পর্যটকদেরও হোটেলে বন্দি থাকতে হয়েছে। যদিও কোথাও কোনও অশান্তি হয়নি।

উপাসনালয়েও আশ্রমিকদের কড়া সমালোচনা উপাচার্যর

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ এখন নিয়ম করে উপাসনা গৃহে আশ্রমিকদের বিঁধছেন বিশ্বভারতী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। উপাসনালয়েও আশ্রমিকদের এভাবে কড়া সমালোচনায় নিন্দার ঝড় সব মহলে। উপাচার্যর বুধবারের সাপ্তাহিক মন্দির অনুষ্ঠানে উপাসনা গৃহে উপাচার্য তাঁর ভাষণে কড়া সমালোচনা করেন আশ্রমিক, রাবিন্দ্রীক এবং প্রাক্তনীদের। তিনি বলেন, উনিশ সাল থেকে আশ্রমিকদের বছর খানেক তিনি দেখেন নি। একটি নথি হাতে নিয়ে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেন, উনিশ সালের চোদ্দ অক্টোবর তিনি আশ্রমিকদের তিনি ডাকেন। শ'খানেক আশ্রমিক, রাবিন্দ্রীক ও প্রাক্তনী সেই তালিকায় ছিলেন। তাঁরা প্রায় তিরিশটি মতো দাবি আমার হাতে দেন। যেগুলোর মধ্যে ছিল শুধু দিতে হবে। আমাদের আশ্রমে অনুষ্ঠান করতে দিতে হবে। আমাদের গেস্ট হাউসে থাকতে দিতে হবে ইত্যাদি। আমিও তাদেরকে কয়েক দফা দাবি তুলে দিই। আমি তাঁদের সাথে কথা বলে বুঝলাম তাঁরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন। আমি সেখানে বলি, অধিকারের সাথে সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য চলে আসে। সেগুলো আপনাদের পালন করতে হবে। তারপরই তাঁরা নিরব হয়ে যান। উপাচার্যর এই ভাষণের পর অনেক আশ্রমিক থেকে প্রাক্তনী মুখ খুলেছেন। সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আশ্রমিকদের গালমন্দ করা উপাচার্যর দৈনন্দিন কাজের মধ্যে পড়ে। এখন উপাসনা গৃহকেও উনি ছাড়ছেন না।

জেলা সিপিআই-এর প্রতিবাদ সমাবেশের পর বিশাল জনসভা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের তোলাবাজি, দেশ বেচার কারিগর, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জন বিরোধী নীতির, দুই ফুলের এক মালিক এই সকল অভিযোগ আনার সঙ্গে সকল বাম শক্তিকে একতে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে এক মহা মিছিলের ডাক দিলেন দার্জিলিং জেলা সিপিআই। দার্জিলিং জেলা কমিনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার ডাকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সারকারের বিরোধিতায় এক মিছিল ও জনসভা সংগঠিত করা হলো সুভাষপল্লীর নেতাজি মূর্তির পাদদেশে। এই জনসভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন কমিনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য কমিটির সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি সহ জেলার নেতা নেতৃত্বরা। এই কর্মসূচির শুরুতে মহানন্দা ব্রিজের সামনে থেকে এক পদযাত্রা হিলকার্ড রোড ও কোর্ট মোড় হয়ে সভাস্থলে পৌঁছান।

জামালপুরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্লক নেতৃত্ব

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার জামালপুর ব্লকের বনবিবি মেলার উদ্বোধন করেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, পঞ্চাযেত় সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ইন্সপেক্টর রাকেশ সিং, জামালপুর ১পঞ্চায়েতের প্রধান ডলি নন্দী, উপ প্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল, বিট্টু মল্লিক, তাবারক আলী মন্ডল সহ অন্যান্যরা। সেখানে মীর সাহেবদের সাথে চাদর চরান মেহেমুদখান, রাকেশ সিং ও ভূতনাথ মালিক।সাতদিন ধরে চলবে মেলা। থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যাত্রাপালা। এদিন এখান থেকে তারা যান চক্ষণজাদিতে। সেখানে চক্ষণজাদি মিলন সংঘের উদ্যোগে চলছে মেম্বার কাপ। এদিন ছিল ফাইনাল খেলা। এঞ্জেল কলকাতা ও আইস রকার্স এই দুই দল ফাইনালে ওঠে। ফাইনালে জয়লাভ করে এঞ্জেল কলকাতা। বিজয়ী টিমকে একলক্ষ কুড়ি হাজার ও বিজিত টিমকে আশি হাজার টাকা ও দুটি সুদৃশ্য ট্রফি দেওয়া হয়। এই খেলায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেন মেহেমুদ খান, ভূতনাথ মালিক, রাকেশ সিং ও আব্দুল রব। এর পরে তারা জাড়োগ্রামে আঁটপারা নবীন সংঘের উদ্যোগে মুকুল কৃষি পুষ্প ও হস্তশিল্প মেলায় যান। উপস্থিত ছিলেন আলাউদ্দিন শেখ, সুভাষ কোলে ও মুকুলের সম্পাদক প্রহ্লাদ পাল। ব্লক নেতৃত্ব ও থানার আধিকারিক মেলাটি ঘুরে দেখেন ও আয়োজকদের প্রশংসা করেন।

বিএসএফের হাতে ধৃত এক বাংলাদেশিসহ ২ জন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ এক বাংলাদেশি নাগরিকসহ দুজনকে আটক করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বুধবার বিএসএফ-র পক্ষ থেকে জারি করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিএসএফের সীমান্ত চৌকি খয়েরিবাড়ি ২১ কর্পস বিশেষ অভিযানে চারটি গরু ও ২৬০ টি বাংলাদেশি মুদ্রাসহ এক বাংলাদেশি পাচারকারীকে আটক করেছে। ধৃত বাংলাদেশী পাচারকারীর নাম সোহেল ইসলাম। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে হলদিবাড়িতে বসবাস করে আসছিলেন। ধৃত পাচারকারীকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মানিকগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। অন্য একটি ঘটনায়, ১৩৭ কর্পস পতিরাম আঞ্চলিক সদর দফতর রায়গঞ্জের বর্ডার আউট পোস্ট চকগোপালের চটপটে জওয়ানরা নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ সহ একজন ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে। ধৃত ভারতীয় পাচারকারীর নাম মাহফুজ মন্ডল। ভারতীয় পাচারকারীর কাছ থেকে ১৮০ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ, ভারতীয় মুদ্রা ও একটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ সহ ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশে পাচারের আগে বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ সহ এক ভারতীয় পাচারকারীকে আটক করল বিএসএফ। বুধবার

সকালে পতিরাম থানার অধীন ঠাকুরপুরার পার্শ্ববর্তী তাহেরচক এলাকায় বাইকে করে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার সময় বিএসএফ এই পাচারকারীকে ধরে ফেলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত ব্যক্তির নাম মাফুজ মণ্ডল। তার বাড়ি কুমারগঞ্জের ডাঙ্গারহাটের মামুদপুর এলাকায়। ধৃতের বাইক থেকে ১৮০ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তার বাইকটিকেও আটক করে বিএসএফ। পরে এদিন দুপুর নাগাদ ধৃত ব্যক্তি সহ বাজেয়াপ্ত কাফ সিরাপ ও বাইকটিকে পতিরাম থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। পতিরাম থানার অস্থায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক রাজকুমার বসাক জানান, ধৃতকে আদালতে তোলা হয়েছে। এই সমস্ত নিষিদ্ধ কফ সিরাপ কোথা থেকে আসছে এবং কোথায় যাচ্ছে এর সঙ্গে আর কারা জড়িত তা জানতে তদন্ত করছে পতিরাম থানার পুলিশ।

রেকর্ড যাত্রী বহন মেট্রোর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ চলতি বই মেলায় মেট্রো রেল ইস্ট - ওয়েস্ট করিডরে একদিনে ৫৫ হাজারের বেশি যাত্রী বহন করে নতুন রেকর্ড করেছে। গতকাল এই করিডরের শিয়ালদহ ও সেক্টর ফাইভের মধ্যে সারাদিনে বিভিন্ন ষ্টেশনে ৫৫ হাজার ৪৮৯ জন যাত্রী ওঠানামা করেছেন বলে আজ মেট্রোর তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি ২০ হাজার ৮৫২ জন শিয়ালদহ ষ্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেছেন বলে মেট্রোর তরফে জানান হয়েছে।

মিরিক হাসপাতালের পরিকাঠামোয় ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার মহকুমা মিরিক হাসপাতালের পরিকাঠামোর উন্নয়নে কুড়ি কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এরমধ্যে বিদ্যুত ব্যবস্থার উন্নয়নে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা কুড়ি থেকে বাড়িয়ে ১০০ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

দোকান ও পাউরুটি কারখানা গুলিতে যৌথ অভিযান খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মানিকচক ব্লকের বিভিন্ন দোকান ও পাউরুটি কারখানা গুলিতে পুলিশকে সাথে নিয়ে অভিযান চালালো খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর এবং ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের অধিকারিকরা। সরকারি বিভিন্ন নির্দেশিকা অনুমতি পত্র বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে অভিযান চালানো হয়। বুধবার মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন পাউরুটি কারখানা, মিষ্টির দোকান, মুদিখানা দোকান গুলিতে পৌঁছে যান সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা। জেলা পুলিশের আধিকারিকদের নিয়ে এই অভিযান চালানো হয়। কিভাবে এই পাউরুটি, মিষ্টি সহ বিভিন্ন সামগ্রীগুলি তৈরি করা হচ্ছে, এবং এই সমস্ত দোকানের ক্ষেত্রে অনুমতি পত্র রয়েছে কিনা সে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়। কোনরকম রাসায়নিক যাতে না মেশানো হয় সেই নির্দেশিকা দেওয়ার পাশাপাশি। যারা অনুমতি পত্র এখনো করেননি তারা যেন দ্রুত এই অনুমতি পত্র প্রশাসনিক মাধ্যমে করেন সেই নির্দেশ দেন। একাধিক দোকান গুলির খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বেশ কিছু তেলে ভাজার দোকান গুলিতে অভিযান চালিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়গুলিও খোঁজখবর নেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর এবং ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের অধিকারিকরা।

আবার জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আরও এক দফায় জেলা সফরে যাচ্ছেন। আগামী ১৫ তারিখে তিনি কলকাতা থেকে রওনা হয়ে পুরুলিয়া পৌঁছাবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এর আগে তিনি রাজ্য বাজেট পেশের সময় বিধানসভায় উপস্থিত থাকবেন। ওইদিন পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে রাত্রিবাস করে পরের দিন ১৬ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুরের কলেজ মাঠে তার প্রশাসনিক জনসভার কর্মসূচী রয়েছে। পরের দিন তিনি পুরুলিয়ার শিমুলিয়ায় তার আরও একটি প্রশাসনিক জনসভা রয়েছে। ১৭ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়া পৌঁছাবেন। সেখানেও প্রশাসনিক জনসভা থেকে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা ও নতুন বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করবেন।

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
Regd. Office :
113 Park Street, N Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Email : century@centuryextrusions.com
Website : www.centuryextrusions.com
Tel: +91(033) 2229 1012 /1291; Telefax: +91(033) 2249 5656
CIN : L27203WB1988PLC043705

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(Rs. in lacs Except EPS)

	PARTICULARS	Quarter Ended			Nine Months Ended		Previous Year Ended
		31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
		Un-Audited			Un-Audited		Audited
	PART-I						
1	Revenue from operation	9992	9591	8414	29184	22354	32246
2	Other Income	7	(8)	15	22	30	71
3	Total Income from operation (1+2)	9999	9583	8429	29206	22384	32317
4	Expenses						
	a) Cost of materials consumed	7638	7537	6539	22629	17569	26117
	b) Changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade	319	(19)	49	363	(124)	(932)
	c) Employee benefits expense	397	409	355	1211	1056	1395
	d) Finance Cost	230	238	189	675	565	760
	e) Depreciation and amortisation expense	67	70	72	244	261	339
	f) Other expenses	1135	1145	1064	3361	2521	3773
	Total Expenses	9786	9380	8268	28483	21848	31452
5	Profit(+)/ Loss(-) before exceptional items (3-4)	213	203	161	723	536	865
6	Exceptional Items	—	—	—	—	—	—
7	Profit(+)/ Loss(-) before tax (5-6)	213	203	161	723	536	865
8	Tax Expenses						
	(1) Current tax	50	50	45	180	138	247
	(2) Deferred tax	(3)	(1)	13	(6)	38	1
9	Net Profit(+)/ Loss(-) after Tax (7-8)	166	154	103	549	360	617
10	Other Comprehensive Income/ (Loss)	5	5	15	16	22	20
11	Total Comprehensive Income for the period (IX+X)	171	159	118	565	382	637
12	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs 1/- each)	800	800	800	800	800	800
13	Reserves excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year	—	—	—	—	—	5124
14	EPS for the period (Rs.) (not annualised)						
a	Basic	0.21	0.19	0.13	0.69	0.45	0.77
b	Diluted	0.21	0.19	0.13	0.69	0.45	0.77

Notes :
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 8th February, 2023 for the quarter and nine months ended 31st December, 2022 and thereafter were approved by the Board of Directors at their meeting held on 8th February, 2023.
2. The Company has two business segments i.e. manufacturing of Aluminium Extruded Products and manufacturing Transmission and Distribution Line Hardware. However, the company does not fall under any of the criteria laid down under Ind AS - 108 and hence segment Reporting not applicable.
3. The above is an extract of the detailed fromat of quarterly results filed with the Stock Exchange under regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results are available on the Stock Exchange of BSE at www.bseindia.com , NSE at www.nseindia.com and on company's website at www.centuryextrusions.com
4. Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers, mandatory for reporting periods beginning on or after April 1, 2018, replaces the existing revenue recognition requirements. As per the assessment of the Company, on adoption of Ind AS 115, there is a decrease in the profit of the Company by Rs. 9.60 lakhs for the nine months ended 31st December, 2022.
5. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards("IND AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act,2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
6. The figures of previous period has been regrouped/reclassified, wherever necessary to conform to the classification for the quarter and nine months ended 31st December, 2022.

For Century Extrusions Limited
Sd/-
Vikram Jhunjhunwala
Chairman and Managing Director
DIN :- 00169833

Place : Kolkata
Date : 08/02/2023

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **D.G. / (S&D), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/S and D/ADPS/06/22-23 (1st Call)
Name of work : **Urgent repairing of defunct sluice valve with replacement of defunct NRV and damaged pipe line adjacent to discharge outlet of submersible pump unit No. 3 at ADPS;** Estimated Amount : **Open Quotation**; Earnest Money : **2% of quoted rate.**

(2) NIT No. : KMC/BEERPARA/STARTER/19/22-23 (1st Call)
Name of work : **Urgent repairing of 3 Nos. submersible pump motor starter along with replacement of defective burn out spares at Beerpara New DPS under MDPS;** Estimated cost : **Open Quotation**; Earnest Money : **₹ 5,500.00**; Period of Completion : **15 days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of submission of bid : **20.02.2023 - 05.00 p.m. (For Sl. No. 1); 21.02.2023 at - 05.00 p.m. (For Sl. No. 2)**; The bid forms and other details are available on and from **10.02.2023 (05.00 p.m.) (Sl. No. 1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1), https://wbtenders.gov (For Sl. No. 2).** For corrigendum etc. if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer, Water Supply (Jadavpur Unit), Br.-XII, KMC** invites e-tender for the following work :
NIT No. : WS/Br.-XI/103/22-23/C-1
Name of work : **Supplying and laying of 100mm dia D.I. pipes replacing the old wornout pipe from Chanchal Sarani Shibtala Temple to 21E/1 Santoshpur East Road in Ward No. 103, Br.-XI;** Estimated Amount : **₹ 2,81,443.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **20 days**; Last date of receipt/opening of Tender (Online) : **21.02.2023 - 01.00 p.m. / 23.02.2023 - 01.00 p.m.**; The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** and **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply / GRWW), KMC** invites e-tender for the following works :
(1) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/262
Name of work : **Blanking of 40 Inch diamater M.S. interconnection pipe between CC & SS Grid near WTP PH-1 at GRWW;** Estimated Amount : **₹ 2,83,302.00**; Earnest Money : **₹ 5,666.00**; Period of Completion : **05 days.**
(2) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/317
Name of work : **Removal of sludge from old KMDA Road on the North of CESC Meter Room adjoining portion of sludge pond No. 3 of Garden Reach Water Works;** Estimated Amount : **₹ 2,92,706.00**; Earnest Money : **₹ 5,854.00**; Period of Completion : **15 days**; Last date of receipt/opening of Tender (Online) : **20.02.2023 at 02.00 p.m. / 22.02.2023 at 02.00 p.m. (For Sl. No. 1), 21.02.2023 at 02.00 p.m. / 23.02.2023 at 02.00 p.m. (For Sl. No. 2)**; The bid forms and other details are available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works :
(1) NIT No. : KMC/WS/W79-53/T-50/2022-23
Name of work : **Jacketing of the damaged portion of existing 900mm dia F.W. P.S.C. main on Helen Keller Sarani near Majherhat Railway Station in Ward No. 79;** Estimated Amount : **₹ 2,47,814.00**; Earnest Money : **₹ 5,000.00**; Period of Completion : **05 days.**
(2) NIT No. : KMC/WS/W80-22/T-52/2022-23
Name of work : **Restoration of F.W. supply by repairing of leakages on existing 300mm dia F.W. main by M.S. Jacketing at the damaged portion near the Jn. of Old Goragacha Rd. and Hide Rd. in Ward No. 80;** Estimated Amount : **₹ 1,89,522.00**; Earnest Money : **₹ 3,800.00**; Period of Completion : **07 days.**
(3) NIT No. : KMC/WS/W80-19/T-51/2022-23
Name of work : **Development of F.W. supply at BSNL Bustee providing 150mm dia M.S. pipe line from 16 Transport Depot Rd. to near P3/1 Transport Depot Rd. in Ward No. 80;** Estimated Amount : **₹ 2,56,436.00**; Earnest Money : **₹ 5,200.00**; Period of Completion : **18 days**; Last date of receipt/opening of Tender (Online) : **18.02.2023 at 11.00 a.m. / 20.02.2023 at 11.00 a.m. (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The **C.M.E. (SWM), KMC** invites e-tender percentage rate two bid systems for following work :
NIT No. : SWM-I/E.E./09/Br.-XIV/22-23
Name of work : **Repairing and renovation of asbestos roof and renovation of Store Room, Labour Room and other ancillary Civil Works of Borough Office, under SWM-I Deptt. in Ward No. 130, under Br.-XIV;** Estimated Amount : **₹ 3,60,309.00 (Including GST, CESS & Contingency)**; Earnest Money : **₹ 7,300.00**; Time of Completion : **30 days**; Bid submission start (Online) date : **11.02.2023 - 02.00 p.m.**; Bid submission closing (Online) date : **25.02.2023 - 02.00 p.m.**; Bid opening for technical proposal (Online) date : **27.02.2023 - 02.00 p.m.**; The tender document will be available on and from **07.02.2023 (06.00 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.kmcgov.in**

1069/22-23

হাওড়া ডিভিশনে পিকিউআরএস ব্লক, সিসিএম ব্লক এবং ২x২৫ কেভি কাজ সহ বর্ধমানের বর্তমান রোড ওভারব্রিজ নং ২১৩ ভেঙে ফেলার কাজ চালু থাকার কারণে [২৬.০১.২০২৩ তারিখ (বৃহস্পতিবার) থেকে ২১.০২.২০২৩ তারিখ (মঙ্গলবার) পর্যন্ত] ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের জন্য ১০.০২.২০২৩ তারিখ (শুক্রবার) থেকে ২১.০২.২০২৩ তারিখ (মঙ্গলবার) পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে :

■ **ইএমইউ, প্যাসেঞ্জার ও মেমু ট্রেন বাতিল : ● ১০.০২.২০২৩ থেকে ১৩.০২.২০২৩ ও ২১.০২.২০২৩ তারিখ :** বর্ধমান থেকে : কর্ড লাইন - ৩৬৮১২, ৩৬৮১৬, ৩৬৮৩৬, ৩৬৮৪০, ৩৬৮৫০ ও ৩৬০১২। মেন লাইন - ৩৭৮১২, ৩৭৭৮২, ৩৭৮৩৪, ৩৭৮৩৮ ও ৩৭৮৪২। হাওড়া থেকে : কর্ড লাইন - ৩৬৮১১, ৩৬৮১৩, ৩৬৮২৫, ৩৬৮২৯, ৩৬৮৫১ ও ৩৬০১১। মেন লাইন - ৩৭৮১৩, ৩৭৮১৭, ৩৭৭৮১, ৩৭৮২৭ ও ৩৭৮৩৭। ● **শুধুমাত্র ১০.০২.২০২৩ তারিখ :** বর্ধমান থেকে - ৩৫০১১। কাটোয়া থেকে - ৩৫০১২। ● **১৪.০২.২০২৩ থেকে ২০.০২.২০২৩ তারিখ :** বর্ধমান থেকে: কর্ড লাইন - ৩৬৮১২, ৩৬৮১৬, ৩৬৮৩৪, ৩৬৮৩৬, ৩৬৮৩৮, ৩৬৮৪০, ৩৬৮৪৪, ৩৬৮৪৮, ৩৬৮৫০ ও ৩৬০১২। মেন লাইন - ৩৭৮১২, ৩৭৮১৮, ৩৭৭৮২, ৩৭৮৩৪, ৩৭৮৩৮, ৩৭৮৪০, ৩৭৮৪২, ৩৭৮৪৮, ৩৭৮৫৪ ও ৩৭৭৮৪। হাওড়া থেকে: কর্ড লাইন - ৩৬৮১১, ৩৬৮১৩, ৩৬৮২৫, ৩৬৮২৯, ৩৬৮৩৩, ৩৬৮৩৭, ৩৬৮৪৭, ৩৬৮৫১, ৩৬৮৫৫ ও ৩৬০১১। মেন লাইন - ৩৭৮১৩, ৩৭৮১৭, ৩৭৮২৫, ৩৭৮২৭, ৩৭৮২৯, ৩৭৮৩১, ৩৭৮৩৭, ৩৭৮৪১ ও ৩৭৮৫৩। ব্যান্ডেল থেকে : ৩৭৭৮১। ● **শুধুমাত্র ১৪, ১৫ ও ১৬.০২.২০২৩ তারিখ :** বর্ধমান-আসানসোল প্যাসেঞ্জার : বর্ধমান থেকে: ০৩৫১৩, ০৩৫৫৩, ০৩৫১৯, ০৩৫৫১, ০৩৫৩৫, ০৩৫১৫ ও ০৩৫২৯। বর্ধমান-রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার : বর্ধমান থেকে : ০৩৪৬৯ ও ০৩০৭৯। আসানসোল-বর্ধমান প্যাসেঞ্জার : আসানসোল থেকে : ০৩৫৫৪, ০৩৫৩০, ০৩৫১৮, ০৩৫১৪, ০৩৫৪৮, ০৩৫৫২ ও ০৩৫৫৮। রামপুরহাট-বর্ধমান প্যাসেঞ্জার : রামপুরহাট থেকে - ০৩০৮০। তিনপাহাড় থেকে - ০৩৪১০। বর্ধমান-হাওড়া মেমু : বর্ধমান থেকে - ০৩০৫২। হাওড়া-বর্ধমান মেমু : হাওড়া থেকে - ০৩০৫১। ■ **মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল : আপ অভিমুখে : হাওড়া থেকে : ১৩০২৯ আপ** হাওড়া-মোকামা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩ থেকে ২০.০২.২০২৩)। **২২৩২১ আপ** হাওড়া-সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ২০.০২.২০২৩)। **১২৩৩৭ আপ** হাওড়া-বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ২০.০২.২০২৩)। **১২৩৪৭ আপ** হাওড়া-রামপুরহাট শহীদ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ২০.০২.২০২৩)। **১৩০১৫ আপ** হাওড়া-জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩ থেকে ২০.০২.২০২৩)। **১৩০১১ আপ** হাওড়া-মালদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০২.২০২৩)। **শিয়ালদহ থেকে : ১৩১৮৭ আপ** শিয়ালদহ-রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ২০.০২.২০২৩)। **০৩১১১ আপ** শিয়ালদহ-গোড্ডা প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩ থেকে ১৫.০২.২০২৩)। **ডাউন অভিমুখে : হাওড়া পর্যন্ত : ১৩০৩০ ডাউন** মোকামা-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ২১.০২.২০২৩)। **১২৩৪৮ ডাউন** রামপুরহাট-হাওড়া শহীদ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ২০.০২.২০২৩)। **১২৩৩৮ ডাউন** বোলপুর-হাওড়া শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ২০.০২.২০২৩)। **২২৩২২ ডাউন** সিউড়ি-হাওড়া হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ২০.০২.২০২৩)। **১৩০১৬ ডাউন** জামালপুর-হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ২১.০২.২০২৩)। **১৩০১২ ডাউন** মালদা-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০২.২০২৩)। **শিয়ালদহ পর্যন্ত : ১৩১৮৮ ডাউন** রামপুরহাট-শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ২০.০২.২০২৩)। **০৩১১২ ডাউন** গোড্ডা-শিয়ালদহ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ১৬.০২.২০২৩)। ■ **মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন : আপ অভিমুখে : ১৩০৫৩ আপ** হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ২০.০২.২০২৩) পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, কাটোয়া ও আজিমগঞ্জে থামবে। **১৩০২৭ আপ** হাওড়া-আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩ থেকে ১৯.০২.২০২৩) এবং **১৩০১৭ আপ** হাওড়া-আজিমগঞ্জ গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ২০.০২.২০২৩) পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল ও কাটোয়ায় থামবে। **ডাউন অভিমুখে : ১৩০৫৪ ডাউন** রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ২০.০২.২০২৩) পথ পরিবর্তন করে নিউ ফরাক্কা-আজিমগঞ্জ-কাটোয়া- ব্যান্ডেল হয়ে চলবে এবং আজিমগঞ্জ, কাটোয়া ও ব্যান্ডেলে থামবে। **১৩০২৮ ডাউন** আজিমগঞ্জ-হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ২০.০২.২০২৩) এবং **১৩০১৮ ডাউন** আজিমগঞ্জ-হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪ থেকে ২০.০২.২০২৩) পথ পরিবর্তন করে কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে এবং কাটোয়া ও ব্যান্ডেলে থামবে। ■ **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ : ১০.০২.২০২৩ তারিখ : ৩৫০১৩ আপ, ৩৫০১৫ আপ, ৩৫০১৭ আপ, ৩৫০১৯ আপ ও ৩৫০২১ আপ** কারজানা থেকে যথাক্রমে সকাল ৭.৩৭ মিনিট, সকাল ৯.৪৭ মিনিট, দুপুর ২.১২ মিনিট, সন্ধ্যা ৬.৪২ মিনিট ও রাত্রি ৮.৪২ মিনিটে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **৩৫০১৪ ডাউন, ৩৫০১৬ ডাউন, ৩৫০১৮ ডাউন, ৩৫০২০ ডাউন ও ৩৫০২২ ডাউন** কারজানাতে যথাক্রমে সকাল ৮.১৮ মিনিট, সকাল ৯.৪৮ মিনিট, বিকেল ৫.০৩ মিনিট, সন্ধ্যা ৬.৪৮ মিনিট ও রাত্রি ৯.২৩ মিনিটে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।

১৪ থেকে ২০.০২.২০২৩ পর্যন্ত শাটল ইএমইউ লোকাল

হাওড়া-শক্তিগড়-হাওড়া

ট্রেন নং	হাওড়া (ছা.)	শক্তিগড় (পৌঁ.)	ট্রেন নং	শক্তিগড় (ছা.)	হাওড়া (পৌঁ.)
আপ স্পে.১	১১.২৫	১৩.৩৪	ডাউন স্পে.২	১৩.৫২	১৬.০৫
আপ স্পে.৩	১৪.২০	১৬.১৮	ডাউন স্পে.৪	১৬.৪২	১৯.০২
আপ স্পে.৫	১৭.৩৫	১৯.৩৩	ডাউন স্পে.৬	১৯.৪৫	২১.৫০
আপ স্পে.৭	২০.২০	২২.৩৪	ডাউন স্পে.৮	২২.৪৫	০০.৫০

হাওড়া-মসাগ্রাম-হাওড়া

ট্রেন নং	হাওড়া (ছা.)	মসাগ্রাম (পৌঁ.)	ট্রেন নং	মসাগ্রাম (ছা.)	হাওড়া (পৌঁ.)
আপ স্পে.১	১১.২২	১৩.০৮	ডাউন স্পে.২	১৩.২০	১৫.০৫
আপ স্পে.৩	১৫.৩৫	১৭.০৮	ডাউন স্পে.৪	১৭.২০	১৯.১০
আপ স্পে.৫	১৭.৩৩	১৯.০৫	ডাউন স্পে.৬	১৯.১৫	২০.৫০
আপ স্পে.৭	২৩.১৫	০০.৫৫	ডাউন স্পে.৮	০১.০৫	০২.৪০

দ্রষ্টব্য : ১০.০২.২০২৩ তারিখ (শুক্রবার) বর্ধমান ও কারজানার মধ্যে ইএমইউ পরিষেবা পাওয়া যাবে না। ব্লক চলাকালীন যদি কোনও স্পেশাল ট্রেন ও সেক্টিতে চলা ট্রেন থাকে সেগুলি পথ পরিবর্তন করবে/নিয়ন্ত্রিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway

নাগপুরে প্রথম থেকেই ঘূর্ণিঝড়ের সামনে পড়বে অস্ট্রেলিয়া

নাগপুর, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা গেল নাগপুরের জামথা স্টেডিয়ামের পিচ কিউরেটর কথা বলছেন মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। রাহুল তাকে হাত পা নেড়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিছু একটা নির্দেশ দিচ্ছেন। দূর থেকে বোঝা যায়নি কি চাইছেন ভারতীয় কোচ। পরে অবশ্যই জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা টেস্টে প্রথম থেকেই যাতে ঘূর্ণি উইকেটের সামনে ফেলা যায় অস্ট্রেলিয়াকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন দ্রাবিড়। প্রথমে মনে করা হয়েছিল এমন উইকেট তৈরি হবে যা দুদিন পর থেকে ঘোরা শুরু করবে। কিন্তু এবার তিনজন স্পিনার (অশ্বিন, কুলদীপ, অক্ষর রবীন্দ্র জাদেজা) প্রথম থেকেই আক্রমণ করবেন অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই সিরিজ জিতলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে জায়গা নিশ্চিত করবে ভারত। ফলে নিজেদের হোম অ্যাডভান্টেজ তারা হাতছাড়া করতে রাজি নয়। এতে ভুল কিছু নেই। অস্ট্রেলিয়ায় কোনও দল খেলতে গেলে সেই দলকেও জোরদার ফাস্ট বোলিং সামলাতে হয়। কারন সেটাই অস্ট্রেলিয়ার শক্তি। এবার সেই চেনা ফর্মুলায় যেতে চাইছে ভারত। তবে ভুলে গেলে চলবে না অস্ট্রেলিয়ার হাতেও নাথান লিওন, মিচেল সোয়াপসন, আগারদের মত স্পিনার আছে। তারাও ঘূর্ণি উইকেটে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিপদে ফেলার ক্ষমতা রাখেন। তাই অতিরিক্ত ঘূর্ণি উইকেট করতে গিয়ে সেটা ভারতের পক্ষে বুমেরাং হয়ে যায় কিনা সেই ভয় আছে।

অনুষ্টুপ-সুদীপের লড়াকু শতরান

শেষ বেলায় দ্বিতীয় নতুন বলে তাল কাটল বাংলার!

ইন্দোর, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ আরও একবার স্বপ্ন দেখাচ্ছে বাংলা। এ বার নয়তো! মেসি পারলে মনোজের কেন হবে না? কোয়ার্টার ফাইনালের পর এমনটাই মন্তব্য করেছিলেন বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। মনোজ তিওয়ারি মরসুমের শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছেন, রঞ্জি

চ্যাম্পিয়ন হয়ে অবসর নিতে চান। এটাই তাঁর শেষ মরসুম, ইঙ্গিত পরিষ্কার। গ্রুপ পর্বে অনবদ্য পারফরম্যান্স। কোয়ার্টার ফাইনালেও। এ বার ফাইনালে উঠতে হলে মধ্যপ্রদেশ বাধা টপকে যেতে হবে। গত বার সেমিফাইনালে এই মধ্যপ্রদেশের কাছেই হেরেছিল বাংলা। এ বার সেমিফাইনালে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম দিনটা বাংলারই। এ বারের রঞ্জি মরসুমে বাংলার সবচেয়ে বড় সমস্যা ওপেনিং জুটি। বারবার জুটি বদলেও এই সমস্যা থেকে বেরোতে পারেনি বাংলা। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালেও চিত্র খুব একটা বদলাল না। স্পিন আধিক্য বোলিং লাইন আপ নিয়ে একাদশ গড়েছে বাংলা। ওপেনিংয়ে অভিমন্যু ঈশ্বরণের সঙ্গী করণ লাল। প্রথম সেশনেই দুই ওপেনারের উইকেট হারায় বাংলা। করণ লাল ২৩ রান এবং অভিমন্যু ঈশ্বরণ করেন ২৭ রান। ১৩ এবং ১৪তম ওভারে এই দুটি উইকেট হারায় বাংলা। বরাবরের মতোই ক্রাইসিস পরিস্থিতি ভরসা দিলেন অনুষ্টুপ মজুমদার। তাঁকে যোগ্য সহায়তা দিলেন তরুণ ব্যাটার সুদীপ ঘরামি। তৃতীয় উইকেটে এই জুটিই ম্যাচের রং বদলে দেয়। জুটিতে ২৪১ রান যোগ করে এই জুটি। দিনের প্রথম সেশনে দু উইকেট হারিয়ে চাপে ছিল বাংলা। মাঝের সেশনে অনবদ্য জায়গায় ছিল। অনুষ্টুপ মজুমদার এবং সুদীপ ঘরামির শতরান। দিনের শেষ সেশনে কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ হারাল বাংলা শিবির। দ্বিতীয় নতুন বলে ঘুরে দাঁড়াল মধ্যপ্রদেশ। প্রথমে আবেশ খানের ভেতরে আসা ডেলিভারিতে বোল্ড অনুষ্টুপ মজুমদার। পরের ওভারেই আর এক পেসার অনুভব আগরওয়াল ফেরালেন সুদীপ ঘরামিকে। পরপর দুই শতরানকারীকে হারিয়ে কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ হারাল বাংলা। প্রথম দিন ৮৭ ওভার খেলা হল। ৪ উইকেটে ৩০৭ রান তুলে নিয়েছে বাংলা। আফশোস একটাই, শেষ বেলায় যদি অনুষ্টুপ-সুদীপ জুটি অপরাজিত থাকত। দিনের শেষে ক্রিজে রয়েছেন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি এবং শাহবাজ আহমেদ।

শুভমন শতরান হাঁকাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সূর্যকুমার...

টেস্টের প্রথম একাদশ নিয়ে রোহিতের কথায় ধোঁয়াশা

নাগপুর, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট। তবে সেই ম্যাচে শুভমন গিল না সূর্যকুমার যাদব, কে সুযোগ পাবেন তাই নিয়ে ধোঁয়াশা কাটল না বুধবারও। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে এসে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা জানিয়েছেন, কাকে খেলাবেন তা এখনও ঠিক করতে পারেননি। বৃহস্পতিবার টসের সময়েই সেটা জানা যাবে। এ দিন সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই এই প্রশ্ন ধেয়ে আসে রোহিতের দিকে। ভারত অধিনায়ক হেসে বলেন, ''কাল সকাল ৯টায় টসের সময় জানতে পারবেন।'' একটু থেমে রোহিতের সংযোজন, ''খুব কঠিন কাজ হতে চলেছে। আমরা জানি যে অনেক ক্রিকেটারই ছন্দে রয়েছে। এটা দলের মধ্যে ভাল, কিন্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমস্যার। দলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনও একজনকে বেছে নিতে হবে। আমরা প্রত্যেকটা মাঠে গিয়ে পিচ দেখে তবেই প্রথম একাদশ বাছব ঠিক করেছি। অতীতেও এমন হয়েছে। আগামী দিনেও তাই হবে।'' রোহিত আরও বলেছেন, ''ছেলেদের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছি। যেখানে যেমন সেখানে তেমন দল নির্বাচন করা হবে। পিচ দেখে ঠিক করা হবে কাকে লাগবে। তাকে দলে নেব। এটাই দলের সকলকে বলে দিয়েছি। প্রত্যেক পিচে খেলার জন্য ক্রিকেটার রয়েছে আমাদের দলে। তাই বিকল্পের অভাব নেই।'' তা হলে নাগপুরের মাঠের জন্যে সূর্য না গিল, কে বেশি পছন্দের? এ ক্ষেত্রেও রোহিতের

থেকে সরাসরি কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। তিনি বলেছেন, ''দু'জনেই দু'রকম খেলে। গত তিন-চার মাসে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে শুভমন। দারুণ সব শতরান করেছে। সূর্য আবার টি-টোয়েন্টিতে দেখিয়েছে ওর কী ক্ষমতা এবং টেস্ট ক্রিকেটে সুযোগ পেলে ওর থেকে কী আশা করা যেতে পারে। তবে এখনও ঠিক করিনি দু'জনের মধ্যে কাকে নেওয়া যায়। আজ আপনাদের এ বিষয়ে কোনও উত্তরই দেব না।'' সূর্য বা শুভমনকে নিয়ে যেমন প্রশ্ন রয়েছে, তেমনই উইকেটকিপারের জায়গাতেও ভাবতে হবে ভারতকে। সেখানে দুই দাবিদার ঈশান কিশন এবং কেএস ভরত। এই প্রশ্নেরও কোনও স্পষ্ট জবাব দিতে চাননি রোহিত। বলেছেন, ''সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যে ভাবে ঋষভ পন্থ ব্যাট করেছে টেস্টে, তাতে ও আমাদের দলের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার ছিল। মিডল অর্ডারে সেই দায়িত্ব পালন করার মতো ব্যাটার রয়েছে আমাদের হাতে। কখনও-সখনও পুরনো আমলের ক্রিকেটও খেলতে হতে পারে। সবাই সেটা জানে। আশা করি কাল মাঠেই সেটা দেখা যাবে।'' অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যমের একাংশ জামঠার পিচ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। তাদের দাবি, পছন্দের উইকেট বানাচ্ছে ভারত। সেই প্রসঙ্গে রোহিত বলেছেন, ''আমার মনে হয় খেলার দিকেই নজর দেওয়া উচিত। গত বার এ দেশে সিরিজ খেলতে গিয়ে পিচ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। যে ২২ জন ক্রিকেটার খেলছে, তারা প্রত্যেকেই দক্ষ। কতটা বল ঘুরছে, কতটা সিম হচ্ছে সেটা নিয়ে কেউ ভাবে না।''

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল আইসিসি

দুবাই, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির আগে জানা গেল চলতি বছরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল কবে এবং কোথায় হবে। উদ্বোধনী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হয়েছিল সাউদাম্পটনে। সে বার

ফাইনালে উঠেছিল ভারত এবং নিউজিল্যান্ড। উদ্বোধনী সংস্করণে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। চলতি বছরের জুনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ দ্বিতীয় সংস্করণের ফাইনাল হবে লন্ডনের ওভালে। আইসিসির পক্ষ থেকে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের তারিখ ও ভেনু প্রকাশ করা হল। ৭-১১ জুন ওভালে হতে চলেছে এ বারের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। দ্য ওভালে এর আগেও আইসিসির বড় দুটো ইভেন্ট হয়েছে। ২০০৪ সালে এবং ২০১৭ সালের আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল হয়েছিল ওভালেই। এ বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল আয়োজনের সুযোগ পাচ্ছে ওভাল। পয়েন্ট টেবলে শীর্ষ দুটি দল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলবে। আপাতত পয়েন্ট টেবলে শীর্ষ দুটি স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ দ্বিতীয় সংস্করণের ফাইনাল ৭-১১ জুন লন্ডনের দ্য ওভালে হবে। ১২ জুনকে রিজার্ভ ডে হিসেবে রাখা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া পয়েন্ট পার্সেন্টেজ ৭৫.৫৬। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলে ন'টি দলের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারতের পয়েন্ট পার্সেন্টেজ ৫৮.৯৩। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে থাকা দুই দল ফাইনালের আগে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে।

আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আগে যে টেস্টগুলি রয়েছে- ● ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া (প্রথম টেস্ট)-নাগপুর, ভারত, ৯-১৩ ফেব্রুয়ারি ● ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া (দ্বিতীয় টেস্ট)-দিল্লি, ভারত, ১৭-২১ ফেব্রুয়ারি ● দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ (প্রথম টেস্ট)-সেঞ্চুরিয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি-৪ মার্চ ● ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া (তৃতীয় টেস্ট)-ধর্মশালা, ভারত, ১-৫ মার্চ ● দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ (দ্বিতীয় টেস্ট)-জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ৮-১২ মার্চ ● নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা (প্রথম টেস্ট)-ক্রাইস্টচার্চ, নিউজিল্যান্ড, ৯-১৩ মার্চ ● ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া (চতুর্থ টেস্ট)-আমেদাবাদ, ভারত, ৯-১৩ মার্চ ● নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা (দ্বিতীয় টেস্ট)-ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড, ১৭-২১ মার্চ।

নাগপুরের পিচে জুজু দেখছে ক্যাঙারুরা! ঢোক গিলছেন ক্যাপ্টেন কামিন্স

নাগপুর, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ নিজেদের সুবিধামতো নাগপুরে উইকেট তৈরি করেছে ভারত। বর্ডার গাভাসকর ট্রফি শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে থেকে কাঁদুনি গাইতে শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়ার মিডিয়া। সঙ্গ দিয়েছেন সেদেশের প্রাক্তন ক্রিকেটারা। তাই বেঙ্গালুরু থেকে নাগপুরে পৌঁছেই পিচ দেখতে দৌড়েছিলেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। বোঝাই যাচ্ছে নাগপুরে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দলের অন্দরে উৎসাহ চরমে। অনেকক্ষণ ধরে নাগপুরের উইকেট পর্যবেক্ষণ করেন কামিন্স। তিনি যখন মাঠে যান তখন উইকেট কভার দিয়ে ঢাকা ছিল। গ্রাউন্ড স্টাফদের ডেকে কভার তুলে খুব গভীরভাবে পিচ খুঁটিয়ে দেখেন। কামিন্সের আগে ডেভিড ওয়ার্নার এবং স্টিভ স্মিথও পিচ দেখে যান। চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে নিলেন ক্যাপ্টেন নিজেও। অজি মিডিয়ার বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, নাগপুরের পিচের কিছু জায়গায় জল দেওয়া হয়েছে, বাকি অংশ শুকনো খটখটে। বাঁ হাতি ব্যাটারদের অফস্টাম্পের বাইরের দিকের অংশ শুকনো রাখা হয়েছে। অজিরা বলছে, এতে পিচে দ্রুত ক্ষত সৃষ্টি হবে এবং সেখান থেকে স্পিনাররা সুবিধা পেতে পারেন। বিষয়টাকে চ্যালেঞ্জিং মনে করে কামিন্স

বললেন, ''অ্যাওয়ে সিরিজ খেলার চ্যালেঞ্জ এটাই। হোম টিম সবসময়ই ঘরের মাঠে জিততে চাইবে। অস্ট্রেলিয়ায় আমরা স্বাভাবিকভাবেই পেস ও বাউন্স পেয়ে থাকি। তাই হোম ম্যাচ অ্যাডভান্টেজ খুব একটা বিপজ্জনক বলে মনে করি না। পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে রয়েছে এটা জেনে খেলাটা সফরকারী দলের জন্য আরও কঠিন।'' সাধারণত ম্যাচের আগের দিন অস্ট্রেলিয়ার একাদশ ঘোষণা করে দেওয়া হয়। কিন্তু নাগপুর টেস্টের আগে সতর্ক কামিন্স। বৃহস্পতিবার সকালে পিচের পরিস্থিতি বুঝে তবেই একাদশ জানানো হবে। তবে আঙুলের চোটের জন্য খেলতে পারবেন না ক্যামেরন গ্রিন। নাথান লিয়ঁর সঙ্গী হিসেবে টড মার্ফির অভিষেক হতে পারে আগামীকাল।

নেতৃত্বে হরমনপ্রীতের আদর্শ কে জানেন?

কেপ টাউন, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ ক্যাপ্টেন। শব্দটার মধ্যেই অনেক দায়িত্ব। আর ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন হলে তো কথাই নেই। প্রত্যাশার পাহাড় প্রমাণ চাপ নিয়ে নামতে হয়। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরকেও এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মেয়েদের ক্রিকেটে আইসিসি ট্রফি অধরা ছিল। অনূর্ধ্ব ১৯ স্তরে অবশেষে সেই তৃপ্তি পেয়েছে ভারত। সিনিয়র দলে এখনও আইসিসি ট্রফি অধরাই। সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। রবিবার বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। আর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বাড়তি চাপ থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে হরমনপ্রীতের ভরসা দেশের প্রাক্তন দুই দুঁদে ক্যাপ্টেনের মস্তিষ্ক। ভারতীয় ক্রিকেটের নবজাগরণ হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে। ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অন্ধকার সময়ে ভারতীয় ক্রিকেটের হাল ধরেছিলেন। একটা সময় ভারতীয় দল সম্পর্কে অতি পরিচিত কথা ছিল-দেশে বাঘ, বিদেশে বেড়াল। সেই প্রবাদ বদলে দিয়েছিলেন সৌরভ। তাঁর পতাকা বয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। দেশের অন্যতম সফল দুই অধিনায়কের থেকে অনেক কিছুই শিখেছেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান ম্যাচের আগে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর বলছেন, ''এমএস ধোনি মাঠে কতটা বুদ্ধিমান অধিনায়ক, সেটা আমরা সকলেই জানি।

এখনও ওঁর পুরনো ম্যাচের ভিডিয়ো দেখলে অনেক কিছু শেখা যায়। নেতৃত্বের বিষয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও এমএস ধোনির থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমার এই দু-জনের বিশাল ভূমিকা রয়েছে।'' এমএস ধোনি এশিয়ার একমাত্র অধিনায়ক, যিনি আইসিসি-র তিনটি ট্রফিই জিতেছেন। ২০০৭ সালে উদ্বোধনী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০১১ সালে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ এবং ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। হরমনপ্রীত কৌর আরও যোগ করেছেন, ''ওঁরা যে ভাবে দলকে নেতৃত্ব দিত, অনুসরণ করতাম। সৌরভ যখন ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেন, সে সময় পুরুষদের ক্রিকেট উন্নতির দিকে যাচ্ছিল। সৌরভ ড্রেসিংরুমের পরিবেশটাই পালটে দিয়েছিল। বিশেষ করে, প্লেয়ারদের পাশে থাকা, তাদের খারাপ সময়ে ভরসা দেওয়া কতটা জরুরি, সেটা সৌরভ ভালো করে শিখিয়ে দিয়েছেন।''

নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছেন পন্থ

মুম্বই, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ নতুন বছরের শুরুতে মাকে সারপ্রাইজ দিতে বাড়ি যাওয়ার পথে আকস্মিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থ। ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর দিল্লি-দেরাদুন হাইওয়েতে ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। সেই দুর্ঘটনায় ডান হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ডান হাতের কব্জি, গোড়ালি, পায়ের আঙুল এবং পিঠে আঘাত পেয়েছিলেন পন্থ। তাঁর হাঁটুর অস্ত্রোপচার ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। এখনও চিকিৎসাধীন পন্থ। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই নিজের হেলথ আপডেট দিয়েছেন তিনি। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় কোনও মতে প্রাণে বেঁচেছেন। তবে এখনও লড়াই জারি তাঁর। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ছবি দিয়ে ঋষভ লিখেছেন, 'জানতাম না বাইরে বসে, আবার তাজা হাওয়ায় শ্বাস নিতে পারব! ভাগ্যবান মনে হচ্ছে নিজেকে।' কিছুদিন আগেও তাঁর শারীরিক অবস্থা এমন ছিল যে চিকিৎসকেরা নিশ্চিত করে বলতে পারছিলেন না কবে নিজের পায়ে হাঁটতে পারবেন তিনি। তবে এখন তাঁর অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল। তা স্পষ্ট তাঁর কথায়। প্রিয় পন্থের এই আপডেটে খুশি ক্রিকেট মহল। শারীরিক অবস্থার জন্য চলতি বছরে আসন্ন বর্ডার গাভাসকার ট্রফিতে খেলতে পারবেন না পন্থ। শুধু তাই নয়, এ বারের আইপিএলে তাঁকে

পাবে না দিল্লি ক্যাপিটালসও। এর আগে ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজেও তাঁকে পায়নি ভারতীয় দল। ঋষভকে ছাড়াই কিউয়িদের বিরুদ্ধে জিতেছে দ্রাবিড়ের ভারত। গত বছরের বর্ডার গাভাসকার ট্রফিতে নজির গড়েছিলেন ঋষভ। রেকর্ডের তালিকাতেও রয়েছে তাঁর নাম। এ বার তাঁকে ছাড়াই আসন্ন অজিদের বিরুদ্ধে নামবে ভারত। তাঁর পরিবর্তে উইকেটের পেছনে কাকে দলে নেওয়া হবে, সেই নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। পন্থের বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে ঈশান কিষাণ ও কোনা শ্রীকর ভরতের নাম। পন্থকে বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে না পাওয়াটা নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় দলের কাছে বড় ধাক্কা। তবে এখন ঋষভের পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠাটাই আসল। তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করছে ক্রিকেট মহল। সবার একটাই প্রার্থনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুস্থ হয়ে বাইশ গজে ফিরুক পন্থ।

বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তি হতে যাচ্ছে রোনাল্ডিনহোর ছেলের

বার্সেলোনা, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ তবে কী রোনাল্ডিনহোর ছেলে জোয়াও মেনদেজের বার্সেলোনার জার্সি গায়ে চরানো নিশ্চিতই হয়ে গেল! ১৭ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড বার্সেলোনার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ট্রায়ালে যোগ দেওয়ার পরই ইএসপিএন জানিয়েছিল, সবকিছু ঠিক থাকলে স্থায়ী চুক্তিতে বার্সেলোনার বয়সভিত্তিক দলে নাম লেখাবেন মেনদেজ। মেনদেজের ট্রায়ালে নাকি বার্সেলোনা সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা নিজেও নজর রেখেছেন, স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক স্পোর্তের খবর ছিল এমন। এবার রোনাল্ডিনহো নিজেই এ ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত করলেন। বার্সার সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে এমন কিছু রোনাল্ডিনহো না বললেও তাঁর কথাতে স্পষ্ট, মেনদেজের সঙ্গে বার্সার চুক্তি হওয়া সময়ের ব্যাপারমাত্র। স্প্যানিশ রেডিও

আরএসি ১-কে রোনাল্ডিনহো বলেছেন, ''বার্সা আমার জীবনের অংশ। আমি কখনোই বার্সায় বাইরের কেউ ছিলাম না। যেখানেই গেছি বার্সাকে সঙ্গে নিয়েই ছিলাম। এখন আমার ছেলে বার্সায় আসার পর থেকে বার্সার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আরও দৃঢ় হলো।' আপনার ছেলে বার্সার হয়ে খেলার সুযোগ পেতে যাচ্ছে কি না, এমন প্রশ্ন করা হলে এই ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি বলেছেন, ''হ্যাঁ ও খেলবে।'' মেনদেজ ১৪ বছর বয়স থেকে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ক্রুজেইরোর যুব দলে ছিলেন। এ বছরই চুক্তি বাতিল করে স্পেনে পা রেখেছেন। রোনাল্ডিনহোর মতো তাঁরও স্পেনের পাসপোর্ট আছে। জানা গিয়েছিল, মেনদেজের সঙ্গে বার্সার চুক্তির সিদ্ধান্ত নেবেন বার্সার যুব দলের কোচ। বার্সেলোনার যুব দলের কোচের দায়িত্ব আছেন অস্কার লোপেজ। আর সহকারী কোচ হিসেবে আছেন একসময় বার্সেলোনায় রোনাল্ডিনহোর সতীর্থ প্রাক্তন আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার জাভিয়ের স্যাভিওলা। হয়তো ট্রায়ালে কোচরা পছন্দ করেছেন বলেই বার্সার সঙ্গে চুক্তি হতে যাচ্ছে মেনদেজের। বার্সার সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি দেখভাল করছেন রবার্তো দি আসিস, যিনি রোনাল্ডিনহোরও এজেন্ট ছিলেন। বাবার মতো মেনদেজ মূলত আক্রমণভাগে খেলে থাকেন। ১.৭৮ উচ্চতার এই তরুণ ফুটবলার দুই পায়েই খেলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

দেখা হলে কষে চড় মারব পন্থকে কপিল

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ ঋষভ পন্থের অ্যাক্সিডেন্টের পর কপিল দেব এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, পন্থের বড় রকম কিছু হয়নি তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তবে ঋষভের মতো ক্রিকেটারের অবশ্যই একজন ড্রাইভার রাখা উচিত ছিল। এ বার পন্থের সুস্থ হয়ে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছেন কপিল। তাঁর পরই পন্থের জন্য অপেক্ষা করছে কিংবদন্তির চড়। কি এটা শুনে অবাক হচ্ছেন? হ্যাঁ অবাক হওয়ারই কথা। ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার কপিল জানিয়েছেন যে, তিনি ঋষভ পন্থকে খুবই পছন্দ করেন। তাঁকে খুব ভালোবাসেনও। কিন্তু কপিল এও জানিয়েছেন যে, পন্থকে নিয়ে তাঁর মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং বিরক্তি রয়েছে। কিন্তু কারণ কী? কপিল দেবের পন্থকে নিয়ে বিরক্তির কারণ হল, নিজের প্রতি তাঁর অবহেলা। তিরাশির বিশ্বজয়ী অধিনায়ক মনে করেন, পন্থের চোটের কারণে টিম ইন্ডিয়ার অনেক ক্ষতি হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বর্ডার-গাভাসকর সিরিজের আগে ভারতের থিঙ্ক ট্যাঙ্ককে পুরো কম্বিনেশনটাই বদলে দিতে হয়েছে টিম ইন্ডিয়াকে। কপিল বলেন, ''আমি পন্থকে খুব ভালবাসি। আমি চাই ও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক। আর সেটা হলে আমি গিয়ে ওকে একটা চড় মারব এবং ওকে বলব নিজের যত্ন নিতে। ওর চোটের কারণে দলে অনেক কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে। ওকে নিয়ে আমি চিন্তিত।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501